বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি
সমৃদ্ধ দেশ
উন্নত আগামী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

Bangabandhu's Contribution in Energy Sector

Five (5) Gas Fields Ownership Agreement Signing Ceremony held on 9 August 1975

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলেছে।

চট্টগ্রামের মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ (দুই)টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (Floating Storage Re-gasification Unit; FSRU) স্থাপন এবং জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। রশিদপুরে ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও অকটেন তৈরীর জন্য ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২ লক্ষ ৬০ হাজার প্রিপ্রেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উৎপাদিত সমুদয় কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছ। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিস্কার, উৎপাদন ও সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ (দুই)টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল অর্থাৎ Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন এবং জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। বিগত এক দশকে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০৬ মিলিয়ন ঘনফুট এবং নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপিত হয়েছে ৮৬২ কিলোমিটার। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২ লক্ষ ৬০ হাজার প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হচ্ছে।

বিগত এক দশকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং এলপিজি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন। জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণে বর্তমানে ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫০% তেল জি টু জি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ হতে ক্রয় করা হচ্ছে। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক ও যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮; বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ এবং বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিস্কার, উৎপাদন ও সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

সূচি

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ	০৬
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	০৮
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	৮০
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম	১০৫
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম	১০৯
হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম	১১১
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর কার্যক্রম	১২০
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম	১২৫
বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম	১২৯

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫ টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৮.১৩-এ উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

এক নজরে জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিবরণ	২০০৯	২০১৮	বৃদ্ধি
দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ	১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট	৩২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট	১৫০৬ মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাসক্ষেত্র	২৩ টি	২৭টি	৪টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ	২০২৫ কিঃ মিঃ	২৮৮৭ কিঃ মিঃ	৮৬২ কিঃ মিঃ
খনন রিগ সংগ্রহ	---	৪টি ক্রয় ও ১টি পুনর্বাসন	৫টি
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	২,৬৮০ লাইন কিঃমিঃ	২৮,৪৩৬৬ লাইন কিঃ মিঃ	২৫,৭৫৬ লাইন কিঃ মিঃ
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭৬৬ বর্গ কিঃ মিঃ	৪,৯৮৬ বর্গ কিঃ মিঃ	৪,২২০ বর্গ কিঃ মিঃ
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	৫৫৭ লাইন কিঃমিঃ	১৯,৪৮৭ লাইন কিঃ মিঃ	১৮,৯৩০ লাইন কিঃ মিঃ
জ্বালানি তেল সরবরাহ	৪০.৪৩ লক্ষ মেঃ টন	৮৬.৩২ লক্ষ মেঃ টন	৪৫.৮৯ লক্ষ মেঃ টন
জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা	৩০ দিন (৯ লক্ষ মেঃ টন)	৪০ দিন (১৩.২৮ লক্ষ মেঃ টন)	১০ দিন (৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন)
এলপিজি সরবরাহ	৪৫ হাজার মেঃ টন	৭ লক্ষ মেঃ টন	৬.৫৫ লক্ষ মেঃ টন
এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি	৫টি	১৮টি	১৩টি
এলপিজি'র মূল্য (১২ কেজি)	১৪০০ টাকা	৮৫০-৯০০ টাকা	মূল্য হ্রাস ৫০০-৫৫০ টাকা

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। এদিকে, আগস্ট, ২০১৮ থেকে ১ম এফএসআরইউ এবং এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ২য় এফএসআরইউ কমিশনিং এর ফলে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৩৩০০ এমএমসিএফডি। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

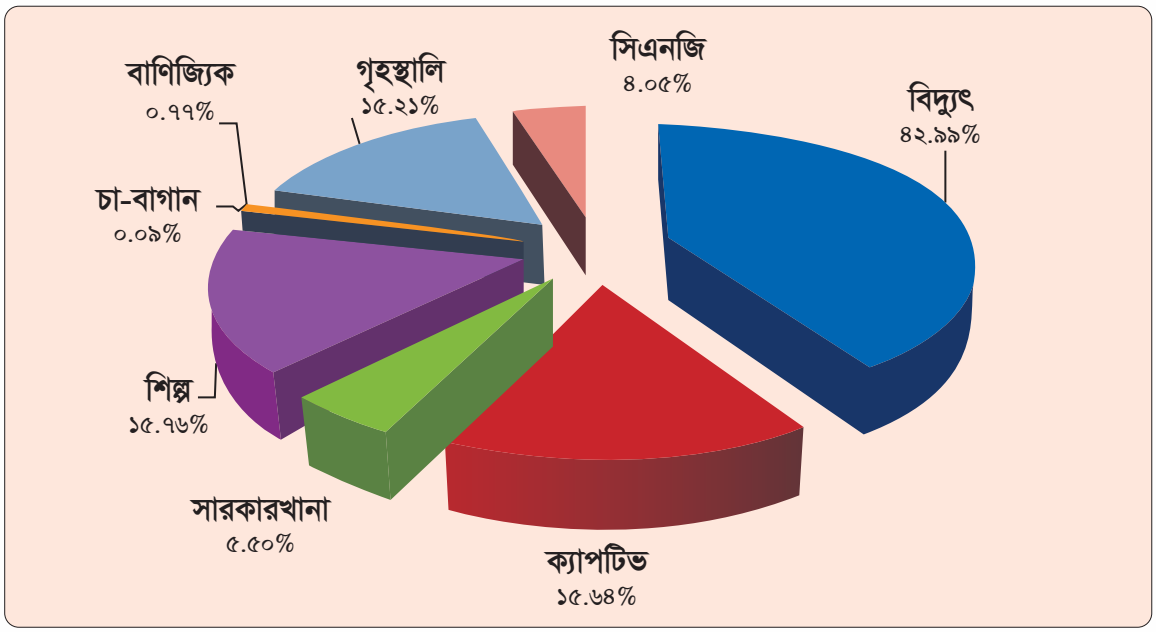

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার চিত্রঃ জুন ২০১৯

গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময়ে (২০০৯-১০১৯) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ নামে মোট চারটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে
- বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

গ্যাস সঞ্চালন কার্যক্রম

- ২০০৯-২০১৯ সময়ে ১২২৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৬২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে
- আরও ৩৫৭ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে ;
- গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা) ;
- গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সারাদেশে সম্প্রসারণ এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও ৮টি প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৫৫ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এলএনজি যুগে বাংলাদেশ

- চট্টগ্রামের মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে এবং আগস্ট, ২০১৯ হতে জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে।
- ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি FSRU স্থাপনের কাজ শেষ হয়। ফলে ২০১৯ সালে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট আর-এলএনজি জাতীয় গ্রীডে যোগ করার সক্ষমতা হয়েছে।

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

- বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক ও যৌথভাবে তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে
- ৩টি অগভীর ব্লকের জন্য ৩টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে:
  - Santos-KrisEnergy-Bapex-এর সাথে ব্লক SS-11 এর জন্য ১টি পিএসসি
  - ONGC Videsh Ltd. (OVL) – Oil India Ltd. (OIL) -Bapex এর সাথে ব্লক SS-04 এবং SS-09 এর জন্য ২টি পিএসসি
- মার্চ ২০১৭ এ গভীর সমুদ্রের ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে
- উৎপাদিত সম্পূর্ণ কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাবের ব্যবহার

- মধ্যপাড়া খনির পাথর/কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাব হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তরল জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রম

- ২০০৯-২০১৯ সময়ে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি তরল জ্বালানি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জ্বালানি তেল সরবরাহে কোন প্রকার সংকট/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি
- ২০০৯ সালে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল ৪০.৪৩ লক্ষ মেঃটন
- ২০১৯ সালে দেশে মোট ৮৬.৩২ লক্ষ মেঃটন জ্বালানি তেল ব্যবহারের উদ্যোগ রয়েছে।
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে ৫০% তেল জিটুজি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট থেকে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।

সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)

- বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অপরিশোধিত/পরিশোধিত জ্বালানি তেল বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের মাদার ভেসেল থেকে ছোট ছোট জাহাজের (লাইটারেজ) মাধ্যমে খালাস করা হয়। ফলে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হয়
- এ প্রেক্ষাপটে আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপলাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র শোর ট্যাংকে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করার জন্য 'সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধি

- জানুয়ারি ২০০৯ এ লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেঃ টন। বর্তমানে এ পরিমাণ প্রায় ১৫ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৭ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে
- বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এবং সময়োপযোগী এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ১৮টি কোম্পানি এলপিজি আমদানি ও বাজারজাত করছে এবং গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ
- ১২ কেজি এলপিজি'র মূল্য ১৪০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৮৫০-৯০০ টাকায় নেমে এসেছে।

উল্লেখযোগ্য চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

- এলএনজি থেকে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ:
  - মহেশখালি থেকে আনোয়ারা : ৭৯ কিঃমিঃ
  - আনোয়ারা থেকে ফৌজদারহাট : ৩০ কিঃমিঃ
  - চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ : ১৮১ কিঃমিঃ
  - আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দ্রুত এবং সহজে খালাসের জন্য এসপিএম স্থাপন
  - উড়োজাহাজের জ্বালানি 'জেট ফুয়েল' সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কাঞ্চন ব্রীজ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ
  - ১৩০ কিঃমিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন
  - কূপ থেকে যথাযথ চাপে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৩টি ওয়েল হেড কম্প্রেসর স্থাপন
  - অকটেন তৈরীর জন্য ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন
  - ৩টি তেল কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ
  - মংলায় ১ লক্ষ মেঃটন ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ
  - ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২.৬০ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন
  - ধনুয়া-এলেঙ্গা ৬৭ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন
- গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ
- বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ
- ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিঃ ইউনিট-২ স্থাপন
- ঢাকা-চট্টগ্রাম ৩০৫ কি:মি তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ
- মংলা-দৌলতপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ
- পার্বতীপুর-রংপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ
- পার্বতীপুর-বগুড়া তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার পরিচিতি:

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ 'কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারীকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৯৮৫ সালে ১১ এপ্রিল জারীকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারীকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের অন্যতম জ্বালানি উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। পেট্রোবাংলা এর অধীন ১৩টি কোম্পানির মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সব কার্যক্রমের মধ্যে গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট/এনজিএল থেকে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন, এলপিজি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে দেশে কয়লা আহরণ এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে গ্রানাইট আহরণের কার্যক্রমে পেট্রোবাংলা নিয়োজিত। ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১২টি কোম্পানির ১০০% শেয়ার সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা ধারণ করে। কেবলমাত্র গ্যাস বিপণন কার্যক্রমে নিয়োজিত তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড-এর ৭৫% শেয়ার পেট্রোবাংলা ধারণ করে।

পেট্রোবাংলার দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

১. তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

২. সরকারের নীতি অনুযায়ী তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. সরকারের অনুমোদনক্রমে তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) অধীনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পিএসসি কার্যাদির তদারকি, মনিটর ও সমন্বয়;

৪. আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয়, পরিকল্পনা ও তদারকি;

৫. দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তেল এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়;

৬. এ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;

৭. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলি সম্পাদন।

পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

PETROBANGLA

EXP. & PROD.	TRANSMISSION	DISTRIBUTION	CNG & LPG	MINING
BAPEX	GTCL	TGTDCL	RPGCL	BCMCL
BGFCL		BGDCL		MGMCL
SGFL		JGTDSL		
		PGCL		
		KGDCL		
		SGCL		

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স):

কোম্পানির পরিচিতি:

অনুসন্ধান কোম্পানি হিসেবে ১৯৮৯ সালে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে ২৩ এপ্রিল, ২০০২ তারিখ থেকে অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি হিসেবে পুনর্গঠিত হয়ে ব্যাপক পরিসরে বাপেক্স তার কার্যক্রম শুরু করে। কাওরান বাজারে বাপেক্স এর নিজস্ব কার্যালয়, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ফিল্ড অফিসসমূহ মিলিয়ে বাপেক্স এর স্থায়ী জনবল সর্বমোট ৬৫১ জন (কর্মকর্তা ৩৮৪ জন এবং কর্মচারী ২৬৭ জন)। বাপেক্স এর আওতাধীন ৯টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে, তন্মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক আবিষ্কৃত ৬টি গ্যাসক্ষেত্রসহ মোট উৎপাদনক্ষম ৮টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক ১১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে এবং গ্যাসক্ষেত্রগুলোয় ১.৬ টিসিএফ গ্যাস মজুদ আছে। এখন পর্যন্ত বাপেক্স এর মোট ভূতাত্ত্বিক জরিপ ২৭৯৬ লাইন-কিলোমিটার, দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ ১৫৭২৩ লাইন-কিলোমিটার এবং ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ ৩৮৭০ লাইন-কিলোমিটার। বর্তমানে বাপেক্স এর খনন রিগের সংখ্যা ৪টি ও ওয়ার্কওভার রিগের সংখ্যা ২টি। খননকার্যে সহায়তার জন্য বাপেক্স এর ৩টি মাড ল্যাবরেটরি, ৩টি মাডলগিং ইউনিট ও ২টি সিমেন্টিং ইউনিট রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে গঠন করা হয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন কোম্পানি (বাপেক্স)। বাপেক্স এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরীপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলতঃ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে ওজিডিসি অব পাকিস্তান এর মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি (বাংলাদেশ) ও তৈল সন্ধানী এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৭৪ সালে বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাপেক্স। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাপেক্স তার পূর্বসূরি পেট্রোবাংলার প্রেষণে নিযুক্ত জনবল, যন্ত্রপাতি ও ক্ষতির দায়ভার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্স-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরীপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, পূর্ত নির্মান, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ, খনন, ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। বাপেক্স আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিএসসি ব্লক-৯ এর অপারেটর ক্রিস এনার্জি'র অধীন বাঙ্গুরা #৬ ও #৭ দুটি উন্নয়ন কূপ চুক্তিভিত্তিতে খননের কাজ লাভ করে। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি মোতাবেক বাঙ্গুরা #৭ কূপে সন্তোষজনকভাবে খনন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বাপেক্স সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদানদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে। শাহবাজপুর কূপ থেকে উৎপাদিত গ্যাস পিডিবি'র পাওয়ার প্ল্যান্টসহ অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি:

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) পেট্রোবাংলার একটি স্বনামধন্য প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদনের মাধ্যমে এ কোম্পানি জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। বিজিএফসিএল ১৯৫৬ সালের ৩০ মে এদেশে প্রতিষ্ঠিত শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি) এর উত্তরসূরি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিএসওসি-র আবিস্কৃত ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ রশিদপুর, কৈলাসটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ এবং বাখরাবাদ মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং (১৭.৮৬ কোটি টাকা) মূল্যে ক্রয় করে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট রাষ্ট্রীয় মালিকানাভূক্ত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পিএসওসি-র নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) করা হয়। উক্ত ৫টি ফিল্ডের মধ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ এবং আরও ০৩টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ নরসিংদী, মেঘনা ও কামতা অর্থাৎ সর্বমোট ০৬টি গ্যাস ফিল্ড বর্তমানে বিজিএফসিএল-এর পরিচালনাধীন রয়েছে। বিজিএফসিএল কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪ (সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

বিজিএফসিএল প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের মোট গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক প্রায় ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে দৈনিক গড় উৎপাদন প্রায় ৭১১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতার ২৬% এবং রাষ্ট্রীয় গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতার ৬৮%। গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে MS ও HSD উৎপাদন করে বিপিস্থির বিপনন কোম্পানিকে সরবরাহ করছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস বুস্টার কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোম্পানি সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিস্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

- এসজিএফএল-এর অধীনে বর্তমানে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১১টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে ১২৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড অধিভূক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়।
- কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সাথে সহজাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট আহরিত হয়। আহরিত কনডেনসেট নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়, যা বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।
- কোম্পানির অধীনস্থ কৈলাশটিলা ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে এনজিএল আহরণ করা হয় যা পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট সরবরাহ করা হয়। উক্ত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট রশিদপুরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করে বিপিসি'র মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মৌলভীবাজার ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেটসহ বিবিয়ানা ও জালালাবাদ ফিল্ডের উদ্বৃত্ত কনডেনসেট এসজিএফএল-এর মাধ্যমে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন পান্টের নিকট চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরে বিরাট গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় । পরবর্তী ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পর ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা। বর্তমানে শিল্প, বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার কারখানা, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিকসহ মোট ২৮,৬৩,০৫০টি (জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) গ্রাহকের সমন্বয়ে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

তিতাস গ্যাস অধীভূক্ত এলাকা যেমন-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ এবং এ উদ্দেশ্যে পাইপলাইন স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এ কোম্পানির প্রধান কাজ ।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

(ক)	কোম্পানির নাম	:	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।
(খ)	কোম্পানি প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	০৭ জুন, ১৯৮০ খ্রিঃ।
(গ)	রেজিষ্টার্ড অফিস	:	প্রধান কার্যালয়, চাঁপাপুর, কুমিল্লা-৩৫০০।
(ঘ)	নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
(ঙ)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
(চ)	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ	:	২০ মে, ১৯৮৪ হতে শুরু করে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ/বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড কর্তৃক উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস জিটিসিএল ও টিজিটিডিসিএল-এর সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাস অত্র কোম্পানির নিম্নোক্ত ফ্রাঞ্জাইজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক যথা বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা

(ক) কুমিল্লা জেলা সদর, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, বরুড়া, বুড়িচং এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

(খ) চাঁদপুর জেলা সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, কচুয়া, এবং শাহরাস্তি উপজেলা।

(গ) ফেণী জেলা সদর, দাঁগণভূঞা, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী এবং ফুলগাজী উপজেলা।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সদর, বসুরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি এবং চাটখিল উপজেলা।

(ঙ) লক্ষীপুর জেলা সদর।

(চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর, আশুগঞ্জ, কসবা এবং বাঞ্ছারামপুর।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদানুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) নামে উক্ত কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরুহয় এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস পাইপ লাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে জনগণের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। কেজিডিসিএল গ্রাহকগণকে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং দৈব দূর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কোম্পানি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নের জন্য কোম্পানির সিএসআর খাত হতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৩৬ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেজিডিসিএল গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি:

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে প্রাকৃতিক গ্যাসের যথাক্রমে আবিষ্কার ও বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। সিলেট অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমে পেট্রোবাংলার একটি প্রকল্প হিসেবে জালালাবাদ গ্যাসের কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরবর্তীতে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বৃহত্তর সিলেট এলাকায় গ্যাস বিতরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার শরীফে গ্যাস শিখা প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেট শহরে গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সিলেট অঞ্চলে গ্যাস নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। অতঃপর পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) গঠন করা হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর আওতাভূক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেনির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি:

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৯ নভেম্বরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল), বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে এবং ২০০০ সালের ২৪ এপ্রিল বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এ কোম্পানি ইতোমধ্যে অত্যন্তদক্ষতার সাথে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহজাদপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে এ কোম্পানি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি রংপুর বিভাগের আওতাধীন রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। এ কোম্পানি শুরু হতে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্যাস বিপণন ও রাজস্ব কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেছে। চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ, অনুমোদিত গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সর্বোপরি নতুন গ্যাস সংযোগ উন্মুক্ত করা হলে কোম্পানির আর্থিক কলেবর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে এবং দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নরুপ কার্যাবলী সম্পাদন/গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে:

- গ্যাস সংযোগ সংক্রান্তসেবা;
- জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেবা;
- গ্যাস বিল সংক্রান্তসেবা;
- গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্তসেবা;
- ভিজিল্যান্স কার্যক্রম;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্তসেবা;
- গ্যাস ব্যবহারে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
- গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট গ্যাস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের মোট শেয়ার ৭০০ (সাতশত) টাকা যা কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মূলধন। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-G Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং প্রতিজনের নামে ১ টি করে শেয়ার বরাদ্দ রয়েছে। Memorandum and Articles of Association-এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পনি লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। এক নজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

কোম্পানির নাম	ঃ	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	ঃ	০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	ঃ	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২ খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন	ঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
প্রশাসনিক দপ্তর	ঃ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)।
কোম্পানির ধরণ	ঃ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
পরিশোধিত মূলধন	ঃ	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।
- মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানি অত্যন্তসুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারী পয়েন্ট দ্বারা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানিসমূহের অধিভূক্ত এলাকায় সর্বমোট ২৪৮৪.৩৮ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ১৩.৩৮% বেশী। অপরদিকে উল্লেখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র হতে ২৫৩১.৩২ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ২৫.১% কম।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতিঃ

১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
২	কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫	পাবলিক লিঃ কোং হিসেবে নিবন্ধিত	০৪ আগস্ট ১৯৯৮।
৬	কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮।
৭	কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ	০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮।
৮	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়	চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৯	লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
১০	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ অক্টোবর ১৯৯৮।
১১	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০।
১২	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	০৭ (সাত) জন।
১৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৩৫০,০০,০০,০০০.০০ কোটি টাকা।
১৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	৩১৫,৬৩,০৪,১০০.০০ টাকা (প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যেমানের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৩১,৫৬,৩০,৩৪০ টি)
১৫	বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)।
১৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি	জুন ২০০৫
১৭	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন	সেপ্টেম্বর ২০০৫।
১৮	কোম্পানির Website Address	www.bcmcl.org.bd

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড:

কোম্পানির পরিচিতি:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১৩৮ মিটার গভীরতায় কঠিন শিলা আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটির কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে মেসার্স জার্মানীয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬(ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক খনিটি পরিচালিত হচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানো হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত সংখ্যা		সর্বমোট
			কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১।	পেট্রোবাংলা	৬৫২	১৬৫	২৪৫	৪১০
২।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	১৮৬৬	৩৮১	২৬৭	৬৪৮
৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	১৩৯০	৩৬০	৪৯৫	৮৫৫
৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৪০	২৬৪	৩১২	৫৭৬
৫।	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৩৭৪০	৯৬৭	১২৭৪	২২৪১
৬।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	৯২০	২৭৩	২০৬	৪৭৯
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১০৬	২৮২	২৮৪	৫৬৬
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১৬১	২৮৩	৪২১	৭০৪
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩৭৭	১৫৮	১৪	১৭২
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৫২২	৪৬	০০	৪৬
১১।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৯২১	৪৬৫	১৩২	৫৯৭
১২।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৪২৯	১০৮	৩১	১৩৯
১৩।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৫১৫	৮০	২৬	১০৬
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৪৪৭	১৪৭	৫৫	২০২
	সর্বমোট =	**১৪৯৮৬**	**৩৯৭৯**	**৩৭৬২**	**৭৭৪১**

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

ক) গত ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের চিত্র ঃ

গ্যাস ঃ বিসিএফ এবং কয়লা ও কঠিন শিলা ঃ মেট্রিক টন।

গ্যাস	৯৬৫.৩১৩
কয়লা	৮,০৮,১৩২.২৯
কঠিন শিলা	১০,৬৭,৬৪৬.৭৩

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স):

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ভূ-তাত্ত্বিক কার্যক্রম:

২০১৮-২০১৯ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল মৌলভীবাজার জেলার পাথারিয়া ভূগঠনে সর্বমোট ৮০ লাইন কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। এসময় ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল মোট ১৪ টি ছড়া/সেকশনে কাজ করে ৫৫টি শিলা, ০২টি গ্যাস এবং ০২টি পানি নমুনা সংগ্রহ করেছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পাথারিয়া ভূগঠনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরীর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ভূগঠন হতে সংগ্রহকৃত শিলা, গ্যাস ও পানি নমুনাসমূহের পরীক্ষাগার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ও সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রনয়ণের কাজ চলমান রয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে বাপেক্সের স্থায়ী জিএন্ডজি কমিটির অনুমোদনক্রমে সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্ত, বিদ্যমান কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ভোলা # ২ মুল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, ইলিশা # ১ অনুসন্ধান কূপ, এবং বেগমগঞ্জ # ৪ মুল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (রিভাইজ্ড)-এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া শরিয়তপুর এলাকার পূর্বের সংগৃহীত এবং সম্প্রতি ২০১৭-১৮ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ একত্রীভূত করে শরিয়তপুর প্রসপেক্ট মূল্যায়নকরতঃ কূপ প্রস্তাবনা প্রনয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বাপেক্সের জিএন্ডজি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত ভোলা # ২ মুল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, ইলিশা # ১ অনুসন্ধান কূপ, এবং বেগমগঞ্জ # ৪ মুল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (রিভাইজ্ড)-এর কূপ খনন স্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে সেমুতাং নর্থ # ১ ও সেমুতাং ইস্ট # ১ নামে আরো দুটি কূপ খননের প্রাথমিক স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে যা সংগৃহীতব্য ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্তকরা হবে। বাতচিয়া প্রসপেক্ট এ সংগৃহীত সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ শেষে ভূতাত্ত্বিক মূল্যায়নকরতঃ উক্ত এলাকায় আরোও ক্লোজড গ্রিড সাইসমিক সার্ভের অনুরোধ জানিয়ে সাইসমিক সার্ভের সুপারিশ করা হয়েছে। বাপেক্সের মালিকানাধীন অনুসন্ধান ব্লক এবং ফেন্সড এলাকায় বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ মূল্যায়নকরতঃ লিড/প্রসপেক্ট সনাক্তকরণ এবং একইসাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্লোজড গ্রিড সাইসমিক প্রপোজাল প্রনয়ন করা হয়েছে। সাভার-মানিকগঞ্জ এলাকায় পূর্বে সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং সম্প্রতি ২০১৮-১৯ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ সমন্বয় করে ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডবষষ Location সংশ্লিষ্ট হাইড্রোকার্বন এক্সপোরেশন ম্যাপ প্রস্তুত করে পেট্রোবাংলা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও হাইড্রোকার্বন এক্সপোরেশন-এর লক্ষ্যে বাপেক্সের খসড়া SOP প্রনয়নকরতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পেট্রোবাংলা, জিএসবি, বিপিআই এবং Chevron Bangladesh Ltd., Tullow Bangladesh Ltd., ONGC Videsh Limited, POSCO DAEWOO Corp, Santos Sangu Field Limited, Schlumberger SEACO Inc. ও Halliburton International GmBH-এর বিশেষজ্ঞগণের নিকট তাদের মতামত প্রদানের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভূতাত্ত্বিক বিভাগের ফরমেশন ইভ্যালুয়েশন উপ-বিভাগ কর্তৃক সালদা নর্থ অনুসন্ধান কূপ নং #১, কসবা অনুসন্ধান কূপ নং #১ এবং সেমুতাং সাউথ অনুসন্ধান কূপ নং #১ এর ওপেন হোল (গামা রে, রেজিসটিভিটি, নিউট্রন, ডেনসিটি, ফুল ওয়েভ সনিক, স্পেকট্রাল গামা রে, ইমেজ লগ, এমডিটি) এবং কেসড হোল (গামা রে, সিভিএল, ভিডিএল, সিসিএল, আল্ট্রা সনিক, পিএলটি) ওয়্যারলাইন

লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহিত লগ উপাত্ত সমূহ হতে সম্ভাবনাময় গ্যাস জোন নির্ণয় এর জন্য ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে এবং টেকলগ সফটওয়্যার ব্যবহার করে গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খননকৃত কূপ সমূহে সম্ভাবনাময় গ্যাস জোন নির্ধারণপূর্বক ডিএসটি এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক উপযোগিতা যাচাই করার লক্ষ্যে পারফোরেশন কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উপ-বিভাগ কর্তৃক বাপেক্সসহ বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রের সমস্যা দূরীকরণে পরামর্শক সেবা প্রদান এবং মজুদ মূল্যায়ন এবং নতুন গ্যাস স্তর প্রাপ্তি সাপেক্ষে মজুদ পুনঃ মূল্যায়নের কাজ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এই অর্থবছরে শাহবাজপুর ইস্ট # ১ সহ শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ পুনঃমূল্যায়ন, আবিষ্কৃত ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ মূল্যায়ন এবং ফেঞ্চুগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, সালদানদী, রূপগঞ্জ ও সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নতুন গ্যাস স্যান্ড এবং অন্যান্য গ্যাস স্যান্ড সহ ফিল্ডসমূহের মজুদ মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বাপেক্সের বিভিন্ন কূপে ওয়ারলাইন লগিং ও পারফোরেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিভিন্ন এডমিনিস্ট্রিটিভ কার্যক্রম যেমন- টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত, টেন্ডার ইভাল্যুয়েশন, রেডিও একটিভ সোর্স সম্পর্কিত সকল লাইসেন্স এবং এক্সপোসিভ আমদানি, পরিবহন ও সংরক্ষণের সকল লাইসেন্স সম্পর্কিত কার্যক্রম এই উপবিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন ভূতত্ত্ব উপ-বিভাগ কর্তৃক রূপকল্প-১ ও রুপকল্প-৩ খনন প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে খননকৃত সালদা নর্থ #১ এবং কসবা #১ অনুসন্ধান কূপ সমূহের খনন কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও থার্ডপার্টি হায়ারিংয়ের মাধ্যমে খননকৃত সেমুতাং সাউথ #১ অনুসন্ধান কূপে সার্বক্ষণিকভাবে খনন কার্যক্রম মনিটরিং এবং বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক কারিগরি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে জকিগঞ্জ #১, ইলিশা #১ অনুসন্ধান কূপ ও ভোলা নর্থ #২ ডেভলপমেন্ট কূপ এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর সিলেট # ৯ মুল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের GTO প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক পাথারিয়া ভূগঠন, বড়লেখা, মৌলভীবাজার পরিদর্শন শেষে পর্যালোচনা

খনন কালিন মাড লগিং ইউনিটের কার্যক্রম

Power & Energy Week 2018

Best Stall (Government Organization)
3rd Place (Energy & Mineral Resources Division)
06-08 September 2018

Certificate of Appreciation is awarded to
Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)
for participation & successfully organizing "Power & Energy Week 2018".

জ্বালানী সপ্তাহ ২০১৮ এ বাপেক্সের অর্জন

ভূপদার্থিক কার্যক্রম:

সাইসমিক সার্ভে:

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে নাম লিখিয়েছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি জ্বালানি খাতকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এদেশের প্রাপ্ত জ্বালানীসমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম যা প্রায় দেশের তিন-চতুর্থাংশ জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে আসছে। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে আরো বেশি উৎপাদনের জন্য বাপেক্স এর ভূপদার্থিক বিভাগ ২ডি ও ৩ডি ভূ-কম্পন জরিপ পরিচালনা করে চলছে। দেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চল গ্যাসের আধার হিসেবে বিবেচিত হলেও পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলেও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাপেক্সের নামে বরাদ্দকৃত ব্লক ৮ ও ১১ তথা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, সুনামগঞ্জ, টাঙ্গাইল গাজীপুর অঞ্চলে পূর্বের জরীপের উপর ভিত্তি করে কূপ খননে সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৩০০০ লাইন কি. মি. 'রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রজেক্ট' গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্ণিত উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের মধ্যাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল তথা ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের পূর্বতন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ৩০০০ লাইন কি. মি. "2D Seismic Survey over Exploration Block 3B, 6B & 7" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে ৩-ডি ভূকম্পন জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২-ডি ভূকম্পন জরিপ:

রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রজেক্ট:

প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ লাইন কি. মি. এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ মাঠ মৌসুমে ২১৯০ লাইন কি. মি. জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

2D Seismic Survey over Exploration Block 3B, 6B & 7:

এ প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ লাইন কি. মি. এর মধ্যে গত ২০১৭-১৮ মাঠ মৌসুমে ২২২৫ লাইন কি. মি. এবং চলতি মাঠ মৌসুমে ৭৭৫ লাইন কি.মি. জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

৩-ডি ভূকম্পন জরিপঃ

৩ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ৩০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে ২০ বর্গ কি.মি. সহ বর্তমান অর্থ বছরে মোট ৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ কাজ শেষ হয়েছে।

পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রম:

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ল্যাব সার্ভিসের অংশ হিসেবে এ বিভাগে গ্যাস, কনডেনসেট, পানি, রক কোর, আউটক্রপ, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-রসায়নিক ও পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। বাপেক্সের নিজস্ব ৭টি গ্যাসক্ষেত্র (সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল, সেমুতাং সুন্দলপুর ও বেগমগঞ্জ), ৩টি অনুসন্ধান (কসবা # ১, সালদা নর্থ # ১ ও সেমুতাং সাউথ # ১) থেকে সংগৃহীত ২৩৭টি গ্যাস, ৯৫টি কনডেনসেট ও ৯৭টি পানি নমুনা, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ৬টি সীপ গ্যাস ও ২টি পানি নমুনা; হারারগঞ্জ ভূ-গঠনের ২১টি আউটক্রপ নমুনা; ভোলা নর্থ # ১ অনুসন্ধান কূপের ০৯টি কোর নমুনা থেকে প্রস্তুতকৃত ৮২টি কোর পাগ (পেট্রোফিজিক্যাল) ও ১৬টি কোর (সেডিমেন্টোলজিক্যাল ও মাইক্রোপ্যালিওন্টোলজিক্যাল); হারারগঞ্জ ভূ-গঠনের ৪৫টি আউটক্রপ নমুনা (সেডিমেন্টোলজিক্যাল ও মাইক্রোপ্যালিওন্টোলজিক্যাল); সালদা নর্থ # ১ থেকে সংগৃহীত ১০টি কাটিং নমুনা (মিনারেলোজিক্যাল) নমুনাসহ সর্বমোট ৬১১টি নমুনা বিশ্লেষণান্তে মোট ৯৩টি কারিগরী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। চার্জের বিনিময়ে সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্যান্ট থেকে ২টি গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণকরতঃ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। গত অর্থবছরে জাহাঙ্গীরনগর ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এর পেট্রোলিয়াম এ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএমআই) বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা ল্যাব পরিদর্শনসহ বিভাগের বিশ্লেষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম:

খনন বিভাগ বাপেক্সের তেল/গ্যাস অনুসন্ধান/ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজস্ব দক্ষ জনবল দ্বারা খনন/ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানির খনন/ওয়ার্কওভার-এর কাজও খনন বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের খনন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত খনন/ওয়ার্কওভার কার্যক্রম:

১। কসবা #১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (গত অর্থ বছরে চলমান ছিল যা চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে)

১। সালদা #১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প

২। সেমুতাং সাউথ # ০১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প

৩। হবিগঞ্জ # ০১ ওয়ার্কওভার কাজ

৪। কৈলাশটিলা # ০১ ওয়ার্কওভার কাজ

৫। বাখরাবাদ # ০১ ওয়ার্কওভার কাজ

৬। তিতাস# ০৬ ওয়ার্কওভার কাজ

বাপেক্স কর্তৃক ইনোভেশন বিষয়ক ২ দিনের কর্মশালার একাংশ

পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রম

উৎপাদন কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ (জুলাই মে ২০১৯)

কার্যক্ষেত্র	লক্ষমাত্রা	সংশোধিত লক্ষমাত্রা	অর্জিত লক্ষমাত্রা	প্রকৃত অর্জন শতকরা হার (%)
২	৩	৪	৫	৬
গ্যাস (এম.এম.সি.এম)	১১৯৪.০০	১১৯৪.০০	১০৯৭.৫৮	৯১.৯২%
কনডেনসেট (হাজার লিটার)	৬৩৭৩.০০	৬৩৭৩.০০	৫৮৮৪.৭৪	৯৩.৩৪%

ভোলা নর্থ #১ অনুসন্ধান কূপের স্পাড-ইন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে ৫টি ফিল্ড উৎপাদনে রয়েছে। নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ফিল্ডসমূহের সার্বিক তথ্য উল্লেখ করা হলোঃ

ক) ফিল্ডসমূহ :

ক্রঃ নং	ফিল্ড	প্রসেস প্ল্যান্ট	ফ্রাকশনে-শন প্ল্যান্ট	গ্যাস সরবরাহ	পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ	মন্তব্য
০১।	তিতাস	গাইকল ডিহাইড্রেশন -১০টিএলটিএস-৬টি	২টি	টিজিটিডিসিএল জিটিসিএল	পিওসিএল	-
০২।	বাখরাবাদ	সিলিকাজেল-৪টি	১টি	জিটিসিএল	পিওসিএল এমপিএল	-
০৩।	হবিগঞ্জ	গাইকল ডিহাইড্রেশন-৬টি	-	টিজিটিডিসিএল জেজিটিডিএসএল জিটিসিএল	-	এ ফিল্ডের কনডেনসেট তিতাস ফিল্ডে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
০৪।	নরসিংদী	গাইকল ডিহাইড্রেশন-১টি	-	টিজিটিডিসিএল	-	এ ফিল্ডের কনডেনসেট তিতাস ফিল্ডে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
০৫।	মেঘনা	এলটিএক্স-২টি	-	জিটিসিএল	-	এ ফিল্ডের কনডেনসেট বাখরাবাদ ফিল্ডে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
০৬।	কামতা	এলটিএক্স-২টি	-	জিটিসিএল	-	১৯৯১ সালের আগস্ট হতে এ ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

খ) গ্যাস উৎপাদন (২০১৮-২০১৯) :

ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনমিটার)	
			দৈনিক গড়	মোট
তিতাস	২৭	২৬	৫০২	১৮৩,৩৯৭.৭৬১
হবিগঞ্জ	১১	০৮	২১৭	৭৯,২১৪.৬৮৩
বাখরাবাদ	১০	০৭	৩০	১১,০১৯.৭৯৯
নরসিংদী	০২	০২	২৭	৯,৯৪৬.৬৬৯
মেঘনা	০১	০১	১১	৪,১১৭.৬৯৭
কামতা	০১	-	-	-
মোট:	**৫২**	**৪৪**	**৭৮৭**	**২৮৭,৬৯৬.৬০৯**

গ) কনডেনসেট উৎপাদন:

ফিল্ড	উৎপাদিত কনডেনসেট	
	(লিটার)	(ব্যারেল)
তিতাস	২৩,৯৯১,১৯২	১৫০,৯১৩
হবিগঞ্জ	১,২১৬,৫০৫	৭,৬৫২
বাখরাবাদ	৮৬৭,১৮০	৫,৪৫৫
নরসিংদী	২,৩৮৬,৭১৫	১৫,০১৩
মেঘনা	১,১৯৯,১৭৭	৭,৫০৩
মোট:	**২৯,৬৬০,৭৬৯**	**১৮৬,৫৭৬**

ঘ) গ্যাসের মজুদ:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA কর্তৃক ২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ২০১৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্তউত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৮,৩১৭,৭০১.২৯৮ মিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণীতে কোম্পানির ৬টি ফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন ও মজুদ সংক্রান্ততথ্য উপস্থাপন করা হলো:

ফিল্ড	মোট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত উত্তোলন (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (%)
তিতাস	৭,৫৮২,০০০	৪,৭৪৪,৫৮৭.৫০৫	২,৮৩৭,৪১২.৪৯৫	৩৭.৪২
হবিগঞ্জ	২,৭৮৭,০০০	২,৪৫৬,৬০০.৬১৭	৩৩০,৩৯৯.৩৮৩	১১.৮৬
বাখরাবাদ	১,৩৮৭,০০০	৮১৯,৬২১.৮৪৩	৫৬৭,৩৭৮.১৫৭	৪০.৯১
নরসিংদী	৩৪৫,০০০	২০৪,৯৮৬.৩৪১	১৪০,০১৩.৬৫৯	৪০.৫৮
মেঘনা	১০১,০০০	৭০,৮০৩.৯৯২	৩০,১৯৬.০০৮	২৯.৯০
কামতা	৫০,০০০	২১,১০১.০০০	২৮,৮৯৯.০০০	৫৭.৮০
মোট	১২,২৫২,০০০	৮,৩১৭,৭০১.২৯৮	৩,৯৩৪,২৯৮.৭০২	

ঙ) উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ১ নং কূপ, বাখরাবাদ ১ নং কূপ ও তিতাস ৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ কূপগুলো হতে যথাক্রমে দৈনিক প্রায় ১৫ মিলিয়ন, ১৫ মিলিয়ন ও ২৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত ঠিকাদার তিতাস লোকেশন-সি ও নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপনের বাস্তব কাজ শুরুকরেছে এবং এডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় তিতাস লোকেশন- এ তে কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

সাফল্য :

- সাময়িকভাবে বন্ধ হবিগঞ্জ ১ নং কূপ ও বাখরাবাদ ১ নং কূপের ওয়ার্কওভার শেষে দৈনিক প্রায় ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস এবং তিতাস ৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে দৈনিক প্রায় ২৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-'এ' তে স্থাপিত দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ প্রসেস পান্টের Glycol-Glycol Heat Exchanger লিকেজ হওয়ায় তিতাস ফিল্ডের নিজস্ব কারিগরি দক্ষতায় এবং লোকবলের মাধ্যমে তৈরিকৃত নতুন ১টি Heat Exchanger দিয়ে এটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে কোম্পানির আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে;
- তিতাস ফিল্ডের 'আই' ও 'জে' লোকেশনে উচ্চ চাপসম্পন্ন কূপ নং-২৩ ও ২৬ এর ফ্লো-লাইনের প্ল্যান্ট ইনলেটে অতিরিক্ত প্রেসারজনিত দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে কন্ট্রোল প্যানেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ২টি Emergency Shut Down Valve (ESDV) স্থাপন করা হয়েছে;
- কোম্পানির সকল প্রকার হালকা ও ভারি যানবাহনের ত্রুটি নিরূপণ ও ইলেকট্রিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ কোম্পানির নিজস্ব লোকবল দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। ফলে, কোম্পানির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয়;
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) ১১ জুন ২০১৮ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৭.২৫% সাফল্য অর্জিত হয়েছে;
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কোম্পানি সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ ২,৮৯০.৭৬ কোটি, ডিএসএল বাবদ ১১৫.২৬ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৬০.০০ কোটি ও বাজেট অগ্রিম আয়কর বাবদ বাবদ ১২২.৬২ কোটি সর্বমোট ৩,১৮৮.৬৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে;
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৮ এ জ্বালানি খাতে সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজিএফসিএল-কে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার শীর্ষ প্রকল্পের আওতায় বাখরাবাদ ১নং কূপে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু উপলক্ষে দোয়া অনুষ্ঠান।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

উৎপাদন পরিসংখ্যানঃ

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাসঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১১০০.৫৬৯ এমএমএসসিএম গ্যাস উৎপাদিত হয়।

২.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদিঃ

২.২.১ কনডেনসেট/এনজিএলঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৩৫৪৪২.৪৪৭ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। এছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত মোট ২৩০৮৭.০০০ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানীর এলপিজি প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়।

২.২.২ পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কোম্পানি কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ১৪৬২৯৬.২৭৭ কিলোলিটার পেট্রোল, ১৭৪৫৬.৭২০ কিলোলিটার ডিজেল ও ১৯৭৮৩.৫০৩ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

২.৩ সাফল্যঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ , ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

গ্যাস ক্রয় বিক্রয় ও সিস্টেম(লস)/গেইনঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গ্যাস ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৭৯০.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে কোম্পানি ৩৭২৬.১২ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করে এবং গ্যাস বিক্রির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৯০৪.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩৭৬৫.৭২ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রি করে। ফলে আলোচ্য অর্থ বছরে সিস্টেম গেইন এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯.৬০ এমএমসিএম অর্থাৎ ১.০৬%।

কোম্পানির মার্জিন ও নীট মুনাফাঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানির অন্যান্য পরিচালন আয়সহ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২২৬৪.৯০ কোটি টাকা। উক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস ক্রয় খাতে ১৫৫৩.১৫ কোটি টাকা, বাপেক্স মার্জিন খাতে ৩.০০ কোটি টাকা, জিটিসিএল এবং টিজিটিডিসিএল এর হুইলিং চার্জ খাতে ১২৪.৮২ কোটি টাকা, প্রাইস ডেফিসিট ফান্ড খাতে ২০.৫৮ কোটি টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতে ১২৫.২০ কোটি টাকা, এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড মার্জিন বাবদ ১১৪.১৭ কোটি টাকা, সাপোর্ট ফর শর্টফল খাতে ৭২.৪৬ কোটি টাকা ও পেট্রোবাংলা মার্জিন খাতে ৮.১৮ কোটি টাকা সর্বমোট ২০২১.৫৬ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর কোম্পানির মার্জিন দাঁড়িয়েছে ২৪৩.৩৪ কোটি টাকা। এ অর্থ বছরে কোম্পানির করপূর্ব নিট মুনাফা হয়েছে ১২৯.৪৫ কোটি টাকা এবং কর পরবর্তী নীট মুনাফা হয়েছে ৮৪.১৪ কোটি টাকা।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুণঃসংযোগ কার্যক্রমঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোম্পানির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৮৯৪ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর মধ্যে ক্যাপটিভ পাওয়ার ০৭ টি, শিল্প ০৮টি, বাণিজ্যিক ১১০টি, সিএনজি ০৫টি ও আবাসিক ৭৬৪টি। তাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৩১.৬২ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে ১৬.০৫ কোটি টাকা আদায়পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৬২৩ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম:

কেজিডিসিএল একটি স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর হতে গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে ভিজিল্যান্স টিমের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ১টি কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স টীম, ২টি টাস্কফোর্স, ১টি কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স, ৮টি জোন ভিজিল্যান্স টীম, ৩টি আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম, ২টি বাণিজ্যিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম ও ১টি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টসহ সর্বমোট ১৮টি টীম কার্যকর রয়েছে।

(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হল :

সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা : ৭,৪১৪টি

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা		
	বকেয়া	অবৈধ কার্যকলাপ	মোট
শিল্প/ক্যাপটিভ	৫০	০২	৫২
সিএনজি	১১	-	১১
বাণিজ্যিক	৯০	০৯	৯৯
আবাসিক	৫৬১৩	১৬৩৯	৭৩৫২
মোট	**৫৭৬৪**	**১৬৫০**	**৭৪১৪**

(খ) অবৈধ পাইপ লাইন অপসারণের পরিমাণ : ৫৫ ফুট।

কেজিডিসিএল এ চালুকৃত অনলাইন বিলিং ব্যবস্থা আরও সহজীকরণের লক্ষ্যে গ্রাহকেরা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নতুন আরো ১০ টি ব্যাংকের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করছেন। বর্তমানে কেজিডিসিএল এর গ্রাহকেরা অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট ১৬টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করছেন।

ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার সিস্টেম এর মাধ্যমে কেজিডিসিএল এর সকল শ্রেণীর গ্রাহকের গ্যাস বিল তৈরী করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর প্রেক্ষিতে গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানত এর মডিউল তৈরী, বিল পরিশোধ, নতুন অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০১৮ আনুসারে ইআরপি সফটওয়্যারের মূল কাঠামো তথা ডাটাবেজ, কাস্টমার কোড, রির্পোটিং, ইউজার গ্রুপ ইত্যাদি আপডেট করা। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়ের অধীন এটুআই প্রকল্পের নির্দেশনায় সেবা সহজীকরণের জন্য কেজিডিসিএল এর ইআরপি ও অনলাইন বিলিং সিস্টেমে নতুন ফিচার সংযুক্তকরণ ইত্যাদি কাজসমূহের জন্য আইআইসিটি, বুয়েট এর সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জুন,২০১৯ এর মাঝে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে বলে আশা করা যায়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

পাবলিক সেক্টরে কর্মক্ষমতার গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার Government Performance Management System (GPMS) প্রবর্তন করেছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলা এবং কোম্পানির মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। ১১ জুন ২০১৮ তারিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একজন মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাকে উক্ত কাজের ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির বিভিন্ন সূচক অনুসারে কোম্পানির অর্জন এর মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেট্রোবাংলায় নিয়মিতভাবে যথাসময়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৯৫.০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেডঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

গ্রাহক সংযোগঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮টি। কিন্তু আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১টি বিদ্যুৎ, ৩টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ১টি সিএনজি, ৪টি শিল্প, ১টি চা-বাগান, ৩টি বাণিজ্যিক ও ১টি আবাসিকসহ মোট ১৪জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১০০% এর বেশী। ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,২৩,৬৬৬ টি।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	২০১৮-২০১৯ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-২০১৯		৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
		প্রকৃত সংযোগ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন	
সারকারখানা	-	-	-	০১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	০১	০১	-	১৭
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	০১	০৩	-	১১৪
সি এন জি	০১	০১	-	৫৮
শিল্প	০২	০৪	-	১১১
চা-বাগান	০১	০১	-	৯৬
বাণিজ্যিক	০১	০৩	০২	১৬৮০
আবাসিক	০১	০১	১৫	২২১৫৮৯
মোট	**০৮**	**১৪**	**১৭**	**২২৩৬৬৬**

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রমঃ

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪জন শিল্প শ্রেণী, ২জন চা বাগান, ৭৬জন বাণিজ্যিক ও ২,০৩৪ জন আবাসিকসহ মোট ২১১৬ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৬৫৯.৪৬৬ লক্ষ টাকা। গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ৩৪৮.৮৮৬ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক ১জন শিল্প শ্রেণী, ১জন চা বাগান, ৩৯জন বাণিজ্যিক ও ১,৭১৪ জন আবাসিকসহ সর্বমোট ১,৭৫৫জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

গ্রাহক শ্রেণি	অর্থ-বছর ২০১৮-২০১৯			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
শিল্প	০৪	২১৪.৮৩	০১	৫.২০
চা বাগান	০২	১০.৮৬	০১	৪.২৮
ক্যাপটিভ পাওয়ার	-	-	-	-
সিএনজি ফিড গ্যাস	-	-	-	-
বাণিজ্যিক	৭৮	৮৮.৫৯	৩৯	৪৬.৯১
আবাসিক	২০৩৪	৩৪৫.১৮৬	১৭১৪	৩০১.৯৭৬
মোট	**২১১৬**	**৬৫৯.৪৬৬**	**১৭৫৫**	**৩৪৮.৮৮৬**

নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ১,২৫৫টি দুর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। উক্ত অর্থ বছরে গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কেউ আহত হয়নি বা কারও জীবনহানি ঘটেনি। কোম্পানির সকল স্থাপনার (ডিআরএস, টিবিএস, সিএমএস) নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপনায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ এবং এর কার্যকারিতা যাচাই, প্রত্যেক স্থাপনায় পানি ও বালি ভর্তি বালতি সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, নৈশকালিন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, স্থাপনায় বিভিন্ন সতর্কতা সাইনবোর্ড প্রদর্শন নিশ্চিত করা সহ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণ এবং যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করা হয়। স্থাপনায় নিকটস্থ অগ্নি নির্বাপক অফিস ও হাসপাতালের ফোন নম্বর সংরক্ষণ, স্থাপনায় ফাষ্ট এইড বক্স সংরক্ষণ এবং সিপি ষ্টেশনের কার্যকারিতার ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি করা হয়।

কোম্পানির গুরুত্বপূন স্থাপনাসমূহ (ডিআরএস, টিবিএস, সিএমএস) এবং পাইপলাইন অপারেশন কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০৫-০৯-২০১৮ হতে ০৪-১০-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রায় ০১ (এক) মাস ব্যাপি মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লেখিত মোটিভেশনাল কার্যক্রমের ফলে কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারনার ব্যাপক প্রসার হয়। পাশাপাশি তাদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা ও চাঞ্চল্যতা পরিলক্ষিত হয়।

এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গত ১৬-০১-২০১৯ এবং ১৭-০১-২০১৯ তারিখ অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে প্রাথমিকভাবে কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ের ৪০(চল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরী উদ্ধার বিষয়ে ০২(দুই) দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪০(চল্লিশ) জন প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে এক অগ্নি নির্বাপনী মহড়ার আয়োজন করা হয়।

সাফল্যঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গ্যাস ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিবিয়ানা-৩-এ গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হলে আনুমানিক ৫০-৭০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। আলোচ্য অর্থ বছরে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর, মৌলভীবাজার- গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

এছাড়া, উক্ত বছরে সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প হাই-টেক পার্ক (সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি), কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বৈদেশিক মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১০টি গ্রুপে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, যমুনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক-এর ৪(চার)টি প্রতিষ্ঠান (১) যমুনা টায়ার এন্ড রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ; (২) যমুনা স্পিনিং মিলস লিঃ; যমুনা হোরেইন এইচটিএফ লিঃ ও (৪) যমুনা গ্যাস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এ গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থ বছরে চাহিদা পত্র ইস্যু করা হয়েছে। অপরদিকে, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২% কারিগরী সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কোম্পানির সিস্টেম লস শূন্যতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ :

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ০.১৪ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান সীমিত থাকায় আলোচ্য অর্থবছরে পাইপলাইন নির্মাণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

গ্রাহক গ্যাস সংযোগ :

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রদত্ত গ্যাস সংযোগসহ ১২ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক সংযোগ দাঁড়িয়েছে ১২৯৩২২ টি। তন্মধ্যে আলোচ্য অর্থবছরে ০৯টি শিল্প, ০১ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ০২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৭ টি শিল্প ও ০৬টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের গ্যাস লোড বর্ধিতকরণের কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

গ্যাস বিক্রয়:

এ অর্থবছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১১০৭.২৪৪ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। গত অর্থবছরে মোট গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছিল ৫৭৮.৯৮২ এমএমসিএম। এ বছর ৫২৮.২৬২ এমএমসিএম গ্যাস বেশি বিক্রয় করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৯১.২৪% বেশি। এ প্রসঙ্গে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদে অবস্থিত নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর নতুন ০২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ও ৪র্থ ইউনিট) চালু হওয়ায় গ্যাস বিক্রয় গত অর্থবছরের তুলনায় বেশি হয়েছে।

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ:

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুনঃসংযোগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকদের মোট ৯৭৮টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে উপজেলা কমিটি ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে জেলা কমিটি রয়েছে। উপরন্তু মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা ও গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স রয়েছে।

ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন:

দেশব্যাপী জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৫টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৭টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক আঙিনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত মোট ৪৭টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

কোম্পানির ভোলাস্থ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়-এ গৃহস্থালী শ্রেনিতে মিটারবিহীন ৪৯৮০ টি চুলা ও মিটারযুক্ত ১৭ টি গ্রাহক, ০৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ০৪ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জুলাই'১৮ হতে মে'১৯ পর্যন্তমোট ১৩.২৫০৬ মিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এগ্রিকো ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভোলা ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বমোট ৯১২.৮১০১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া, পট্রোবাংলা ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর মধ্যে গত ১১/০৬/২০১৮ তারিখে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি, রাজস্ব আহরণ, অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ প্রতিরোধ, বকেয়া আদায়, কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, অডিট আপত্তি হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরকিল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অধীনে বাস্তবায়ীতব্য কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের আওতায় মে'২০১৯ পর্যন্ত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪১.৪৯ বিসিএফ এর বিপরীতে ৩২.৮০৮২ বিসিএফ, বকেয়া আদায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২ মাসের বিপরীতে ১.৩৩ মাস, নতুন সংযোগ সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫০০টি এর বিপরীতে ৪৭৩টি, গ্যাস সংযোগ বিছিন্নের সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১০টি এর বিপরীতে ০৬টি ইভিসি যুক্ত মিটার স্থাপনের সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ০১টি এর বিপরীতে ০৩টি, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশক্ষিণ সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪০ জন এর বিপরীতে ৮৭ জন।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

বাংলাদেশের সিএনজি সম্প্রসারণ কর্মসূচিঃ

আরপিজিসিএল গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারাবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- কোম্পানির পরিচালিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অটো-বিলিং পদ্ধতিতে সিএনজি সরবরাহ।
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ এবং দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে নগদ/ক্রেডিট সুবিধায় যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ ও রূপান্তরিত যানবাহন সার্ভিসিং (টিউনিং, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন, পূর্ণাঙ্গ কিট ওয়াশ, সিলিন্ডার সার্ভিসিং)-এর কার্যক্রম পরিচালনা।
- আরপিজিসিএল-এর ওয়েবসাইট (www.rpgcl.org.bd)-এ অন-লাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণের জন্য অগ্রীম বুকিং প্রদানের ব্যবস্থা।
- আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ সেইফ্‌টি কোডস এন্ড ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক মানের রয়েছে কি-না তা পরীক্ষান্তে এসআরও'র আওতায় মালামাল ছাড়করণের প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- সিএনজি স্টেশনসমূহ গ্যাস আইন' ২০১০ ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ এবং আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন।
- বিপজ্জনকভাবে ভ্যানে, কাভার্ডভ্যানে ও অন্যান্য অননুমোদিত যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ ও পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- সিএনজি ফিলিং স্টেশনে কর্মরত জনবলসহ স্থাপনায় বিদ্যমান মালামাল এবং স্টেশনে আগত জনসাধারণের যান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সিএনজি স্টেশনসমূহে পত্র প্রেরণ।
- আরপিজিসিএল-এর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দ্বারা সিএনজি স্টেশনসমূহে কর্মরত জনবলদের 'ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায়' সিএনজি বিষয়ক কারিগরী ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডার এবং সিএনজি স্টেশনের ক্যাসকেড সিলিন্ডার ৫ বছর মেয়াদ অতিক্রান্তে পুনঃপরীক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা।
- নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানীর ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) সাইটে সন্নিবেশ। এছাড়া এলইডি মুভিং ডিসপ্লের মাধ্যমে কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন পূর্বক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন।

বাংলা সিএনজি কার্যক্রমের চিত্র ঃ

জুন ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৫টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় সারাদেশে আরপিজিসিএল-এর একটিসহ মোট ৫৯৯ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং প্রায় ১৮০টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা রয়েছে। এ সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫.০৩ লক্ষ যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে চলমান সিএনজি ফিলিং স্টেশনে মাসিক প্রায় ১১২ এমএমসিএম সিএনজি ব্যবহৃত হয়েছে যা দেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ০৫ শতাংশ। সিএনজি ব্যবহারে জ্বালানি আমদানি খাতে সরকারের মাসিক প্রায় ১,২২৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে ৩৫টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ০৭টি যানবাহন রূপান্তর কারখানার নিকট হতে সেবা ফি বাবদ ১০,৬৬,৬২৫/-টাকা এবং সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ ছাড়করণের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের বিপরীতে সেবা ফি বাবদ ১,৭৫,৯৫০/- টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ মনিটরিং ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ১০০টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপের বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের পূর্বে ৫১ সংখ্যকবার সাইট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্ত, সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ ও সরকারের গ্যাস' ২০১০ অনুযায়ী পরিচালনায় অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানায় পত্র প্রদানসহ বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা পরিদর্শন ঃ

সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং সড়ক ও মহাসড়কে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা অত্র কোম্পানি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক সুপারিশ ও মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পেট্রোবাংলাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়। নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব সাইট (www.rpgcl.org.bd)-এ সন্নিবেশ এবং কোম্পানি কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশে সিএনজি সংশ্লিষ্ট কোন দূর্ঘটনা সংগঠিত হয়নি।

সিএনজি সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রম মনিটরিং ঃ

জন-নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে অবৈধ সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহ, অননুমোদিত নিম্নমানের সিলিন্ডার ব্যবহার এবং অবৈধভাবে সংযোজিত কাভার্ড ভ্যানের সিলিন্ডারে গ্যাস পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া এলইডি মুভিং ডিসপ্লের মাধ্যমে কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন পূর্বক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

সিএনজি বিভাগের অপারেশনাল কার্যক্রম:

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন হতে সিএনজি বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত স্টেশন হতে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ডিট সুবিধার আওতায় সিএনজি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রধান কার্যালয় আঙ্গিনায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ও রায়েরবাগ ধনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশ হতে যানবাহন সিএনজি জ্বালানিতে রূপান্তর ও মোটরযানের সিলিন্ডার সহ সিএনজি স্টেশনের ক্যাসকেড সিলিন্ডারপুন: পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সিএনজি জ্বালানিতে রূপান্তরিত যানবাহন এর সিএনজি সিস্টেম মেরামত/সার্ভিসিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উভয় স্থাপনার কর্মকান্ড ও অর্জিত রাজস্ব আয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

সিএনজিবিক্রয়		সিএনজিবিক্রয়		সিএনজিবিক্রয়		অন্যান্য
পরিমাণ (এমএমসিএম)	টাকা (মিলিয়ন)	পরিমাণ (সংখ্যা)	টাকা (মিলিয়ন)	পরিমাণ (সংখ্যা)	টাকা (মিলিয়ন)	টাকা (মিলিয়ন)
২.১৭৩০	৮৬.৯১৮৯	৯৩	৩.৩৪৬৩	১২৮৩	৫.৬৫০০	২.৭৫৯১

অপারেশনাল কার্যক্রম (কেটিএল প্ল্যান্ট)ঃ

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অধীনে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জে কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ও কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-২) টার্ন-কী ভিত্তিতে স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক চালু করা হয়। প্লান্ট দুটির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশ বান্ধব এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান 'এলপি গ্যাস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানির (পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন এবং বিপণনের তুলনামূলক বিবরণী ঃ

অর্থ-বছর	কাঁচামাল ক্রয়		উৎপাদন			বিপণন			প্রসেস লস (%) (ভরের ভিত্তিতে)
	এনজিএল (লিটার)	কনডেনসেট (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	এমএস (লিটার)	এইচএসডি (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	এমএস (লিটার)	এইচএসডি (লিটার)	
১৯৯৮-২০১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	৩৮৯৭৩০৩২১	১৩৩৭২৮৬৮১	৯২৮১৭	৩০২৬২০৯৯৪	৩৫৯৩৩৪৭৪	৯২৭৯০	৩০১৫৪১৯০৭	৩৫৬৪০০০	-
২০১৩-১৪	২,৭৬,৯৫,০০০	২,৬৯,৭১,৫৫৯	৬,২৪৯	৩,৩৪,৫৯,১৯০	৭৮,৩৮,৬৩৪	৬,২০৪	৩,৩২,৮২,০০০	৭৭,১৩,০০০	২.৭৫
২০১৪-১৫	২,৭৬,২৩,০০০	৩,৭২,৯৮,৪২১	৬,৬৯৯	৩,৯৮,৯৫,২৫৫	১,১১,২১,২০৬	৬,৭০৭	৪,০৭,৬১,০০০	১,১০,০৭,০০০	২.৪৩
২০১৫ -১৬	২,৫৭,৬৪,০০০	১,৫৪,৮১,৮৬৫	৬,০৮০	২,৩৭,৬৮,৩৮৮	৫০,০৬,৪৪৮	৬,১১১	২,২৭,০৭,০০০	৫৪,৯০,০০০	২.১১
২০১৬ -১৭	২,৪৮,৮১,০০০	৩,০৩,৭৬,২৭৩	৫,৯৩৬	৩,৫১,৮২,৩২৯	৮৬,৫৬,৭০৫	৫৭৪৯	৩,৬২,৭৯,০০০	৮২,৮০,০০০	২.৬১
২০১৬ -১৭	২,৪৭,২০,০০০	৪,০৪,৫৯,৭২৪	৫,৫১৭	৪,২২,৫৪,৫২৯	১১,৭১৫,৫৫৪	৫.৫৫৩	৪,১৬,৫২,০০০	১,১৬,৯১,০০০	২.৪১
২০১৭-১৮	২,৪৭,২০,০০০	৪,০৪,৫৯,৭২৪	৫,৫১৭	৪,২২,৫৪,৫২৯	১,১৭,১৫,৫৫৪	৫,৫৫৩	৪,১৬,৫২,০০০	১,১৬,৯১,০০০	২.৪১
২০১৮ - ১৯	২,৭৩,০৫,০০০	৩,০৬,৩২,৫৬০	৬,৫৪৮	৩,৫১,৫৭,৭০৬	৯৯,০২,২৪৪	৬,৬৮৫	৩,৫২,৩৫,০০০	১,০২,৪২,০০০	২.১৮

বি.দ্রঃ মার্চ ১৯৯৮ হতে কৈলাশটিলা প্লান্ট-১ এবং অক্টোবর-২০০৭ হতে কৈলাশটিলা প্লান্ট-২ এ উৎপাদন শুরুহয়। প্লান্ট-১ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস উৎপাদন করা হয় এবং প্লান্ট-২ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস এবং কনডেনসেট প্রসেস করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন করা হয়।

উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমঃ

আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট- এ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৬৪ দিন প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ অর্থ বছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ৭৫,০০০ লিটার এনজিএল ও প্রায় ৮৪,০০০ লিটার কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে গড়ে প্রায় ১৮.০০ মেট্রিক টন এলপিজি, প্রায় ৯৬,০০০ লিটার পেট্রোল ও প্রায় ২৭,২০০ লিটার ডিজেল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এ প্ল্যান্ট হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৮.৩২ মেট্রিক টন এলপিজি, প্রায় ৯৬,৫০০ লিটার পেট্রোল ও প্রায় ২৮,০০০ লিটার ডিজেল বিপণন হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর আওতায় দ্বিতীয় এমএসটিই প্ল্যান্ট নির্মিত না হওয়ায় এনজিএল সরবরাহ বৃদ্ধি পায়নি। ২০১৮ - ২০১৯ অর্থবছরে এনজিএল স্বল্পতার কারণে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২ এর এনজিএল কলামের কার্যক্রম মাত্র ৪৩% ক্ষমতায় পরিচালিত হয়েছে। ফলে, এনজিএল-এর অভাবে আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-১ এর উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে। এদিকে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২ এর প্রয়োজন/চাহিদা অনুযায়ী শেভরন (বিডি) লিমিটেড-এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড থেকে কনডেনসেট গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ - ২০১৯ অর্থবছরে কনডেনসেট কলামের কার্যক্রম ৬০% ক্ষমতায় পরিচালিত হয়েছে। বিপণন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখতে তৈল বিপণন কোম্পানিসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে।

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমঃ

নিজস্ব দক্ষ প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান দ্বারা কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হওয়ায় প্ল্যান্টটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩৬৪ দিন উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ অর্থবছরে প্ল্যান্টে ডি বিউটানাইজার কলামের রি-বয়লার মেরামত করা হয়েছে। নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাজ গত ২২ বৎসর চলমান রয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম (আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং)ঃ

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস-এর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়।

আশুগঞ্জ স্থাপনার কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুত করে সেখান থেকে বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং অনুমোদিত বে-সরকারি রিফাইনারিসমূহের নিকট জাহাজযোগে কনডেনসেট সরবরাহের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান, পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারী লিমিটেড, মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড এবং মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড-এর কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান তিনটিকে মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে। তেল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তেল গ্রহণের জন্য আরপিজিসিএল-এর নিকট অগ্রীম অর্থ পরিশোধ করার পর কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান, পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মেসার্স কার্বন হোল্ডিং লিমিটেডকে এককালীন ১,২৬,১৮৮ লিটার কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে।

বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কনডেনসেট বিপণনঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড ৮১,৪৯৮ মেট্রিক টন বা ৬,৭৫,১৭৮ ব্যারেল বা ১০,৭৩,৪৪,৬৩৯ লিটার; মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড ৮১,৭৫৫ মেট্রিক টন বা ৬,৭৭,১৪৭ ব্যারেল বা ১০,৭৬,৫৭,৭৩৫ লিটার এবং মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারী লিমিটেড ৭,৬৩৩ মেট্রিক টন বা ৬৩,২০৫ ব্যারেল বা ১,০০,৪৮,৭৫৮ লিটার কনডেনসেট এবং মেসার্স কার্বন হোল্ডিং লিমিটেডকে এককালীন ১,২৬,১৮৮ লিটার বা ৭৯৪ ব্যারেল বা ৯৫ মেট্রিক টন কনডেনসেট গ্রহণ করেছে।

এলএনজি কার্যক্রমঃ

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে 500 MMSCFD ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (MLNG) এর স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্নের পর গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে কমিশনিং কার্যক্রম শেষ হয় এবং ১৯ আগস্ট ২০১৯ থেকে বর্নিত টার্মিনাল হতে বাণিজ্যিক ভাবে জাতীয় গ্রীডে RLNG (গ্যাস) সরবরাহ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, MLNG টার্মিনাল ব্যবহার করে শুরু থেকে৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,০০২,৫৪০,০৪০.০০ ঘনমিটার (১০৬,০৩৩.৬৩ এমএমসিএফ) RLN এজাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। Summit কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (SLNG) এর স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্নের পর গত ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে কমিশনিং কার্যক্রম শেষ হয় এবং ৩০ এপ্রিল ২০১৯ থেকে বর্নিত টার্মিনাল হতে বাণিজ্যিক ভাবেজাতীয় গ্রীডে RLNG সরবরাহ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, SLNG টার্মিনাল ব্যবহার করে শুরু হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭৮,৯৮৫,৪০২.৬৫ ঘনমিটার (৯৮৫২.২৭ এমএমসিএফ) RLNG জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের বিদ্যমান গ্যাসের ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেসরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২১ এর শেষ নাগাদ Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) কর্তৃক ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে RLNG সরবরাহের বিষয়ে IOCL এর সাথে Gas Supply Agreement(GSA) চূড়ান্ত করনের কার্যক্রম চলমান। আবার ২০২৪ সাল নাগাদ কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে একটি ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন Land Based LNG Terminal নির্মানের লক্ষ্যে টার্মিনাল ডেভালপার নির্বাচনের জন্য EOI আহ্বাহন করে টার্মিনাল ডেভালপার নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

কয়লা উৎপাদনঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৭.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বিসিএমসিএল-এর ভূ-গর্ভ হতে সর্বমোট ৫,৩৯,২২০.০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে। তৃতীয় স্লাইসের ১ম ফেইস অর্থাৎ ১৩১৪ লংওয়াল ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন সম্পন্ন হয়েছে এ ফেইস হতে সর্বমোট ৩,০০,১৫৪ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে তৃতীয় স্লাইসের ২য় ফেইস অর্থাৎ ১৩০৮ লংওয়াল ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন অব্যাহত আছে। এপ্রিল ২০১৯ মাস পর্যন্ত এ ফেইস হতে সর্বমোট ১,৯০,০০০ মেটিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে।

ভূ-গর্ভের রোডওয়ে উন্নয়নঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বিসিএমসিএল এর ভূ-গর্ভে সর্বমোট ৪০৪৬.৬০ মিটার রোডওয়ের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ১৩১২ লংওয়াল ফেইসের উন্নয়ন কাজ অব্যাহত আছে। এছাড়া চলমান চুক্তির আলোকে ভূ-গর্ভের -৪৩০ মিটার লেভেলে ওয়াটারসাম্প, পাম্প হাউজ, সাবষ্টেশন এবং পাইপ রোডওয়ের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ওয়াটার সাম্পের ইনার সেকশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আউটার সাম্পের উন্নয়ন, পাম্প হাউজ এবং সাবষ্টেশন এর সিমেন্টকাষ্টিং এর কাজ অব্যাহত আছে। অপরদিকে -৪৭০ মিটার লেভেলে এয়ারইনটেক রোডওয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ওয়াটার সাম্প, সাবষ্টেশন এবং পাম্প হাউজ নির্মাণের কাজ অব্যাহত আছে।

ফেইস ইকুইপমেন্টঃ

চলমান চুক্তির আলোকে কনসোর্টিয়াম ভূ-গর্ভ থেকে কয়লা উৎপাদনের জন্য ০১ সেট লংওয়াল ইকুইপমেন্ট সরববরাহ করেছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দু'টি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ঃ

বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Feasibility study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production (2nd Revised) শীর্ষক প্রকল্পের স্টাডি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য JOHN T. BOYD COMPANY, USA এবং তাদের JV Partner Mazumder Enterprise, Bangladesh-এর সাথে ৬৮৩১.৩৭ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় গত ০২-০৩-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পটির ভৌত কার্যক্রম শুরু হয় এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়।

৬ সারফেস বোরহোল (06 Supplementary Exploration Borehole) খননঃ

এমপিএমএন্ডপি-২০১৭ চুক্তির শর্তানুযায়ী বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূতাত্ত্বিক, ভূজলীয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম কর্তৃক ৬টি Supplementary Exploration Borehole খনন করার নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত বোরহোলগুলো মধ্যে CSE-25 বোরহোলটি গত অর্থ বছরে এবং অবশিষ্ট ০৫টি বোরহোল যথা- CSE-21, CSE-22, CSE-23, CSE-24 এবং CSE-26 এর খনন কাজ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

Four Pipe Shaf ঃ নির্মাণ খনন কার্যক্রমঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে চলমান তৃতীয় MPM&P চুক্তির অন্তর্ভুক্ত Four Pipe Shaft-এর ৪র্থ নং শ্যাফটের ড্রিলিং কার্যক্রম ২১-০৪-২০১৯ ইং তারিখে শুরু হয়ে ২৫-০৫-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৪৪৫ মিটার ড্রিলিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

সাফল্যঃ

বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Feasibility study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production (2nd Revised) শীর্ষক প্রকল্পের স্টাডি কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১০০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তর-দক্ষিণ সম্প্রসারণ ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের চূড়ান্তপ্রতিবেদনের উপর উপস্থাপিত প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য "Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh" শীর্ষক স্টাডি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য MIBRAG Consulting International GmbH, Germany and JV Partners: (i) FUGRO Consult GmbH, Germany (ii) Runge Pincock Minarco Limited, Australia-এর সাথে ১৬৭৪৬.৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যে গত ৩০ মে ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় গত ০১-০৬-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পটির ভৌত কার্যক্রম শুরুহয় এবং বর্তমানে চলমান আছে।

দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ভৌত কাজের মধ্যে ৩ডি সাইসমিক সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বোরহোল ড্রিলিং, ইআইএ, ইএমপি, এসআইএ, আরএপি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে। অর্থাৎ মোট ভৌত কার্যক্রমের ৭৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ।

দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের বোরহোল ড্রিলিং কাজ পরিদর্শনের চিত্র।

দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের-৩ সাইসমিক সার্ভে কাজ পরিদর্শনের চিত্র।

সাবসিডেন্স মনিটরিং কার্যক্রমঃ

সিএমসি-এক্সএমসি কনসোর্টিয়াম-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে ভূগর্ভ হতে কয়লা উত্তোলনের ফলে ভূপৃষ্ঠে সৃষ্ট সাবসিডেন্স-এর মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত মনিটরিং স্টেশনগুলো হতে মাইনিং জনিত কারণে সৃষ্ট ভূমি অবনমনের পরিমাণ কনসোর্টিয়াম এবং বিসিএমসিএল কর্তৃক যৌথ ভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে এবং সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

ক) প্রারম্ভিক তহবিল ২৭.৭৩ কোটি টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে শিলা বিক্রয় বাবদ ১৫৭.০৫ কোটি টাকা (১৩/০৬/২০১৯ পর্যন্ত), ব্যাংক জমার সুদ বাবদ ০.৩৮ কোটি টাকা ও অন্যান্য খাতে ৪.৪২ কোটি টাকাসহ মোট ১৮৯.৫৮ কোটি টাকা আয় হয়েছে। অপরপক্ষে ঠিকাদার জিটিসি'র বিল বাবদ ৯৯.৫৬ কোটি টাকা, বেতনভাতা বাবদ ৯.৭১ কোটি টাকা, প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ৪১.৪১ কোটি টাকা, বিক্রয় কমিশন বাবদ ৪.৫৮ কোটি টাকা, রয়্যালটি বাবদ ৮.৫৪ কোটি টাকা এবং আয়কর ও মূসক বাবদ ২১.৭৬ কোটি টাকাসহ মোট ১৮৫.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের ২টি কিস্তি বাবদ ৫২.২৬ কোটি টাকা এবং পেট্রোবাংলা হতে ঋণ গ্রহণপূর্বক নামনামকে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রতি বছর জিওবি ঋণ, পেট্রোবালার ঋণ ও সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের সুদ বাবদ প্রায় ৩৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। কোম্পানির নীট ঋণের পরিমাণ ১১২১.৮৮ কোটি টাকা, ইক্যুয়িটি ২৭২.৫০ কোটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত ৫৯৩.৫১ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) লোকসান হওয়ায় কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে ঋণাত্বক ইক্যুয়িটি বিরাজমান। এমতাবস্থায়, কোম্পানির Financial Restructuring কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জিওবি ঋণ ২৪৭.৫৭ কোটি টাকা ইক্যুয়িটিতে রুপান্তর করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে একটি প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলার ঋণের সুদ মওকুফ করার জন্য অপর একটি প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। জিওবি ঋণ ইক্যুয়িটিতে রুপান্তর ও পেটোবাংলার ঋণের সুদ মওকৃফ করা হলে খনিটি লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

গ) কোম্পানি পরিচালনায় প্রতি বছর লোকসান হলেও রয়্যালটি, ঠিকাদারের আয়কর ও মূসক, বিস্ফোরক আমদানির কাষ্টম, ডিউটি ও মূসক, নামনামের কিস্তির মূসক, মাইনিং লিজ ফি ইত্যাদি খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে মোট ২৮.৯২ কোটি টাকাসহ শুরু হতে সর্বমোট ২৯৬.২২ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

পেট্রোবাংলা ও এর আতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নযনমূলক কর্মকান্ডঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স):

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

আলোচ্য অর্থবছরে বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের ৩নং কূপের সফল ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর গত ১৭.০৯.২০১৮ হতে দৈনিক ৫-৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গাইকল প্রসেস প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে বিজিডিসিএলকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্পের মধ্যে "ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং ঠিকাদার ইতোমধ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের বাস্তব কার্যক্রম শুরুকরেছে। অপর প্রকল্প "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কম্প্রেসর সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আরেকটি প্রকল্প "তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩টি কূপ যথাঃ

সাময়িকভাবে বন্ধ হবিগঞ্জ ১ ও বাখরাবাদ ১ এবং তিতাস ৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ কূপগুলো হতে যথাক্রমে দৈনিক প্রায় ১৫ মিলিয়ন, ১৫ মিলিয়ন ও ২৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। নরসিংদী ১ নং কূপের ওয়ার্কওভারের বাস্তব কাজ ২৭-০৬-২০১৯ তারিখে শুরুহয়েছে। বর্তমানে কূপটির টিউবিং উত্তোলনের প্রস্তুতি চলছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/ পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১.	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা এবং রশিদপুর স্ট্রাকচারের ৩ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা ও রিপোর্ট রিভিউকরণ প্রকল্প প্রকল্পখনন। (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।	ভূতাত্ত্বিক, ভূকাঠামোগত এবং স্তরবিজ্ঞান সংক্রান্তমানচিত্রের সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করা; নতুন স্যান্ড পূনঃনির্ধারণসহ বিদ্যমান স্যান্ডের প্রকৃত এরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নির্ণয় করা; অনুসন্ধানের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রাসঙ্গিক এট্রিবিউটস বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রিজার্ভ এবং রিসোর্স সংক্রান্তস্বচ্ছ ধারণা পাওয়া; নতুন রিজার্ভয়ার স্যান্ড মূল্যায়ন করা; আরো অনুসন্ধান, মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন কূপ খননের সঠিক স্থান খুঁজে বের করা ; রিজার্ভয়ার মডেলিং ও সিমুলেশনের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ১২৬২.০০	প্রকল্পটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের পিসিআর ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে।
২.	এসজিএফএল-এর কৈলাশটিলা-১ নং কূপ ওয়ারর্কওভার প্রকল্প (পূর্বের নামঃ এসজিএফএল- এর ৩টি কূপ (কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-২ ও রশিদপুর-৬) ওয়ারর্কওভার প্রকল্প) বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত।	দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ও দৈনিক ১৫০ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদন করা।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ৪২৭৭.০০	কৈলাশটিলা-১ নং কূপ ওয়ার্কওভার সম্পাদন শেষে গত ০৭-১১-২০১৮ তারিখ থেকে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনে আসলেও অতিরিক্ত বালি ও পানি আসার কারনে অপারেশনাল ঝুকি এড়ানোর লক্ষ্যে এ কূপ হতে বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

পাইপলাইন নির্মাণ/উন্নয়ন কার্যক্রম :

০১।	ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসণকল্পে ১" হতে ৪" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি ১২৭৮ মি. গ্যাস পাইপলাইন/ লিংক লাইন নির্মাণ কাজ (পর্ব: ৩/২০১৪)। এলাকা: (ক) রোড নং ৮, মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর; (খ) ডা. এনামোল্লাহ লেন, গোলাপবাগ; (গ) উত্তর পীরেরবাগ; (ঘ) ওয়ার্ড নং: ৩, রোড নং: ৩, ১০, ১১, ব্লক: সি, সেকশন: ১১, মিরপুর; (ঙ) রোড নং: ৩, সেকশন: ২ মিরপুর; (চ) রাইনখোলা, মিরপুর সেকশন: ২; (ছ) সাউথ লেন, কাঁঠালবাগান ঢাল, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট। (জ) মেরাদিয়া, ভুঁইয়াপাড়া, গার্ডেন রোড, খিলগাঁও; (ঝ) বাইতুল আরাফা জামে মসজিদ এলাকা, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর; (ঞ) রোড নং: ৫, কল্যাণপুর, মিরপুর।
০২।	(ক) বায়তুব তাওয়ার মসজিদ সংলগ্ন রোড নং - ৭/এ, ধানমন্ডি এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে ১" ø x ৫০ পিএসআইজি x ৩ মি. লিংক লাইন নির্মাণ। (খ) উত্তর মানিক নগর কুমিল্লা পট্রি এলাকায় ৩" ø x ৫০ পিএসআইজি x ৩২৫ মি. লিংক লাইন ও ছান্দা গলি এলাকায় ২" ø x ৫০ পিএসআইজি x ১৩১ মি. লিংক লাইন নির্মাণ (গ) জিগাতলাস্থ হাজী আফছারউদ্দিন রোড এলাকায় বিদ্যমান ১" ø পাইপ লাইন এর পরিবর্তে ২" ø x ৫০ পিএসআইজি x ২৯৫ মি. গ্যাস লাইন প্রতিস্থাপন ও নবনির্মিত লাইনে রাইজার স্থানান্তর কাজ (ঘ) পূর্ব রামপুরা হাই স্কুল হতে দক্ষিণে ৭৫/২, ৭৬, ৭৭ নং বাড়ী এবং বায়তুল মামুর জামে মসজিদ হয়ে বউ বাজার রাস্তা পর্যন্ত এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে ২" ø x ৫০ পিএসআইজি x ৫৩০ মি. লাইন স্থাপন ও নবনির্মিত লাইনে রাইজার স্থানান্তর কাজ এবং (ঙ) তারাবো মোড়, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান ৪"/৩" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন এর স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে তারাবো মোড়ে অবস্থিত ৮" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন হতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অতিক্রম করে অপর পার্শ্বে বিদ্যমান ৪"/৩" ৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইনের টাই-ইন ও তারাবো ডিআরএস এর পূর্বতন ৪"/৩" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি লাইনের আইসোলেশন কাজ।
০৩।	(ক) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে টংগী থানার অন্তর্গত উত্তর আউচ পাড়াস্থ হাজী আজগর আলী রোড, হাজী আক্কেল রোড ও রসুলবাগ এলাকায় ৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৬ মি. ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (খ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে গাজীপুরস্থ রওশন সড়ক, চান্দনা এলাকায় ৩" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২০০ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (গ) ঢাকাস্থ হাতিরপুল এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৩২ মি. বিতরণলাইন এবং ৩/৪"ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৭২ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর কাজ, (ঘ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শুক্রাবাদ, মোহাম্মদপুর, শের-ই-বাংলা নগর এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৫০ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (ঙ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, আদাবর এলাকায় ৩" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪৯০ মি. ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৬ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (চ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ব্লক- সি, মিরপুর-১ এলাকায় ৩" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪৮০ মি. ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৭৮০ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সার্ভিস লাইন নতুন বিতরণ লাইনে স্থানান্তর কাজ, (ছ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মালিবাগ চৌধুরীপাড়া এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৭০ মি. বিতরণ লাইন এবং ৩/৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৫০ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ, (জ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ চরকঘাটা, হাজারীবাগ এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১১০ মি. বিতরণ লাইন এবং ৩/৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪০ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ, (ঝ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ গ্রীণরোড এলাকায় ১" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩০ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (ঞ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ সেন্ট্রাল জামে মসজিদ রোড, গ্রীণরোড এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৪ মি. এবং ১" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, এবং (ট) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ কাঠাল বাগান বাজার রোড এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১১ মি. এবং ১" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ।
০৪।	(ক) গোমতি সেতুর উত্তর পাড় সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৭২ মি. ও ৩" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৩৬ মি. গ্যাস পাইপলাইন পুন:নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ, (খ) মেঘনা সেতুর দক্ষিণ পাড় সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৭৬৮ মি. গ্যাস পাইপলাইন পুন:নির্মাণ/ স্থানান্তর কাজ।
০৫।	গ্রুপ-১: ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি) এর অধীন নির্মিতব্য মেট্রোরেল রুটের আগারগাঁও (সিপি-৪) হতে কাওরানবাজার পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যমান ৩/৪"ø হতে ১৬"ø বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ।

০৬।	গ্রুপ-২: ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি) এর অধীন নির্মিতব্য মেট্রোরেল রুটের কাওরানবাজার হতে মতিঝিল পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যমান ৩/৪"ø হতে ১৬"ø বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ।
০৭।	গ্রুপ-১: সাসেক(গাজীপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল) প্রকল্পের চেইনেজ ১৬+৬০০ কি.মি. হতে ১৮+৮০০ কি.মি. সড়ক অংশে বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর, পূর্নবাসন/পুন:স্থাপন কাজ।
০৮।	গ্রুপ-২: সাসেক(গাজীপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল) প্রকল্পের চেইনেজ ০+০০০ কি.মি. হতে ১৪+০০০ কি.মি. সড়ক অংশে ১৪৪টি ভাল্ব (পিটসহ) স্থানান্তর, পূর্নবাসন/পুন:স্থাপন কাজ।
০৯।	গ্রুপ-৩: সাসেক(গাজীপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল) প্রকল্পের চেইনেজ ১৪+০০০ কি.মি. হতে ৬৯+০০০ কি.মি. সড়ক অংশে ১২৪টি ভাল্ব (পিটসহ) স্থানান্তর, পূর্নবাসন/পুন:স্থাপন কাজ।
১০।	কেরানীগঞ্জস্থ চুনকুটিয়া এলাকায় নির্মিতব্য ওয়াটার মেইন ট্রান্সমিশন লাইনের এলাইনমেন্টে বিদ্যমান ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৭৪ মি., ৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২০ মি. ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৫৬ মি. গ্যাস পাইপলাইন পূন: নির্মাণ/ স্থানান্তরকাজ।
১১।	মেসার্স বিডি ফুডস লিমিটেড, মাস্টার বাড়ি, ভাওয়াল, মির্জাপুর, গাজীপুর এলাকায় ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৬৮৬ মি. ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৯ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১২।	মেসার্স রহমত স্পিনিং মিলস লিঃ, যুগির চালা, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এলাকায় ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২৪ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৩।	মেসার্স নিট টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বাইপাইল, কোনাবাড়ি, গাজীপুর এলাকায় ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২২৮ মি. ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২ মি. গ্যাস পি ইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৪।	মেসার্স সি আর সি টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ৪৩, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২১৬০ মি. এর ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ। গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৫।	মেসার্স এ সি এস টেক্সটাইল (বাংলাদেশ) লিঃ এর ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৫৮০০ মি. এর ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৫০ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ। গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৬।	মেসার্স আদুরী নীট কম্পোজিট লিঃ, নরসিংদী এলাকায় ১২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪১৫৬ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৭।	মেসার্স গ্যালাক্সি সুয়েটার এন্ড ইয়ান ডাইং, ভাদাম, টঙ্গী, গাজীপুর এলাকায় ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৭৮০ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৮।	মেসার্স ক্রসি এস টেক্সটাইল, তেতলার, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৫৮০০ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৯।	মেসার্স এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড, জমিরদিইয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ এলাকায় ১৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২৮০ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
২০।	মেসার্স ফকরুদ্দিন টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর এলাকায় ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২৮০ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
২১।	মেসার্স এন.আর.জি. নীট কম্পোজিট লিঃ, এনায়েত নগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩৬ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
২২।	সরিষাবাড়ী এম এন্ড আর ষ্টেশন থেকে জামালপুর ইকোনোমিক জোন পর্যন্ত ১৬" ø x ১৪০ পিএসআইজি x ১০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।
২৩।	নরসিংদীস্থ আলগী, মাধবদী হতে মোল্লারচর পর্যন্ত ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৬৮৬ মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।
২৪।	মেসার্স মধুমতি কেমিক্যালস লিঃ, সাধাপুর, নামা, গেন্ডা, সাভার এলাকায় ৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১০৪০ মি. ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১০ মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।
২৫।	শ্যামপুর কদমতলী শিল্প এলাকায় ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩২৪০ মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার বিজরা অপটেক থেকে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ৮" ব্যাসের ২৪/১০ বার চাপের ২৭ কিমি গ্যাস পাইপ লাইন আরএমএস নির্মাণ কাজঃ

বিজিডিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কুমিল্লা শহর, ইপিজেড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরাজমান গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৯.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজরা অফটেক থেকে ইপিজেড পর্যন্ত ২৭ কিমি দৈর্ঘ্যের ৮" ব্যাসের ২৪/১০ বার চাপের গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ এইচপি-ডিআরএস ফেব্রিকেশন, স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কুমিল্লা ইপিজেড এলাকায় গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যার সমাধান হয়েছে। বর্তমান ইপিজেড এ স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ছাড়াও নতুন অনুমোদিত শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার প্রতিষ্ঠানে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম :

পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের স্ব স্ব দপ্তরের সাথে আন্তঃ যোগাযোগ (একক এবং মাল্টি) এবং সহযোগী/ আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ (একক এবং মাল্টি) করার জন্য কেজিডিসিএল এর প্রধান কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার সিস্টেম :

কেজিডিসিএল এর বিপণন ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশনের জন্য আইআইসিটি, বুয়েট এর সহায়তায় একটি ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার নির্মাণ করা হয়। এর ফলে কেজিডিসিএল এর সকল গ্রাহকের যাবতীয় তথ্য ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে সার্ভারে সু-সংরক্ষিত করা সম্ভব পর হচ্ছে। পেট্রোবাংলা/মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরে দ্রুততার সাথে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা, কোম্পানির ভিজিলেন্স কাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং দ্রুততর সময়ে গ্রাহকের গ্যাস বিল প্রস্তুত ও প্রেরণ করার মাধ্যমে নির্ভুলভাবে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব পর হচ্ছে।

অনলাইন বিলিং সিস্টেম :

কেজিডিসিএল এর গ্রাহকদের অনলাইন পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ করার জন্য আইআইসিটি, বুয়েট এরমাধ্যমে অনলাইন বিলিং সফটওয়্যার তৈরী করা হয়। অনলাইন পদ্ধতিতে বিল আদায়ের জন্য অদ্যবধি মোট ১৬টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কেজিডিসিএল এর গ্রাহকগণ বর্তমানে উক্ত ১৬টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনলাইনে বিল পরিশোধ করছেন এবং গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত বিল তাৎক্ষণিকভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় সহজে এবং দ্রুততার সাথে করা সম্ভবপর হচ্ছে।

হটলাইন :

কোম্পানির গ্যাস লাইনের বিভিন্ন সমস্যা, দূর্ঘটনা জনিত তথ্য ও জরুরি প্রয়োজনে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে সহজে ও দ্রুত যোগাযোগ করার সুবিধার্থে হটলাইন/ হেল্প লাইন "১৬৫১২" চালু করা হয়েছে।

জিআইএস বেসড ডিজিটাল ম্যাপ :

কেজিডিসিএল এর আওতাধীন বিক্রয় জোন-০৩ এলাকায় পাইলট কাজ হিসেবে গ্যাস পাইপলাইন ও গ্যাস স্থাপনার জিআইএস বেসড ডিজিটাল ম্যাপ তৈরী করা হয়। ফলে উক্ত এলাকায় যে কোন ধরণের জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সঠিক সময়ে ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা, গ্যাসের লো-প্রেসার জনিত সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা, ভিজিল্যান্স কাজে গ্রাহকের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা ইত্যাদি দ্রুততম সময়ে সম্ভবপর হচ্ছে।

এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম :

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

ওয়েবসাইট :

সরকারী সকল প্রতিষ্ঠান ডিজিটাইজড করার পদক্ষেপ হিসেবে কেজিডিসিএল এর নিজস্ব একটি Secured ও Dynamical ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে কেজিডিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদের নাম, পদবী, কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামো, এমআইএস রিপোর্ট, Statement of Revenue/finance, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোডকরা এবং তা Publicly Accessible করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও উক্ত ওয়েবসাইটে কোম্পানির বিভিন্ন তথ্যাদির পাশাপাশি চলমান কার্যক্রম যেমন সকল প্রকার টেন্ডার, ইভেন্ট, সংবাদ ইত্যাদি আপলোড করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

এনডব্লিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে:ও: ডুয়েল-ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (৩য় ইউনিট) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন (১০০০ পিএসআইজি), সিএমএস, কন্ট্রোল বিল্ডিং, বাউন্ডারি ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ;

- সিরাজগঞ্জ ৪১৩ মে.ও. ডুয়েল-ফুয়েল (আইপিপি) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (৪র্থ ইউনিট) পাইপলাইন (১০০০ পিএসআইজি) ও সিএমএস নির্মাণের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহকরণ;
- সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. ক্ষমতার ২য় ইউনিট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সিএমএস এলাকায় বাউন্ডারি ওয়াল, সিকিউরিটি পোস্ট নির্মাণ ও এরিয়া লাইটিংএর কাজ সম্পাদন;
- নলকাস্থ পিজিসিএল কমপ্লেক্সে এমডি অফিস বিল্ডিং (অর্ধ পাকা) নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন;
- হাটিকুমরুল-কাশীনাথপুর রোডস্থ গোয়াইলার হাট, পাটগারি, ঝুগনিদহ ব্রীজ ও নলকা-সিরাজগঞ্জ রোডের নাউরি ব্রীজ সংলগ্ন স্থানে গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন;
- রাজশাহী কোর্ট হতে মোল্লাপাড়া পর্যন্ত২৩৭৫ মিটার (৮ ইঞ্চি ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি) ও ২৩৮০ মিটার (৪ ইঞ্চি ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি) গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন ও
- নলকাস্থ প্রস্তাবিত হেড অফিস কমপ্লেক্সে আরসিসি কাউন্টারফোর্ট ওয়াল নির্মাণ এবং নলকাস্থ বর্তমান হেড অফিস কমপ্লেক্সে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, মেইন ড্রেইন বাউন্ডারি ওয়াল উঁচুকরণ এবং বাগান লাইটিং সংক্রান্তকাজ সম্পাদন;
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নলকাস্থ প্রস্তাবিত হেড অফিস কমপ্লেক্সের ডিজাইন, ড্রয়িং ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কনসালটেনসি কার্য সম্পাদন।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) ভোলায় শেলটেক সিরামিক্স লিঃ-নামক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণীতে ৬ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত ৮" x 2500m x 50Psig বিতরণ পাইপলাইন, আরএমএস এবং অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষে আগস্ট'১৮ মাসে গ্যাস কমিশনিং করা হয়। কমিশনিংকাল হতে মে'১৯ পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানে ৪.৮৬৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে।

খ) মেসার্স এডভান্স টেক লিঃ নামক অটোমেটিক ইট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে শিল্প শ্রেণীতে জানুয়ারী'১৯ মাসে গ্যাস কমিশনিং করা হয়। কমিশনিংকাল হতে মে'১৯ পর্যন্তউক্ত প্রতিষ্ঠানে ১.০৯৪৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

গ) অত্র কোম্পানির অধিকারভূক্ত ভোলা শহরে জুলাই'১৮ হতে মে'১৯ পর্যন্ত গৃহস্থালী শ্রেণীতে নতুন ৪৬৮টি মিটারবিহীন ও ২টি মিটারযুক্ত গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে।

ঘ) অত্র কোম্পানির মার্কেটিং ডিভিশন, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ডিভিশন এবং অর্থ ও হিসাব ডিভিশনের জন্য Web Based Management Information System এর মাধ্যমে Realtime database এ প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি, বিল তৈরীসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং মিটারড ও ননমিটারড গ্রাহকরা বিলের পরিমাণ অনলাইনে জেনে Online Banking, Mobile Banking, Credit card facilities দ্বারা বিল পরিশোধ করণের নিমিত্ত "Online Billing and Computerization of Marketing, Engineering Service and Revenue Section of Sundarban Company Ltd." শীর্ষক কাজ বুয়েটের মাধ্যমে আবিকা, ভোলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে রেভিনিউ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে আবিকার আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে অত্র কোম্পানির আওতায় Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ MMSCFD ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (MLNG) এর স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্নের পর গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে কমিশনিং কার্যক্রম শেষ হয় এবং ১৯ আগস্ট ২০১৯ থেকে বর্নিত টার্মিনাল হতে বাণিজ্যিক ভাবে জাতীয় গ্রীডে RLNG (গ্যাস) সরবরাহ শুরু হয়। Summit কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (SLNG) এর স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্নের পর গত ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে কমিশনিং কার্যক্রম শেষ হয় এবং ৩০ এপ্রিল ২০১৯ থেকে বর্নিত টার্মিনাল হতে বাণিজ্যিক ভাবেজাতীয় গ্রীডে RLNG সরবরাহ শুরু হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ

কোম্পানিতে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরসমূহ হতে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ; অন-লাইন সেবা চালু; দাপ্তরিক অভ্যন্তরিন কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন;

উদ্ভাবন-সহায়ক পরিবেশ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণার আলোকে কোম্পানিতে কতিপয় উদ্ভাবনী কার্যক্রম এ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন -

১) সিএনজি বিক্রয়ে অটো-বিলিং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিএসটিআই কর্তৃক নিরীক্ষণ শেষে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে এবং চলমান।

২) সিএনজি সিলিন্ডার টেস্টিং-এ অন-লাইন সেবা চালু আছে।

৩) সেবা প্রত্যাশি ও দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার এর ব্যবস্থা রয়েছে।

৪) নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার জন্য ব্যন্ডউইড্থ আপগ্রেডেশন/ ওয়েবসাইট আপগ্রেডেশন;

৫) প্রধান কার্যালয়ে Supply & Installation of Software for online Inventory Management Systems along with Module for Communication with Stakeholder by SMS and Related Service স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জন বিবেচনায় স্ব-মূল্যায়নে এ কোম্পানি ইনোভেশন/উদ্ভাবনী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের বিপরীতে ৭৫ (পঁচাত্তর) নম্বর অর্জন সম্ভব হয়েছে, যা 'উত্তম' শ্রেণির কর্মতৎপরতা ও সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর তারিখ	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্প ব্যায়	প্রকৃত প্রকল্প ব্যয়/বিনিয়োগ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস
১।	বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই, ২০০৭	স্থাঃ ২৭৫.৩৮ বৈঃ ৫৭৪.৩২ মোঃ ৮৪৯.৭০	স্থাঃ ২৫২.৮৮ বৈঃ ৪৭৪.২৯ মোঃ ৭২৭.১৭	ডিসেম্বর, ২০১৮	জিওবি, বিশ্ব ব্যাংক এবং কোম্পানির নিজস্ব তহবিল
২।	রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিসটিং সুপারভাইজরী কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রীড আন্ডার জিটিসিএল (কম্পোনেন্ট বি অব ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট)।	জানুয়ারি, ২০১৩	স্থাঃ ৫০.৫৬বৈঃ ১২৬.৪৩মোঃ ১৭৬.৯৯	স্থাঃ ৩৯.১৫বৈঃ ১০৫.৬৮মোঃ ১৪১.৮৩	ডিসেম্বর, ২০১৮	জিওবি এবং জাইকা

মহেশখালী জিরোপয়েন্ট-সিটিএমএস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জিরোপয়েন্ট এলাকায় প্লাটফর্ম ও পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম।

মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল পাইপলাইন প্রকল্পের আওতায় (HDD) পদ্ধতিতে গোবিন্দ খাল ক্রসিং কার্যক্রম

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের Feasibility study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production (2nd Revised) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানির প্রধান অফিস Wi-Fi এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম যথাসম্ভব ইজিপি টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সফটওয়ার ভিত্তিক স্টোর ইনভেন্টরী, সিজিজেন চার্টাড, ERM এর জন্য ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির প্রধান গেটসমূহের নেইম প্লেট ডিজিটাল করা হয়েছে। পাথর সরবরাহকারী ডিলারদের প্রতিনিধিদের জন্য ওয়েটিং রুম ও ওয়াশ রুম তৈরি করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স):

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

৩ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স ৩ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ৩০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে ২০ বর্গ কি.মি. সহ বর্তমান অর্থ বছরে মোট ৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ কাজ শেষ হয়েছে।

রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) হারারগঞ্জ #১ (২) শ্রীকাইল ইস্ট #১ ও (৩) সালদা নর্থ #১ প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য উন্নয়ন কূপসমূহঃ (১) কসবা #২ (২) শ্রীকাইল নর্থ #২

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৮ (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয়ঃ মূলঃ ন.বৈ.মুদ্রা ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ সহ মোট ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা

সংশোধিতঃ ন.বৈ.মুদ্রা ২৭,৯২০.০০ লক্ষ সহ মোট ৪৩,০৭৮.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নঃ জিডিএফ

- রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নতব্য (১ম কূপ) "সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কুপ" গত ১১-০৫-২০১৮ তারিখে খনন কাজ আরম্ভ করা হয় এবং ২৮১৫ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় খননকায সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কূপে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস না পাওয়ায় গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নতব্য (২য় কূপ) "শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ"এর লোকেশন প্রাপ্তির পর সকল অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম শেষে কূপ এলাকায় খনন মালামাল স্থানান্তর শুরুহয়েছে। খনন মালামাল ও তৃতীয়পক্ষ সেবা ক্রয়কার্য চলমান রয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম শেষে খুব শীঘ্রই খনন কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে। প্রকল্পের চলমান এ ০২টি কূপের জন্য এ পর্যন্ত মোট ২য় আরডিপিপি বরাদ্দের ৬০% ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ন:বৈ:মূ: ১০২৩৭.০০সহ মোট ১৬২০৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে যার মেয়াদকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০।

- **আর্থিক কমর্কান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩১৩৭.০০ লক্ষ টাকার আরএডিপির বরাদ্দের বিপরীতে ন:বৈ:মূ: ৮৭৬.০০ লক্ষ টাকাসহ ১৪৪২.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৪৬%।
- **বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ** "সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ" ২৮১৫ মিটার পর্যন্ত খনন করা হয়। কূপে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে তবে তা উত্তোলনযোগ্য নয়।
- **বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ** "শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ" খনন কার্যক্রম অক্টোবর ২০১৯ শুরুহবে যা প্রকল্পের নির্দিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) সেমুতাং দক্ষিণ # ১ ও কজিগঞ্জ # ১ (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০ (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ১৪,১২৪.০০ লক্ষ সহ মোট ২২,০১৮.০০ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)

অর্থায়নঃ জিডিএফ

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ০৯/০৪/২০১৯ (১ম সংশোধিত) এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/১২/২০১৬ ইং

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের পরিমাণঃ ১০,৯৩৩.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্থ ছাড়ঃ ১০,৯৩৩.০০ লক্ষ টাকা তারিখঃ ২৪-০৪-২০১৯

জুলাই, ২০১৬ হতে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ২,২৩২.০২ (লক্ষ টাকা)

সেমুতাং সাউথ-১ অনুসন্ধান কূপঃ (গভীরতা ৩০২০ মিটার)

- টার্ন-কি ভিত্তিতে খননের জন্য খনন ঠিকাদার সকারের সাথে ১৬-০৭-২০১৮ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কূপ খনন কাজ গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখ শুরু হয় এবং ৩০২০ মিটার গভীরতায় গত ০৪-০১-২০১৯ তারিখে কূপ খনন সম্পন্ন করা হয়েছে। কূপ সমাপ্তির সার্টিফিকেট ০৯-০১-২০১৯ প্রকল্প হতে প্রদান করা হয়।
- ইনভয়েস ২৩-০১-২০১৯ প্রকল্পে দাখিল করে। ইনভয়েস সার্টিফাই করার সর্বশেষ তারিখ ২০-০২-২০১৯। খনন ঠিকাদার ইনভয়েস দাখিল করার ২৮ দিনের মধ্যে ইনভয়েস সার্টিফাই করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যথায় বিলম্বের জন্য প্রতিদিন ইনভয়েস মূল্যের উপর বাপেক্সকে ০.০৭% জরিমানা প্রদান করার শর্ত রয়েছে।
- প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ায় ও এডিপি অর্থ ছাড় না হওয়ায় এবং অগ্রিম গ্রহণের আবেদনের বিষয়টি বাপেক্স বোর্ডের অনুমোদিত নয় বিধায় অগ্রিম প্রদান সম্ভব নয় মর্মে ১০-০২-২০১৯ তারিখে পেট্রোবাংলা অবহিত করে।
- ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়ায় এবং অর্থ যোগাড় না হওয়ায় বিল পরিশোধ করা যায় নি।
- ২৬-০৩-২০১৯ টার্মিনেশন নোটিশ প্রদান করে। চুক্তি পরিসমাপ্তি সংক্রান্তনোটিশ প্রসংগে পেট্রোবাংলায় ৩১-০৩-২০১৯ সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। বাপেক্স বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য বাপেক্সকে ০৩-০৪-২০১৯ পেট্রোবাংলা সিদ্ধান্ত প্রদান করে। পরবর্তীতে ১০-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপেক্সের ৪১১ তম বোর্ড সভায় রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পের আওতাধীন সেমুতাং সাউথ-১ কূপের টার্ণ-কি ভিত্তিক চুক্তিমূল্য বাবদ ১১,৮৩৪,৭৩৩.০০ মার্কিন ডলার Socar –AQS International DMCC, UAE কে পরিশোধের অনুমোদন করে।
- ০৯-০৪-২০১৯ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত এবং ১৬-০৪-২০১৯ তারিখে অর্থ ছাড়ের প্রশাসনিক আদেশ জারীর ভিত্তিতে ১৬-০৪-২০১৯ তারিখে ইনভয়েস সার্টিফাই করা হয়। ০৯-০৫-২০১৯ তারিখ জনতা ব্যাংক, শান্তিনগর শাখাকে ইনভয়েস পরিশোধের জন্য পত্র প্রেরণ করতঃ সকারের ইনভয়েস মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- চুক্তির আওতায় পরবর্তী কূপ বেগমগঞ্জ-৪ শীঘ্রই শুরুর বিষয়ে সকার একিউ এস বরাবরে ১৮-০৪-২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০২। জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপঃ

- কূপের গভীরতাঃ ৩০০০±১০০ মিটার।
- **বর্তমান কাজঃ**
  - ➢ কূপ খননের জন্য ৫.০১ একর অধিগ্রহণকৃত ভূমির ফসলের ক্ষতি পূরণ বাবদ অর্থ জেলা প্রশাসন, সিলেট বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। পূর্ত কাজের ১টি দরপত্রের কার্যাদেশ শীঘ্রই প্রদান করা হবে। খনন মালামাল সংগ্রহের জন্য ৭টি দরপত্র সিসিজিপি'র অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে অপেক্ষমান আছে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের অবশিষ্ট বৈদেশিক মালামাল ও ৩য় পক্ষীয় সেবা সংগ্রহ কার্যক্রম জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
  - ➢ SOP অনুসরণ করা হয়েছে। GTO প্রণয়ন করা হয়েছে। বাপেক্স এর রিগ ও জনবল দ্বারা কূপটি খনন করা হবে।

রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) কসবা #১ (২) মাদারগঞ্জ #১ প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯ (সংশোধিত) প্রকল্প ব্যয়ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ১৪,২৩৯.৮৫ লক্ষ সহ মোট ২১,৬২১.২৭ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিডিএফ ২০,৩৫০.৫২ লক্ষ টাকা এবং বাপেক্স এর নিজস্ব তহবিল ১,২৭০.৭৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২২/০৯/২০১৬ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/১২/২০১৬ ইং

- ➢ কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপটি Re-entry এর সুযোগ রেখে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ Testing সহ কূপ খনন সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- ➢ মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়াকৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন গত ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জমি হুকুম দখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। ১৪/১২/২০১৭ তারিখে মাদারগঞ্জ-১ খনন প্রকল্পের জন্য ভূমি দখল বুঝে পাওয়া যায়। ঠিকাদার কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ➢ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আরএডিপি ৩২৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment Project:

প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়	:	মূলঃ ৩২৭৫৭.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিতঃ ৮৭৭৪.০০
প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ	:	ডিপিপিঃ ১৯-০৯-২০১৬; সংশোধিত ডিপিপিঃ ১৩-০৮-২০১৮
প্রকল্প পরিচালকের যোগদানের তারিখ	:	১৬-০৩-২০১৭

প্রকল্পের সম্পাদিত কাজঃ

- ➢ মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়াকৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন গত ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জমি হুকুম দখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। ১৪/১২/২০১৭ তারিখে মাদারগঞ্জ-১ খনন প্রকল্পের জন্য ভূমি দখল বুঝে পাওয়া যায়। ঠিকাদার কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।প্রকল্পের অধীনে ৬০০-৬৫০ হর্স পাওয়ার মেকানিক্যাল ওয়ার্কওভার রিগ এবং রিগ সাপোর্টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে আহ্বায়িত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা M/S. SJ Petroleum Machinery Co., China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং L/C Opening করতঃ ড্রয়িং অনুমোদন করা হয়েছে। অতঃপর সরবরাহতব্য মালামালের Physical Inspection সম্পন্ন করতঃ ওয়ার্কওভার রিগ মালামালের সবগুলিই কৈলাশটিলা # ০১ লোকেশনে স্থানান্তরিত হয়েছে। ওয়ার্কওভার রিগ মালামাল দ্বারা কৈলাশটিলা # ০১ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিওপি ও বিওপি কন্ট্রোল ইউনিট সরবরাহ করা হয়েছে এবং কৈলাশটিলা # ০১ লোকেশনে সংরক্ষিত রয়েছে। উক্ত রিগ দ্বারা বাখরাবাদ # ০১ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

রূপকল্প-৯: ২-ডি সাইসমিক প্রকল্পঃ

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ	২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত
প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	ঃ	৩১-০৮-২০১৭ ইং
প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং সুনামগঞ্জ জেলা বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল, ২০১৭ - জুন ২০১৯
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	ন.বৈ.মুদ্রা ৬,৩৫০.০০ লক্ষ সহ মোট ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	ঃ	জিডিএফ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্পাদিত কাজঃ

- ২ডি ফিল্ড প্লানিং/ডিজাইনিং/কোয়ালিটি কনট্রোল ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার; পোজিশনিং/টপো সার্ভে ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার; ২ডি সাইসমিক ডাটা প্রসেসিং সিসটেম হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার এবং ২ডি সাইসমিক ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সিসটেম হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার; ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন সিস্টেম সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার; ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন সিস্টেমঃ ওয়াকি-টকি (কমুনিকেশন ইকুইপমেন্ট); ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশনঃ জিওফোন স্ট্রিং এবং এক্সেসরিজ ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় গত ২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে প্রায় ৮১০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছিল এবং চলতি ২০১৮-২০১৯ মাঠ মৌসুমে সাইসমিক পার্টি-১ এর মাধ্যমে জামালপুর জেলা ও তৎসলগ্ন এলাকা এবং সাইসমিক পার্টি-২ এর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ইতোমধ্যে প্রায় ২১৯০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহ	ঃ	বেগমগঞ্জ #৩, বেগমগঞ্জ #৪ (১ম সংশোধিত)
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	এপ্রিল ২০১৭ - জুন ২০১৯
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	ন.বৈ.মুদ্রা ১০,৯১১.০২ লক্ষ সহ মোট ১৬,৩২৯.১৭ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)
অর্থায়ন	ঃ	জিডিএফ- ১৫৫৪৩.৯৩ (১০৭৯৯.৬১) লক্ষ টাকা। ও বাপেক্স নিজস্বঃ ৭৮৫.২৪ (১১১.৪১) লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ	৩০/০৫/২০১৭ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৮/০৮/২০১৭ ইং

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্পাদিত কাজঃ

- **বেগমগঞ্জ #৩ ওয়ার্কওভারঃ** ১৯২৬-১৯৪১ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করে DST কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সফলভাবে গ্যাস ফ্লো সম্পন্ন হয় এবং গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে প্যাকার সেট করে কম্প্লিশন সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে দৈনিক ৬.২ MMSCF গ্যাস বাখরাবাদ সরবরাহ লাইনে বিতরণ চলছে।
- **বেগমগঞ্জ #৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপঃ** ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে SOCAR-AQS এর সাথে চুক্তি মোতাবেক এলসি খোলা হয়েছে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করতঃ জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রিগ প্যাড নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ সকার-একিউএস কর্তৃক গত ১৬/১০/২০১৮ তারিখ শুরুকরা হয়েছে এবং শতকরা ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ কূপ এলাকায় সকার একিউএস রিগ ও খনন মালামাল স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে। বাপেক্স এবং SOCAR-AQS এর Observation অনুযায়ী বেগমগঞ্জ ৪ কূপের GTO সংশোধন করা হয়েছে।

২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৩বি, ৬বি ও ৭ প্রকল্পঃ

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ	১২-০৪-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত
প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	ঃ	০৫/০৬/২০১৭ ইং
প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা এবং বাগেরহাট জেলা

বাস্তবায়নকাল	ঃ	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ বিনা ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ এপ্রিল'২০১৭ হতে ডিসেম্বর'২০১৮
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	ন.বৈ.মুদ্রা ১৫,০০০.০০ লক্ষ সহ মোট ১৮,৮০০.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন	ঃ	জিডিএফ

প্রকল্পের সম্পাদিত কাজঃ

মূল কার্যক্রম	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের মাধ্যমে অনুসন্ধান ব্লক ৩বি, ৬বি এবং ৭ এ দ্রুততম সময়ে ৩০০০ লাইন কিঃমিঃ ২ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদন। সম্ভাবনাময় নতুন অনুসন্ধানযোগ্য কূপের অবস্থান চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জন।	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী অনুসন্ধান ব্লক ৩বি, ৬বি এবং ৭ এ মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর: ২২২৫ লাইন কিঃমিঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছর: ৭৭৫ লাইন কিঃমিঃ গত ১৮/১২/২০১৮ তারিখে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের উপর প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%	প্রাক্কলিতঃ ১৮,৮০০.০০ (১৫,০০০.০০) লক্ষ টাকা ব্যয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছর অর্থ ছাড়ঃ ৬৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ঃ ৬৭৯০.২৮ লক্ষ টাকা ২০১৮-১৯ অর্থ বছর এডিপিঃ ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়ঃ ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ঃ ৮২২১.৭৬ লক্ষ টাকা আর্থিক অগ্রগতিঃ ৯৮.৭৯%

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লি :

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ জাতীয় গ্রিড লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে জাইকার আর্থিক সহায়তায় 'ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন)' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রকল্প সাহায্য ৭২৯.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৬৮.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প সাহায্য ৬৩৮.৭০ কোটি টাকাসহ মোট ৭২৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ১৭-০৪-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd., Singapore and AG Equipment Company, USA এবং বিজিএফসিএল এর মধ্যে ১৯-০৩-২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯-০৬-২০১৯ তারিখে L/C খোলা হয়েছে। ঠিকাদার ইতোমধ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের বাস্তব কার্যক্রম শুরু করেছে।

(খ) তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ জাতীয় গ্রিড লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে এডিবি'র অর্থায়নে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রকল্প সাহায্য ৭৫৩.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৯১০.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে আহবানকৃত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র ০৩-০৩-২০১৯ তারিখে খোলা হয় এবং প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের কারিগরী মূল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবি ০৪-০৬-২০১৯ তারিখে অনুমোদন করে। এডিবি-র অনুমোদনের পর বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনের জন্য ১৮-০৬-২০১৯ তারিখের বোর্ড সভায় উত্থাপন করা হলে বোর্ড কারিগরী মূল্যায়ন প্রতিবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য এডিবি বরাবর পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে। তদানুযায়ী ২৩-০৬-২০১৯ তারিখে এডিবি'তে পত্র প্রেরণ করা হলে ২৪-০৬-২০১৯ তারিখে এডিবি'র অনুমোদন পাওয়া যায়। কারিগরী মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য আসন্ন বোর্ড সভায় পুনরায় উত্থাপন করা হবে।

(গ) বিজিএফসিএল এর আওতাধীন তিতাস গ্যাস ফিল্ডের ৬, ৭, ৯ ও ১৩নং কূপ এবং নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডের ১নং কূপের বিদ্যমান সমস্যার কারণে ওয়ার্কওভারের প্রয়োজনীয়তা এবং সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা হবিগঞ্জ ১ নং কূপ ও বাখরাবাদ ১ নং কূপকে পুনঃউৎপাদনে আনয়নের লক্ষ্যে জিডিএফ অর্থায়নে "তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৩৫৪.৫০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্তনির্ধারিত আছে। প্রকল্পের আওতায় সকল মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারগণের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে সাময়িকভাবে বন্ধ হবিগঞ্জ ১ নং এবং বাখরাবাদ ১ নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে পুনঃ উৎপাদনে আনয়ণপূর্বক প্রতিটি কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া তিতাস ৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার ০৫-০৫-২০১৯ তারিখে শুরু করে সফলভাবে সম্পন্ন পূর্বক পূর্ববর্তী দৈনিক গ্যাস উৎপাদন হার বজায় রাখার লক্ষ্যে ৩১-০৫-২০১৯ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরুকরা হয়। বর্তমানে এ কূপ হতে দৈনিক প্রায় ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। নরসিংদী ১ নং কূপের ওয়ার্কওভারের বাস্তব কাজ ২৭-০৬-২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে। বর্তমানে কূপটির টিউবিং উত্তোলনের প্রস্তুতি চলছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

- রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পঃ কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৭৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ১৫-১১-২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত। এপ্রিল'১৯ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজ ৯৯.৯১% সম্পন্ন হয়েছে। প্ল্যান্টটি হতে বর্তমানে আনুঃ ৮১% হারে পেট্রোল, ১০% হারে কেরোসিন ও ৯% হারে ডিজেল উৎপাদিত হচ্ছে। উক্ত পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহ ২৩-৯-২০১৮ তারিখ হতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহ যথা- পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর নিকট সরবরাহ শুরুহয়েছে।

- পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (CRU) স্থাপন প্রকল্পঃ কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৪৯৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২৯-১২-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্থাপিত প্ল্যান্টের মাধ্যমে পেট্রোলকে ক্যাটালাইটিক রিফর্ম করে দৈনিক প্রায় ২৭১০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের শুরুহতে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫৭০৩.৮৩ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৬১.৫৩%।

- সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খননঃ জিডিএফ অর্থায়নে মোট ১৬০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির আরডিপিপি ১৯-৯-১৮ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং পরবর্তীতে দৈনিক ১৮৮ ব্যারেল হারে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্তপ্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮৪৪.৬১ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ২৬.৬৯%।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

পাইপলাইন নির্মাণ/উন্নয়ন কার্যক্রম :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ও চলমান পাইপলাইন প্রাতিস্থাপন/পুনর্বাসন কার্যক্রম:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম
০১।	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩৬ ও ৩৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৫৯৮২ মি. ও ১" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১১৬৪ মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ, (খ) জাতীয় সংসদ ভবন (এমপি হোষ্টেল), এলডি-৩ সংলগ্ন জরাজীর্ন ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২০০ মি. বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/পুণর্বাসন কাজ, (গ) ব্লক-ডি, জহুরী মহল্লা, মোহম্মদপুর, ঢাকা এলাকায় ২"/১" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৩২ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (ঘ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মধ্যপাইকপাড়া, মিরপুর এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪৮০ মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ/পূণর্বাসন এবং বিদ্যমাণ সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ, (ঙ) গাবতলী গরুরহাট, মিরপুর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৪ মি. বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন/পুণর্বাসন কাজ এবং (চ) উত্তরমানিকনগর, ছন্দারগলি, ঢাকা এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২০ মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমাণ সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ।
০২।	গ্রুপ-ক: স্বল্পচাপ জনিত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়া, পূর্বরামপুরা, দক্ষিণ রাজারবাগ বাসাবো, নিউমার্কেট, আজিমপুর, হাতিরপুল, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, বংশাল মকিমবাজার, এবং কেরানীগঞ্জস্থ চরকুতুব, কদমতলী এলাকাসহ সর্বমোট ০৯ টি স্থানে বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ/ সার্ভিস লাইন পূর্নবাসন/ পুন:স্থাপন/ লিংক লাইন নির্মাণ।
০৩।	গ্রুপ-খ (উত্তর): স্বল্পচাপ জনিত সমস্যা নিরসন/ ক্ষতিগ্রস্থ গ্যাস পাইপ লাইন পূর্নবাসনের লক্ষ্যে ধামরাইস্থ কুমড়াইল এবং ঢাকাস্থ গাবতলী গরুর হাট, মিরপুর, নবাবগঞ্জ লেন, দক্ষিন পাইকপাড়া, মধ্যমাটিকাটা, ইব্রাহিমপুর, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, পূর্ব রাজাবাজার এবং উত্তরাস্থ দলিপাড়াসহ সর্বমোট ১০টি স্থানে বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ/ সার্ভিস লাইন পূর্নবাসন/ পুন:স্থাপন/ লিংক লাইন নির্মাণ কাজ।
০৪।	গজারিয়াস্থ টিবিএস হতে আব্দুল মোনেম লি. বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৮ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ।
০৫।	গজারিয়াস্থ টিবিএস নির্মাণ ও মোডিফিকেশন কাজ।
০৬।	(ক) ময়মনসিংহ শহরের সদর থানা মোড় হতে ট্রাঙ্কপট্রি রোড বরাবর ক্ষতিগ্রস্থ ৩"/২"ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৬০ মি. বিতরণ পাইপ লাইন পূর্নবাসন/পুন:স্থাপনকাজ, (খ) নারায়নগঞ্জস্থ বন্দর উপজেলাধীন উত্তর লক্ষনখোলা এলাকায় ৪"/১"/৩"/৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৯০মি. বিতরণ/সার্ভিসপাইপ লাইন স্থানান্তরকরণ কাজ, (গ) সবুজবাগ থানাধীন উত্তর বাসাবো প্রেস গলী এলাকায় ২"/৩"/৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৬৪৫মি. বিতরণ/ সার্ভিস পাইপ লাইন নির্মাণ/ স্থানান্তরকরণ কাজ, (ঘ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মোহাম্মদীয়া হাউজিং রোড নং-৭ ও ৮ এলাকায় ৩"/২"ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩০৯মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (ঙ) পশ্চিমরামপুরাস্থ উলন রোডের থাই প্লাষ্টিক গলীর বিদ্যমান ২" ব্যাস বিতরণ লাইনের সাথে ৮"ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ, (চ) ৩৩ নং ওয়ার্ডস্থ চানখারপুল এবং আলী নেকী দেওরী, নাজিমুদ্দিন রোড এলাকার বিদ্যমান ১"ব্যাস বিতরণ লাইনের সাথে ৮" ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ, (ছ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ব্লক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা এলাকায় ৩" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ এবং (জ) ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়া এলাকায় বিদ্যমান স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ৩" ব্যাস বিতরণ লাইন এর সাথে ২" ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ।
০৭।	স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে পশ্চিম কাজীপাড়াস্থ কৃষিবিদ বাজার গলি/বাইশ বাড়ী গলি এলাকায় বিদ্যমান গ্যাস লাইন পুনর্বাসন, নিরাপত্তার জন্য আমিন বাজার ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্ব এর গ্যাস পাইপ লাইন ও ভাল্ব নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, দনিয়া পাটেরবাগ থেকে আদর্শ সড়ক এবং ইটালি মার্কেট থেকে রহমতবাগ কালভার্ট পর্যন্তবিদ্যমান জরাজীর্ন গ্যাস লাইন পরিবর্তন করত: নতুন লাইনে রাইজার স্থানান্তর, মোহাম্মদপুর পিসিকালচার হাউজিং এর গ্যাস লাইন পুনর্বাসন / পরিবর্তন, মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড এলাকায় গ্যাস সরবরাহ লাইনে টাই-ইন, সদ্ধিরিগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশনের ঝুকিপূর্ণ বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন পুনঃনর্মাণ এবং ডিপোজিট ওয়ার্ক কার্যক্রমের আওতায় জিগাতলা সরকারী স্কুল কলোনী ভবন এর গ্যাস রাইজার পরিবর্তনসহ অভ্যন্তরীণ গ্যাসপাইপ লাইন স্থানান্তর / নতুনভাবে স্থাপন কাজ।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম
০৮।	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্টে বিদ্যমান পাইপ লাইন সমূহ স্থানান্তর/পূন:নির্মাণ কাজ।
০৯।	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩৬ ও ৩৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৫৯৮২ মি. ও ১" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১১৬৪ মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ, (খ) জাতীয় সংসদ ভবন (এমপি হোষ্টেল), এলডি-৩ সংলগ্ন জরাজীর্ন ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২০০ মি. বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/পুণর্বাসন কাজ, (গ) ব্লক-ডি, জহুরী মহল্লা, মোহম্মদপুর, ঢাকা এলাকায় ২"/১" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৩২ মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (ঘ) স্বল্পচাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মধ্যপাইকপাড়া, মিরপুর এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪৮০ মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ/পূণর্বাসন এবং বিদ্যমাণ সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ, (ঙ) গাবতলী গরুরহাট, মিরপুর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৪ মি. বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন/পুণর্বাসন কাজ এবং (চ) উত্তরমানিকনগর, ছন্দারগলি, ঢাকা এলাকায় ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২০ মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমাণ সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ।
১০।	মেসার্স বিগ বস কর্পোরেশন লিঃ; ৩০, সারবো, কাশিমপুর, গাজীপুর এলাকায় ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৬০০ মি. ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১০ মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।
১১।	Construction of 16" DN x 140 PSIG x 10 KM Pipeline from Sharishabari M&R Station to Jamalpur Economic Zone
১২।	সমন্বিত/যৌথ উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে ধনুইয়া টিবিএস হতে রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮.৫০ কি.মি. নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৩।	আকিজ বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগ অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্তে ত্রিশাল এমএন্ডআর ষ্টেশন মডিফিকেশন করতঃ ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৮.৬৫ কি.মি. গ্যাস মূখ্য বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ১২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি অভ্যন্তরীন লাইন ও প্রস্তাবিত আকিজ বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডিআরএস নির্মাণ কাজ।
১৪।	সিটি বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগ অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্তে দিঘীবারাবো সিজিএস মডিফিকেশন করতঃ ১৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৫ কি.মি. গ্যাস মূখ্য বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ১২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি অভ্যন্তরীন লাইন ও প্রস্তাবিত সিটি বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডিআরএস নির্মাণ কাজ।
১৫।	মেসার্স পেট্রামেক্স সিলিন্ডার লিমিটেড, মির্জাপুর, গাজীপুর এলাকায় ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩৬০ মি. ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।
১৬।	ময়মনসিংহ টিবিএস হতে আরপিসিএল ২১০ মে.ও. সিসিপিপি, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ পর্যন্ত ১২" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ১৩ কি.মি. গ্যাস ট্রান্সমিসন পাইপ লাইন ও আরএমএস নির্মাণ কাজ।

Installation of Pre-paid Gas Meter প্রকল্প :

জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ ঋণ প্যাকেজভূক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78) এর অধীনে জাইকা, জিওবি ও টিজিটিডিসিএল-এর অর্থায়নে "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের আদাবর, বাড্ডা, বনানী, ভাষানটেক, বিমানবন্দর, ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিণখান, দারুস্‌সালাম, ধানমন্ডি, গুলশান, হাতিরঝিল, কাফরুল, কলাবাগান, খিলগাঁও, খিলক্ষেত, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, মতিঝিল, পল্লবী, পল্টন, রমনা, রামপুরা, রূপনগর, সবুজবাগ, শাহ আলী, শেরেবাংলানগর, তেজগাঁও শিল্প, তেজগাঁও, তুরাগ, উত্তরা পূর্ব, উত্তরা পশ্চিম, উত্তরখান, ভাটারা ও ওয়ারী এলাকায় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) আবাসিক প্রিপেইড গ্যাস মিটার পর্যায়ক্রমে স্থাপন কার্যক্রম চলমান। অনুমোদিত আরডিপিপি (১ম সংশোধন) অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৯৮.৯৪ কোটি টাকা (জাইকা ৪৪০.৬৮ কোটি টাকা, জিওবি ৫৬.৯২ কোটি টাকা এবং নিজস্ব অর্থায়ন ১.৩৪ কোটি টাকা) এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের যথাযথ ব্যবহার ও সরবরাহ তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঢাকা মেট্রপলিটন এলাকাতে আবাসিক খাতে সিস্টেম লস কমিয়ে আনা এবং ব্যবস্থাপনা ও তদারকি সংক্রান্তব্যয় কমিয়ে আনা। এছাড়াও অত্যাধুনিক প্রিপেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তথ্য গ্রহনের সহজলভ্যতা, উন্নততর গ্রাহকসেবা, গ্যাস ব্যবহারে নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ নিশ্চিতের পাশাপাশি গ্রাহকের গ্যাস বিল অনেক সাশ্রয় হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd.-এর সাথে ০৭/১০/২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯/১০/১৫ তারিখ হতে পরামর্শক কাজে নিযুক্ত হয়। ১৬/০৩/১৭ তারিখে টিজিটিডিসিএল ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Toyokeiki Co. Ltd., Japan এর মধ্যে একটি Engineering, Procurement & Construction (EPC) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জাইকার সম্মতির প্রেক্ষিতে ২০/০৩/১৭ হতে চুক্তি কার্যকর রয়েছে। ১৭/০৯/১৭ তারিখ হতে গ্রাহক আঙিনায় মিটার স্থাপন কার্যক্রম শুরুহয় এবং এ মুহুর্তে ১২০টি টিম মিটার স্থাপনের কাজে নিয়োজিত আছে। ১১/০৬/২০১৯ পর্যন্ত ৩৪টি লটে মোট ১৭৩,৫২০টি মিটার এসেছে, ১০৪,৯৪১ জন গ্রাহকের ৩৬৮,৫৯৫ টি কিচেন/চুলা জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১১/০৬/২০১৯ পর্যন্ত গ্রাহক আঙ্গিনায় ১৩৩,২২৪ টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং মোট ৬৪,০৬৮ টি মিটার প্রিপেইড মোডে একটিভ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় স্বতন্ত্র Data Center এবং Disaster Recovery Center নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। POS (Point of Sales) পরিচালনার জন্য United Commercial Bank Limited (UCB) এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় POS চালু করা হয়েছে এবং উক্ত এলাকাসমূহের প্রিপেইড মোডে রুপান্তরিত গ্রাহকগণ POS গুলোর দ্বারা সহজেই কার্ড রিচার্জ করতে পারছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ১৩১০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মে'১৯ পর্যন্ত ১১৯৩৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে মে'১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯১.১০%। আর এ যাবত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৭৫%।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প :

Clean Development Mechanism (CDM)-প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমির উপরিভাগে স্থাপিত গ্যাস স্থাপনাসমূহ (রাইজার/আরএমএস) হতে প্রাকৃতিক গ্যাস (লিকেজ গ্যাস) তথা Green House Gas (GHG) নিঃসরণ হ্রাস করা হয় এবং হ্রাসকৃত গ্যাসের পরিমাণ CER (Certified Emission Reduction) হিসাবে পরবর্তী ১০(দশ) বছর পর্যন্ত বিক্রয় করতঃ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। গত ০৬/১২/২০১২ তারিখে ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S এর সাথে TGTDCL এর একটি "Certified Emission Reductions Project Investment Agreement" শীর্ষক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে CDM প্রকল্পটি যাত্রা শুরুকরে। প্রকল্পটির PDD (Project Design Doucument) বাংলাদেশের জাতীয় সিডিএম কমিটি ও জাতীয় সিডিএম বোর্ড কর্তৃক গত ২১/০৮/২০১৮ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রতি বছর ৪,৩৭৮,৫০৬ টন সমপরিমান CO2 হ্রাস বা 248 MMCM (24 MMCFD) লিকেজ গ্যাস হ্রাস পাবে বিবেচনায় বিগত ১৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-তে প্রকল্পটি রেজিস্টার্ড হয়। প্রকল্পের Agreement, PDD এবং United Nation Methodologies মোতাবেক ১(এক) বছর মেয়াদী Baseline Study কার্যক্রম শুরুর পূর্বে দক্ষ জনবল তৈরি ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম হিসাবে বিগত এপ্রিল, ২০১৬ হতে ট্রেনিং, Pilot Phase, Pre-Baseline Study এবং Training on Baseline Study কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে, গত ২৯/০১/২০১৭ হতে ২৮/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ, পরিমাপকরণ ও মেরামত করা হয়। প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৩৮টি গ্যাস স্থাপনা (৫,৬৩,৯১৫টি আবাসিক রাইজার, ১,৯৫৩টি বাণিজ্যিক আরএমএস, ৭০টি শিল্প আরএমএস এবং ১৪টি সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস) পরিদর্শন করা হয়েছে। এতে মোট ৩৫,১০১টি আবাসিক রাইজার, ১৫২টি বাণিজ্যিক আরএমএস, ৫টি শিল্প আরএমএস এবং ৫টি সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস লিকেজযুক্ত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত লিকেজযুক্ত গ্যাস স্থাপনাসমুহের মধ্যে ৩৪,৭৯০টি আবাসিক রাইজার , ১৫২টি বাণিজ্যিক আরএমএস এবং ২টি শিল্প আরএমএস মেরামতের মাধ্যমে সর্বমোট ৪,১০,২৯৬.৯ Liter per Minute বা ৮,৬৯,৩৭১ CFH বা ২০.৮৬ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্ট হয়েছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে ২৯/০১/২০১৮ হতে ২২/১২/২০১৮ পর্যন্ত 1st Phase Monitoring কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ২৭,৮৮০ টি মেরামতকৃত স্থাপনা/রাইজারের পুনঃপরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় ৪৫২ টি স্থাপনায় গ্যাস লিকেজ পুনঃপরিলক্ষিত হয় এবং ৩৩১ টি পুনঃপরিলক্ষিত গ্যাস লিকেজ মেরামত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ২৯১ টি নতুন লিকেজ পাওয়া যায়, যার সবগুলোই মেরামতের মাধ্যমে গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, UN Methodology/Rules মোতাবেক UNFCCC কর্তৃক প্রকল্পের 1st Phase Monitoring কাজের Verification বিগত ফেব্রুয়ারি-২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের Agreement এবং United Nation Methodologies মোতাবেক ১% upfront payment হিসাবে ১৮৩৬৪.৭২ ইউরো NE climate A/S কর্তৃক তিতাস গ্যাস কোম্পানিকে গত ০১/০৯/২০১৫ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের 2nd Phase Monitoring চলমান রয়েছে এবং প্রতি বছর প্রকল্পের আওতায় মেরামতকৃত স্থাপনাসমুহের Monitoring & verification কার্যক্রম UN Methodology/Rules মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা হবে। সেমতে, Certified CER বিক্রয়ের মধ্যমে চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪-লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসাবে টমছম ব্রিজ কুমিল্লা থেকে বিপুলাসার, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ।

খ) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪-লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসাবে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থেকে বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ।

গ) গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরী।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট [ইন্সটলেশন অফ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার ফর কেজিডিসিএল] :

প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করার লক্ষ্যে জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজ এর আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনএজেন্সি (জাইকা) ও কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কেজিডিসিএল) এর যৌথ অর্থায়নে "Natural Gas Efficiency Project [Installation of Prepaid Gas Meter for KGDCL]" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ৩০-১২-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে গত ০৪-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ১(এক) বছর বর্ধিতকরতঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক আরডিপিপি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের অধীনে গত ২৬-০২-২০১৯ তারিখে কেজিডিসিএল এর আওতাধীন চট্টগ্রাম মহানগরীর খুলশী, লালখান বাজার, নাসিরাবাদ, চান্দগাঁও, আন্দরকিল্লা, চকবাজার, পাঁচলাইশ, কাজীর দেউরী, ষোলশহর ও হালিশহর এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগে ৬০,০০০ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৫-০৩-২০১৯ তারিখে ৬০,০০০টি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১০-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০টি Point of Sales (POS) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের পরামর্শক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বিল পরিশোধ, প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুতকরণসহ প্রকল্পের আনুষঙ্গিক সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

"মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প":

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনকল্পে সরকার এলএনজি আমদানীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে যেখানে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট/দিন গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। এছাড়া আমদানীতব্য এলএনজি কেজিডিসিএল সিস্টেমে গ্রহণের জন্য কেজিডিসিএল এর গ্যাস পাইপ লাইন নেটওয়ার্কসহ বর্তমান স্থাপিত কয়েকটি ডিআরএস আপগ্রেড করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে "মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ০২-০৭-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল নির্ধারন করা হয় মে ২০১৭ হতে জুন ২০১৯। কেজিডিসিএল এর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটিকে ০২টি অংশে যথা-কেজিডিসিএল অংশ ও জিটিসিএল অংশ হিসেবে বিভক্ত করে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জিটিসিএল অংশটি ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় ৩৬৭.১০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে গত ১৭-০৪-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৩৯৮.৬২ কোটি টাকা।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

- সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. ক্ষমতার সিসিপিপি ৩য় ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান ২য় ইউনিট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কন্ট্রোল বিল্ডিং এর উলম্বিক (২য় ও ৩য় ফ্লোর) বর্ধিতকরণ;
- হাটিকুমরুল-বগুড়া রোডস্থ হাটিকুমরুল মোড় হতে সমবায় ফিলিং স্টেশন পর্যন্ত ১৬৯০ মিটার (৮ ইঞ্চি ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি) গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন;

- রাজশাহী রুয়েট হতে রাজশাহী বাইপাস খড়খড়ি পর্যন্ত ৫১০০ মিটার (৮ ইঞ্চি ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি) ও ৩৪৫০ মিটার (৪ ইঞ্চি ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি) গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন ও
- সিরাজগঞ্জ নলকাস্থ পিজিসিএল হেড অফিস কমপ্লেক্সে অবস্থিত (ক) কেন্দ্রীয় ভান্ডার, (খ) আনসার সেড, এর পুনঃসংস্কার কাজ, মহেন্দ্রপুর পাবনায় (গ) পিজিসিএল আঞ্চলিক অফিস ভবন, সিকিউরিটি গার্ড সেড ও বাউন্ডারি ওয়াল এর পুনঃসংস্কার এবং খড়খড়ি, রাজশাহী পিজিসিএল কমপ্লেক্সে পাইপ র‍্যাক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজ।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

❖ খুলনা জেলার খালিশপুরস্থ রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি এবং খুলনা ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রদ্বয়ে গ্যাস সরবরাহঃ

এসজিসিএল ও এনডব্লিউপিজিসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুযায়ী এনডব্লিউপিজিসিএল এর রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি ও ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনডব্লিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে এবং এনডব্লিউপিজিসিএল এবং এসজিসিএল-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রদ্বয়ে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে এনডব্লিউপিজিসিএল ইতিমধ্যে ঠিকাদারকে ইন্টারকানেক্টিং পাইপলাইন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ দিয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক পাইপলাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ও পণ্যের বৈদেশিক ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী পাইপলাইন নির্মাণ ডিসেম্বর ২০২০ নাগাদ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও, প্রস্তাবিত ৮০০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের পাশাপাশি এনডব্লিউপিজিসিএল একটি আরএমএস নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে রূপসা ৮০০ মে. ও. সিসিপিপি মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণসহ গ্যাস আরএমএস নির্মাণের দরপত্র আহ্বান পরবর্তী মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দরপ্রস্তাবসমূহ এনডব্লিউপিজিসিএল কর্তৃক এডিবি এর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এনডব্লিউপিজিসিএল এর বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রদ্বয়ে যথাক্রমে ১২৫ এমএমএসসিএফডি এবং ৩৫ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করতে হবে।

❖ শাহাবাজপুর গ্যাস ফিল্ড হতে ভোলা ডিআরএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাস x ৩৩ কিঃ মিঃ x ১০০০ পিএসআইজি সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণঃ

ভোলায় পিডিবি এর বোরহানউদ্দিন মেঃ ওঃ সিসিপিপি, এগ্রিকো ৩৪.৫ মেঃ ওঃ, রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ভোলা শহরের আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শাহাবাজপুর গ্যাস ফিল্ড হতে ভোলা ডিআরএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাস x ৩৩ কিঃ মিঃ x ১০০০ পিএসআইজি সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন" নামক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদানকৃত নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংশোধনী কার্যক্রম সম্পন্ন পরবর্তীতে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

➢ খুলনা ৩৩০ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কর্তৃক খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে একটি ৩৩০ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিউবো ১৭/১১/২০১৬ তারিখে টার্নকী ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক প্রায় ৪৫ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে। গত ২৪/১২/২০১৮ তারিখে লোন এগ্রিমেন্ট এবং ৩০/০৪/২০১৯ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়েছে। চুক্তি কার্যকরের তারিখ হতে ৫৪০ দিনে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০২০ সিম্পল সাইকেল কমিশনিং এর দিন ধার্য রয়েছে।

➢ ভোলার বোরহানউদ্দিনস্থ নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড (এনবিবিএল)-এর ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহ: নতুন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক ভোলাস্থ বোরহানউদ্দিনে স্থাপিতব্য ২২০ মেঃওঃ গ্যাস/২১২ মেঃওঃ (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত অত্র কোম্পানী ও এনবিবিল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত জিএসএ-এর আলোকে গ্রাহক অর্থায়নে (Depository Works) ৪৮ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার একটি আরএমএস ও ১২" DN x 7km x 1000 Psig পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত গত ০৯/০৬/২০১৯ তারিখে নতুন আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত ৫.১৭ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ ভোলা ডিসি অফিসের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। আশা করা যায় আগামী ১-২ মাসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হবে।

- ভোলার বোরহানউদ্দিনস্থ নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড (এনবিবিএল)-এর ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহ: নতুন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক ভোলাস্থ বোরহানউদ্দিনে স্থাপিতব্য ২২০ মেঃওঃ গ্যাস/২১২ মেঃওঃ (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত অত্র কোম্পানি ও এনবিবিল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত জিএসএ-এর আলোকে গ্রাহক অর্থায়নে (Depository Works) ৪৮ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার একটি আরএমএস ও ১২"DN x 7km x 1000 Psig পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত গত ০৯/০৬/২০১৯ তারিখে নতুন আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন নির্মারে নিমিত্ত ৫.১৭ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ ভোলা ডিসি অফিসের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। আশা করা যায় আগামী ১-২ মাসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হবে।
- শিল্প শ্রেণীতে গ্যাস সরবরাহ;

(ক) কুষ্টিয়া শিল্প নগরীস্থ এমআরএস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এ শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণীতে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের নেতৃত্বে গ্যাস সংযোগ প্রদান ও লোড বৃদ্ধির বিষয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেছে। অত্র কোম্পানীর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন মোতাবেক প্রয়োজনীয় পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে এতদবিষয়ে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

খ) মেসার্স দৌলতখান অটোব্রিক্স ভিলেজ লিঃ নামক অটোমেটিক ইট প্রস্তুককারী প্রতিষ্ঠানে শিল্প শ্রেণীতে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত গ্রাহক বরাবর চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয় এবং গ্রাহক চাহিদাপত্রের বিপরীতে টাকা জমা দিয়েছে। ইস্যুকৃত মুঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ায় মুঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য গ্রাহক আবেদন করেছে।

- ভোলা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আবাসিক এবং অন্যান্য গ্যাস সংযোগ কার্যক্রমঃ

  অত্র কোম্পানির আবিকা ভোলা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ২২/০১/২০১৯ তারিখে ঠিকাদার মেসার্স পিএসএমএনআর অ্যান্ড কোং, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রামের সাথে "Riser Installation, Construction of Service Line, Low Pressure Distribution Gas Pipeline & Related Maintenance, Rehabilitation and Emergency Maintenance Work Under Regional Distribution Office (RDO) Bhola of Sundarban Gas Company Ltd. for 2019 & 2020 Calendar Year." শীর্ষক কাজের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। রাইজার নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

এলএনজি কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

আরপিজিসিএল-এর আওতায় এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় কোম্পানির কর্মপরিধি বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে গত ০৮-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৩৩৪তম সভায় বিদ্যমান মূল সাংগঠনিক কাঠামো-২০১৪ (পরিমার্জিত)-তে 'এলএনজি বিভাগ' অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি অনুমোদিত হয়। কোম্পানিতে নবগঠিত 'এলএনজি বিভাগ' যথাযথ পরিবীক্ষণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে দেশে যথাসময়ে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ গৃহীত অন্যান্য এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি ও পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে। অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত গৃহীত সকল প্রকল্পসমূহ সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (২০৩০) এবং রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশের বিদ্যমান গ্যাসের ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২১ এর শেষ নাগাদ Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) কর্তৃক ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে RLNG সরবরাহের বিষয়ে IOCL এর সাথে Gas Supply Agreement(GSA) চূড়ান্ত করনের কার্যক্রম চলমান। আবার ২০২৪ সাল নাগাদ কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে একটি ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন Land Based LNG Terminal নির্মানের লক্ষ্যে টার্মিনাল ডেভালপার নির্বাচনের জন্য EOI আহ্বাহন করে টার্মিনাল ডেভালপার নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পেরনাম	অর্থায়ন	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মেয়াদকাল	সম্ভাব্য অর্জন
১।	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড়-নলকা ৩০″ ব্যাস x ৬৭.২ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (বিডি-পি৭৮ ন্যাচারাল গ্যাস ইফেসিয়েন্সি প্রকল্প)।	জিওবি, জিটিসিএল এবং জাইকা	৮২৮৫১.৯৬	জুলাই ২০১৪ জুন ২০১৯	ধনুয়া থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৫২ কিঃমিঃ বিদ্যমান ২৪" ব্যাসের পাইপলাইন এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় থেকে নলকা পর্যন্ত১৫.২ কিঃমিঃ বিদ্যমান ২৪" ব্যাসের পাইপলাইন ০২টির সমান্তরাল ৩০" ব্যাসের পাইপলাইন নির্মাণ করে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
২।	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ ৩৬″ ব্যাস x ১৮১ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	জিওবি এবং এডিবি	১৯৬২৩৮.০০	জুলাই ২০১৬ জুন ২০১৯	আমদানিতব্য এলএনজি, মিয়ানমার হতে আমদানিতব্য গ্যাস ও সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্তব্য গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সার্বিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৩।	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট ৪২″ ব্যাস x ৩০ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	জিটিসিএল এবং পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানি	৭৭৬১১.০০	এপ্রিল ২০১৬ জুন ২০১৯	আমদানিতব্য এলএনজি, মিয়ানমার হতে আমদানিতব্য গ্যাস ও সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্তব্য গ্যাসের মাধ্যমে কর্ণফুলী গ্যাস বিতরণ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সার্বিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৪।	মহেশখালী-আনোয়ারা ৪২″ x ৭৯ কিঃমিঃ সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	টিজিটিডিসিএল, এসজিএফএল, কেজিডিসিএল বিজিডিসিএল এবং জিটিসিএল	১১৫৭৪২.০০	জুলাই ২০১৬ ডিসেম্বর ২০১৯	আমদানিতব্য এলএনজি, মিয়ানমার হতে আমদানিতব্য গ্যাস ও সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্তব্য গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সার্বিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৫।	মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কালাদিয়ার চর)-সিটিএমএস (ধরঘাট পাড়া) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	জিটিসিএল, টিজিটিডিসিএল, কেজিডিসিএল ও বিজিডিসিএল	৩২৭৪০.০০	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২০	১। মহেশখালীতে প্রাপ্তব্য RLNG (Re-gasified Liquefid Natural Gas) জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা । ২। জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের লক্ষ্যে মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কালাদিয়ার চর) হতে সিটিএমএস (ধরঘাট পাড়া) পর্যন্ত ৪২" ব্যাসের ৭ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা ও নির্মাণাধীন ৪২" মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল পাইপলাইনের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। ৩। দেশে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করা।
৬।	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	জিওবি ও জিটিসিএল	১৩৭৮৫৫.০	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১	১। দেশের উত্তর জনপদে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। ২। গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩০" ব্যাসের ১৫০ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা। ৩। দেশে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সুযোগ সৃষ্টিসহ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করা।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি বিসিএমসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান পাথরের চাহিদা পুরণ ও গ্রানাইট পাথর হতে স্লাব তৈরির লক্ষ্যে নতুন খনি স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অর্থায়নে এমজিএমসিএল কর্তৃক "Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১ম সংশোধিত পিএফএস অনুযায়ী ৪৮১২.৩৯ (বৈঃ মুদ্রা-৩৬৫৭.১০) লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর, ২০১৭ হতে আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত ২২ মাস। সম্ভাব্যতা যাচাই-সমীক্ষার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্যপাড়া খনি এলাকা সম্প্রসারন করে গ্রানাইট শিলা স্লাব আকারে উত্তোলন এবং গ্রানাইট শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের মুল কার্যক্রামসমূহ হলো- টপোগ্রাফিক সার্ভে ৯ বর্গ মিলোমিটার, ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ৬.২৫ লাইন কিলোমিটার, কোর হাউজ নির্মাণ, ১০টি বোরহোল ড্রিলিং (৮টি এক্সপ্লোরেটরি ও ২টি অবজারভেটরি), ইআরএ কার্যক্রম, ফাইন্যান্সশিয়াল/কস্ট ইকোনমিক এনালাইসিস এবং ডিজাইন প্রজেক্ট রিপোর্ট (গ্রানাইট শিলা স্লাব আকারে উত্তোলন এবং বাৎসরিক ৩৩ লক্ষ মেঃ টন গ্রানাইট শিলার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি খনির বেসিক ডিজাইন) তৈরি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গত ০৭-০১-২০১৮ তারিখে JOHN T. BOYD COMPANY, USA এবং Mazumder Enterprise, Bangladesh জয়েন্ট ভেঞ্চার BOYD-ME Joint Venture পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ৪৬২২.১৪৮০১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৮ মাস মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের সকল কাজ সম্পাদন করে গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে খসড়া চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। নির্ধারিত সময় অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এর মধ্যে চুড়ান্তপ্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে আশা করা যায়। মে, ২০১৯ পর্যন্তপ্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৯৫%।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ততথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্মিলিত সংখ্যা

ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচির সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচারী	কর্মসূচির সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচারী	
২৯টি	৫১০ জন	-	৪৮৮	৯৯৮ জন

খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচির সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচারী	কর্মসূচির সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচারী	
১৫টি	৫৮ জন	২২টি	৭৬	১৩৪ জন

পরিবেশ সংরক্ষণ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পরিবেশ সংক্রান্ততথ্যাদিঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা):

পরিবেশ সংরক্ষণ:

- পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের প্রতিটি উন্নয়ন এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর প্রাক্কালে তার IEE ও EIA সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনশোর ও অফশোরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করার সময় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ এবং অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিআরএস, টিবিএস, আরএমএস ও সিএমএসগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পানি-বালি ভর্তি বালতি এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ এবং ভাল্বগুলো নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করা হয়। স্থাপনাগুলোতে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে Emergency Shutdown (ESD) Valve, Relief Valve, Slum Shut Valve আছে। স্থাপনাতে Cathodic Protection (CP) ব্যবস্থা, Pressure Gauge, Explosion Probe Light, বজ্রপাত নিরোধে Thunder Arrester ও গ্যাস ডিটেক্টর থাকে এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইনে লিকেজ সনাক্তকরণে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে।

- কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দ-দূষণ মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এছাড়া, সবুজের সমারোহ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। প্রতিটি স্থাপনায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়।

- বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুব অয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।

- কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে কনডেনসেট সংগ্রহের সময় Spillage প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। কনডেনসেট লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে কোন অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনা না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

- কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পদার্থ এবং Solid Waste সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য সেইফটি কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্যোপযোগী করে রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। বাতাসে কয়লা ডাস্ট প্রতিকারের জন্য কনভেয়ার বেল্ট এর মাধ্যমে কয়লা পরিবহনের পাশাপাশি পানি স্প্রে করা হয়। Coal Storage এ Ignition প্রতিরোধক হিসেবে কোল ইয়ার্ডে ওয়াটার স্প্রে সিস্টেম চালু থাকে। কয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-এর মাধ্যমে ডাস্ট আলাদা করা হয়। খনির অভ্যন্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসার মনিটর, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইমিশন ডিটেক্টর ও স্ট্রেস মনিটরের জন্য সেন্সর বসানো থাকে। প্রতিদিন এ সকল ডিভাইস হতে ডাটা নিয়ে মনিটর করা হয়। খনিতে কার্বন মনো-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পানি ইনজেক্ট এর মাধ্যমে তা নিরসন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ৪০০ nm3/h ফ্লো রেটে নাইট্রোজেন সিমেন্ট ও ফোম ইনজেক্ট করার ব্যবস্থা থাকে। সময়ে সময়ে খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়ে থাকে । খনিতে কর্মরত খনি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট ড্রেস কোড এবং পর্যাপ্ত PPE পরিধান নিশ্চিত করা হয়। খনিতে ধ্বস ঠেকানোর জন্য পর্যাপ্ত Hydraulic Powered Roof Support (HPRS) ব্যবহার করা হয় ।

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড্র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রন করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফাইন ডাস্ট পার্টিকেলসমূহ Precipitation pool এর Sedimentation pond-এ জমা হয়। বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lightning Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ কর্তৃক সারফেস ওয়াটার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারের বিভিন্ন ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্যারামিটার ল্যাব-এ পরীক্ষা করা হয় । পানিতে ক্ষতিকর কোন Pollutant পাওয়া গেলে তার উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত বিরতিতে পানি পরীক্ষা করে ডিসচার্জ করা হয়। খনিতে কর্মরত সবাই Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে। ভূ-গর্ভে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারে খনির কাজ চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক একজন মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট অবস্থান করে। মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ঔষধ সংগৃহিত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ এলাকায় নির্দেশনাবলী বিষয়ক ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাইনবোর্ড যথাযথ স্থানে প্রদর্শন করা হয়।
- এছাড়া, পেট্রোবাংলা তার কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খনিজাত পদার্থের পরিবেশ বান্ধব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড:

পরিবেশ সংরক্ষণ:

- পরিবেশ ও সেফটি সংক্রান্তসকল কর্মকান্ড পরিচালনা এবং সকল প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত 'রেডিওএক্টিভ ম্যাটেরিয়ালস্থ সতর্কতার সাথে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- অগ্নি প্রতিরোধ এবং অগ্নি ঝুঁকি শূন্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অগ্নি নির্বাপণ কর্মীগণ সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। কোম্পানির তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ ফিল্ডে তিনটি ফায়ার টেন্ডার ভেহিক্যাল রয়েছে। তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও নরসিংদী ফিল্ডে স্বয়ংক্রিয় ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম কার্যকর আছে। অগ্নি প্রতিরোধের প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য যথারীতি ফায়ার ড্রিলের আয়োজন করা হচ্ছে;
- পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা/লোকেশনে বিভিন্ন জাতের ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ এবং এদের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ:

পরিবেশ সংরক্ষনের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমূহে বিদ্যমান প্রসেস প্লান্টের Environment Management Plan (EMP) Study পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রসেস প্লান্টসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে পরিশোধন করে নিয়মিতভাবে নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্লান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা, সকল আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস-এর নিঃসরণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড/কার্বনমনোঅক্সাইড এর তুলনায় ওজন স্তরকে ২২ গুণ ক্ষতি করে ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথ ভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বিদ্যমান বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপন এবং রোপিত চারা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ কালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধব নীতি অনুসরণক্রমে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত বিজিডিসিএল-এর বিভিন্ন স্থাপনায় প্রতিবছর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। রোপনকৃত গাছসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষন করা হচ্ছে। বর্তমান সময় পর্যন্তপ্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সসহ কোম্পানীর বিভিন্ন স্থাপনায় রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সংখ্যা ৩,৮৪৩টি এর মধ্যে ফলজ ১০১৪টি, বনজ ২৫৬৫ ও ঔষধি ২৬৪টি।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসিক গ্রাহক ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়া হয়। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির স্থাপনাসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম চলমান এবং নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করা হয়। কোম্পানির কর্মকান্ডে পরিবেশের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তা মনিটরিংয়ের জন্য এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি' নামে একটি শাখা রয়েছে। কোম্পানির আওতাধীন গ্যাস স্থাপনাসমূহ, গ্রাহকদের সিএমএস ও রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মাসিক 'এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি' বিষয়ক তথ্যাবলী প্রতিবেদন আকারে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও যেকোন দূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্যাস বিতরণ লাইন ও স্থাপনাসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়। গ্যাস স্থাপনাসমূহে কর্মরতদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

কোম্পানির সকল কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন/ পরিবহন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনসহ নতুন পাইপলাইন ও গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ/স্থাপন কাজ সম্পাদনকালে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানির আদেশ-বিনির্দেশ এবং "প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১" (সংশোধনীসহ) অনুসৃত হয়। এছাড়া আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "পরিবেশ ছাড়পত্র" গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ তথা সংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদির নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে পিজিসিএল প্রতি বছর বিশেষ কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় নানা প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত চারার সঠিক পরিচর্যার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের অফিস প্রাঙ্গনে বিভিন্ন জাতের ফুলের চারা রোপণের মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি ক্যাম্পাসের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টণী আরও নিবিড় করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানির Environment & Safety সেল কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন ও তদারকি করে থাকে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির অপারেশনাল ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত আছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের নীতি মেনে চলায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে কোম্পানিতে পরিবেশগত ও অপারেশনাল কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয় এবং ছাড়পত্রের শর্তাবলী মেনে চলা হয়। অত্র কোম্পানীর আওতাধীন সকল ডিআরএস, আরএমএস হতে জমাকৃত কনডেনসেট নিরাপদ পদ্ধতিতে অপসারণকরা হয় এবং তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এসজিসিএল এর সকল স্থাপনাসমূহে অগ্নি-নির্বাপনে অগ্নি-নির্বাপক (ফারায় এক্সটিংগুইসার শেল, ড্রাইপাউডার, বালু ও পানিভর্তি বালতি)-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, পাইপ লাইন ক্ষয়রোধে পাইপলাইনসমূহের সিপি স্থাপন করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অগ্নি দূর্ঘটনা রোধকল্পে প্রাকৃতিক গ্যাসের সহিত অডোরেন্ট মিশ্রণ করার লক্ষ্যে আবিকা, ভোলা-এর ডিআরএস এ বিতরণ লাইনে অডোরেন্ট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পাইপলাইনে কোন স্থানে লিকেজ হলে অত্র কোম্পানীর ইমারজেন্সি টিম দ্বারা অতিদ্রুত গ্যাস লিকেজ মেরামত করা হচ্ছে।আরএমএস ও ডিআরএস-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অপারেশনাল এবং মেইনটেনেন্স কাজে Personal Protective Equipment (PPE) ব্যবহার করছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বায়ুদূষণরোধে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার তথা যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গৃহস্থালী কাজে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি এলপিজি উৎপাদন ও স্বল্পমূল্যে বিপণন করে আরপিজিসিএল প্রশংসনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তাবায়ন করেও আশির দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে যানবাহনে পরিবেশ বান্ধব সিএনজি'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশে বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসূচিতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ বছর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

জিটিসিএল কর্তৃক গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের রুট জরিপ কার্যাদি সম্পাদন করা হয় এবং পরিবেশ সমীক্ষা (EIA) কার্যাদি সম্পাদন করে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance Certificate) গ্রহণপূর্বক পাইপলাই নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ০২টি প্রকল্প যথাঃ (ক) বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প ও (খ) মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পসমূহহের পরিবেশ সমীক্ষা কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ০৩টি প্রকল্প যথাঃ (ক) প্রস্তাবিত ভোমরা, সাতক্ষীরা-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প; (খ) প্রস্তাবিত লাঙ্গলবান্দ-মাওয়া এবং জাঁজিরা-গোপালগঞ্জ-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প এবং (গ) প্রস্তাবিত সিলেট সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বিদ্যমান জালালাবাদ-কৈলাসটিলা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও কনডেনসেট পরিবহন পাইপলাইন বিকল্প পথে নির্মাণ প্রকল্পসমূহের প্রাক পরিবেশ সমীক্ষা (IEE) কার্যাদি হতে অব্যাহতি এবং ঞerms of Reference (Tor) পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অনুমোদিত হয়েছে ।

গ্যাস সঞ্চালনের জন্য নির্মিত সঞ্চালন পাইপলাইন মাটির নিচে বিদ্যমান থাকায় কোন প্রকার কৃষি জমি কিংবা ভিটার ক্ষতিসাধন হয় না এবং একই সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন হয় না এবং পাইপলাইন পথস্বত্তের মাটি ব্যাকফিলিং করা হয় ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় না। এছাড়াও অন্যান্য অবকাঠামো যথাঃ সিজিএস, সিটিএমএস, টিবিএস, ভাল্ব স্টেশন এবং অন্যান্য সিভিল অবকাঠামোসমূহ স্থাপন কিংবা নির্মাণের সময় যথাযথভাবে নিয়ম প্রতিপালন ও উত্তম পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার কারণে নির্মাণকালীন সময়ের সাময়িক পরিবেশত প্রভাবসমূহ যথাযথভাবে প্রশমন করা হয়। এভাবেই সুন্দর ও টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে কোম্পানি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরেও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় নানান প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ:

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে অধিগ্রহণকৃত এবং লিজকৃত ১১৩ একর জমিতে ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০,০০০ গাছের চারা রোপন করা হয়। দেশব্যপী সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল-এর শিল্প ও আবাসিক এলাকার খালি স্থানে ফলজ এবং বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে খনি হতে নিষ্কাষিত পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পরিমিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খনি হতে নিষ্কাষিত পানিতে ক্ষতিকারক পদার্থের সহনীয় মাত্রার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে পানির রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়া টেষ্ট করা হয়। ভূ-গর্ভ খনি হতে প্রায় ২২০০ঘনমিটার/ঘন্টা হারে উত্তোলিত পানি ৮ কি.মি. দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ থানায় প্রবাহিত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসূমে উক্ত পানি খালের পার্শ্ববর্তী প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়। খনি এলাকায় গাছ-পালা ও পরিবেশগত অনুকূল অবস্থা বিরাজ করায় মৌসূমী পাখিরা তাদের আবাসস্থল তৈরী করে বংশ বিস্তার করছে। খনির অবনমিত এলাকায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, পার্বতীপুর ০২টি মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করেছে। কোম্পানির পক্ষ হতে প্রতিবছর উক্ত জলাধারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর পুন:নবায়নকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র নং ১৯-১৯৫৭০টি ১৮-০২-২০১৯ তারিখে বিসিএমসিএল-এর নিকট হস্তগত হয়েছে। ছাড়পত্রটির মেয়াদ ৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে উত্তীর্ণ হবে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ২ ও ৩ নং শর্তানুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর (বছরে কম পক্ষে ৪ বার) খনির ভূগর্ভস্থ পানি (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী) এবং সারফেসে বায়ুর গুণগতমান (SPM) পরীক্ষার নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক ইতোমধ্যে বিসিএমসিএল-এর ভূগর্ভস্থ পানি (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী) এবং সারফেসে বায়ুর গুণগতমানের দুইটি (২) পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় দফা পরীক্ষার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বগুড়া কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জুন ২০১৯ মাসে চতুর্থ দফা পরীক্ষা সম্পন্ন পরবর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করা হবে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ:

খনি এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রাশিং ও সর্টিং প্লান্টে এবং স্কীপ আনলোডিং হাউজে সৃষ্ট শিলাধুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করা আছে। ভূ-উপরিভাগে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হতে উদ্ভুত শব্দ অনুমোদিত মাত্রা ৭৫ ডেবিবল-এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অত্র খনি কাজে সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরিবেশের উপর উদ্ভুত শব্দের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রোপনকৃত গাছ নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স):

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনাপূর্বক অত্র বিভাগের মূল ফটকে ডিজিটাল ম্যাগনেটিক ডোর স্থাপন করা। নিরাপত্তার স্বার্থে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উক্ত অটো ডোরে ফিংগারপ্রিন্ট এবং সিকিউরিটি কার্ড ব্যবহার করে প্রবেশ বা বাহির হওয়ার ব্যবস্থা করা। উক্ত ম্যাগনেটিক ডোর একটি কম্পিটারের সহিত সংযোগ করে প্রয়োজনমত আগমন-বহির্গমন এর চিত্র পর্যবেক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বাপেক্সের বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিভাগ এবং চলমান বিভিন্ন অনুসন্ধান ও খনন প্রকল্প সমূহ হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সমূহের নূন্যতম এক সেট হার্ডকপি ও সফটকপি ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষনের জন্য ডাটা সংগ্রহ নিশ্চিত করা এবং সংগৃহিত সফটকপি ডাটা সমূহ ডাটা ব্যাংকে অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অত্র বিভাগের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন স্ক্যানিং মেশিন ক্রয় এবং ডাটা ব্যাংক ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আপগ্রেডেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ৮টি ডিহিউমিডিফায়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিহিউমিডিফায়ারগুলো অধিক পুরাতন বিধায় মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেওয়ায় নতুন করে ৪টি ডিহিউমিডিফায়ার ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ম্যাগনেটিক টেপসমুহ অধিক পুরাতন বিধায় এর স্পুলগুলি ভেঙ্গে পড়ে টেপের ক্ষতি হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে নতুন স্পুল ক্রয়পূর্বক পরিবর্তন করে টেপসমুহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ম্যাগনেটিক টেপের র্যা কসমূহ কাঠের এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ঘুনে ধরে অধিকাংশ র‍্যাক প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। র্যানকগুলো যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। এমতাবস্থায়, পর্যায়ক্রমে স্টিলের র্যা ক ক্রয় করে প্রতিস্থাপন করা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লি :

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)	বর্তমান অবস্থা
১।	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের ই ও জি লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০২০ - ডিসেম্বর, ২০২৩ অর্থায়নঃ জিডিএফ	৫৩২০০.০০ (৪২২৭০.০০)	প্রকল্পটি জিডিএফ এর চূড়ান্তঅগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২।	তিতাস, বাখরাবাদ ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০২২ - ডিসেম্বর, ২০২৪ অর্থায়নঃ জিওবি/জিডিএফ	৫০০০০.০০ (৪০০০০.০০)	যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৩।	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে ৪টি কূপের ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২২ - ডিসেম্বর, ২০২৪ অর্থায়নঃ জিডিএফ	২৫০০০.০০ (২০০০০.০০)	যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৪।	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের আই ও জে লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০২৩ - ডিসেম্বর, ২০২৬ অর্থায়নঃ জিডিএফ	৫০০০০.০০ (৪০০০০.০০)	যথাসময়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন/অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

স্বল্প মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনাঃ (২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২):

- বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন।
- ব্লক-১২, ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (এসজিএফএল অংশে) ৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন।
- কৈলাশটিলা ফিল্ডে ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন।

মধ্য মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনাঃ (২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২০২৫):

- হরিপুর ফিল্ডে ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন।
- ব্লক-১২, ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (এসজিএফএল অংশে) ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন।
- বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন।
- অপারেটিং রাইট ফেরত পাওয়া সাপেক্ষে ছাতক (পূর্ব) ফিল্ডে ৩ডি জরিপ সম্পাদন করা।

দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনাঃ (২০২৫-২০২৬ থেকে ২০২৬-২০২৭):

- রশিদপুর ফিল্ডে ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা।
- অপারেটিং রাইট ফেরত পাওয়া সাপেক্ষে ছাতক ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড:

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

টিজিটিডিসিএল-এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প :

তিতাস অধিভুক্ত সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, সাটুরিয়া, আরিচা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ, এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত

২০″ Ø X ১০০০ পিএসআইজি X ৬০ কি.মি সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০″ Ø X ৩০০ পিএসআইজি X ২৫ কি.মি বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ এবং মানিকগঞ্জে একটি নতুন সিজিএস নির্মাণ, ধামরাই এ একটি নতুন টিবিএস নির্মাণ ও নরসিংদী ভালভ স্টেশন #১২-এর মডিফিকেশন করত: বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের জন্য ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় কোম্পানির গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র (লিকুইডিটি সার্টিফিকেট) সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের রুট সার্ভে, আইইই ও ইআইএ সম্পন্ন হয়েছে । এ প্রকল্পের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) বিবেচনা ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্তে প্রকল্প যাচাই কমিটির গত ১০-০৩-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তঅনুযায়ী ২০″ ব্যাসের ৬০ কি.মি. সঞ্চালন লাইন কম্পোনেন্টটি জিটিসিএল নাকি টিজিটিডিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে তা পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্ধারণসাপেক্ষে পুণর্গঠিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে ।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্প :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জয়দেবপুর - ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর মোড় হতে ময়মনসিংহ মেডিকের কলেজ মোড় পর্যন্ত ৪-লেন বিশিষ্ট রাস্তা জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ

মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্তনিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তেনিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি বোর্ডে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্পে জয়দেবপুর-এলেঙ্গা ৪-লেন মহাসড়ক বরাবর টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্প :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক SASEC সংযোগ সড়ক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের ভোগড়া বাইপাস হতে নাওজুরী, কোনাবাড়ী, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল বাইপাস হয়ে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্তবিদ্যমান সড়কটিকে মাঝখানে ডিভাইডারসহ উভয়পার্শ্বে সম্প্রসারণ করে ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্তনিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তেনিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা- টাঙ্গাইল ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে কোম্পানির বিদ্যমান এ বিতরণ লাইনসমূহ স্থানান্তর করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) ও ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা শহরে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ নিরসন ও লিকেজ রোধকল্পে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন ও উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্কের ডিজিটাল ম্যাপিং (১ম পর্যায়) :

ঢাকা শহরে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ নিরসন, নেটওয়ার্কের এওঝ নক্সা তৈরি করার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন, অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স কাজ সহজীকরণসহ ব্যয় কমানো, লিকেজজনিত দুর্ঘটনা রোধ, জনসাধারনের সুরক্ষা এবং যথোপযুক্ত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্যয় প্রাক্কলন চলমান রয়েছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

ক) চৌদ্দগ্রাম বাজার, বিসিক ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪" ব্যাসের ৪ বার চাপের ২.২ কিমি গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ।

খ) নন্দনপুর ডিআরএস এর ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

গ) কুমিল্লা মহানগর,ইপিজেড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় রিংমেইন পাইপ লাইন নির্মাণ।

ঘ) গ্যাস বিতরণ ম্যাপের ডিজিটাইজেশন ও আপগ্রেডেশন।

ঙ) প্রিপেইড মিটার স্থাপন।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার বিদেশ হতে এলএনজি আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমদানীতব্য আর-এলএনজি কেজিডিসিএল-এর বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী বিতরণের লক্ষ্যে কেজিডিসিএল এর বিতরণ নেটওয়ার্কের আপগ্রেডেশনের জন্য ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে :

- বিদ্যমান ২০ ইঞ্চি ব্যাসের চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইন হতে ভবিষ্যতে নির্মিতব্য পিডিবি এর নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে ফৌজদারহাট সিজিএস হতে চান্দগাঁও জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপযুক্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার সমান্তরাল লাইন নির্মাণ করে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের রাউজান লাইনের সাথে সংযুক্তকরণ

- সীতাকুন্ড ও মীরসরাই এলাকায় ভবিষ্যৎ গ্যাস চাহিদা পূরণের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে ভাটিয়ারি হতে মিঠাছড়া পর্যন্ত২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ এবং জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিতব্য টিবিএস এর সাথে সংযুক্তকরণ

- পটিয়া ও বোয়ালখালী এলাকার বর্ধিত গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রিং-মেইন লাইন হতে মনসারটেক পর্যন্ত৩৫০ পিএসআইজি চাপের উপযুক্ত পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করে মনসারটেক এলাকায় দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ১টি ডিআরএস স্থাপন।

- বোয়ালখালী এলাকায় আরইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রথম পর্যায়ে দৈনিক ৫০ মিলিয়ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে রিং-মেইন হতে কোল্ড ট্যাপিং এর মাধ্যমে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণসহ একটি আরএমএস স্থাপন।

- আনোয়ারায় নির্মিতব্য ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ এন্ড কোম্পানি লিমিটেড এর ৫০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে এবং কোরিয়ান ইপিজেডের উত্তর অংশে দৈনিক মোট ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে শাহমিরপুরে বিদ্যমান ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের লাইন হতে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি লাইন নির্মাণসহ উপযুক্ত ডিআরএস ও আরএমএস স্থাপন।

- মহেশখালী ও পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে গ্যাস নেটওয়ার্কের আওতায় আণয়নের লক্ষ্যে মহেশখালী হতে কক্সবাজার পর্যন্তগ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ।

- আজিজনগর, লোহাগড়া, সাতকানিয়া, কেরানীহাট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য শিল্প গ্রাহককে ৪০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে জিটিসিএল এর ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইন হতে একটি টিবিএস ও দুইটি ডিআরএস স্থাপনসহ ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ।

- কোম্পানির বিভিন্ন ডিআরএস, বৃহৎ গ্রাহকের আরএমএস ও অন্যান্য লোড-ইনটেনসিভ গ্রাহকদের গ্যাস ভোগ মনিটরিং এর জন্য SCADA সিষ্টেম স্থাপন।

- সরকারি সিদ্ধান্তঅনুযায়ী আবাসিক সংযোগে ০২ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।

- চট্টগ্রাম মহানগরীর জিইসি এলাকায় সিডিএ এভিনিউ সংলগ্ন সড়কের পাশে প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২৮ কাঠা ভূমি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত ভূমিতে সুউচ্চ ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে নির্মাণ উপদেষ্টা নিয়োগ।

- পর্যায়ক্রমে কোম্পানির সম্পূর্ণ বিতরণ নেটওয়ার্কের Digital গধঢ় তৈরি।

- জুলাই ২০১৯ হতে জুন,২০২১ এর মাঝে মোবাইল অ্যাপস এ ইনপুটের মাধ্যমে বিল প্রণয়নের জন্য Mobile Apps তৈরি সংক্রান্তকাজ সম্পন্ন করা হবে।

- দেশের সকল পরিসেবা বিল ও অন্যান্য ধরণের ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'এটুআই' প্রোগ্রাম এর আওতায় 'একপে' নামক একটি পেমেন্ট প্লাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণ এ পেমেন্ট প্লাটফর্মে অনলাইনে যেকোন পরিসেবার বিল, শিক্ষা সংক্রান্তফি ও অন্যান্য ফি প্রদান করতে পারবে। এতদলক্ষ্যে 'এটুআই'এবং কেজিডিসিএল এর মাঝে সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) চুক্তি সংক্রান্তকার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহে সমন্বিত ইআরপি সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। উক্ত বিষয়টি কেজিডিসিএল-এ ও বাস্তবায়িত হবে।

- অনলাইনে গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য একটি Ticketing Based Customer Complain Management System তৈরি করা হবে। গ্রাহকগণ টেলিফোন/হটলাইন/ ওয়েবসাইট/ চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে গ্যাস লিকেজ, গ্যাস এর প্রেসারজনিত সমস্যা, গ্যাস বিল ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিযোগ করতে পারবেন। গ্রাহকের অভিযোগ কেজিডিসিএল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমাধান করে সিস্টেম এ ইনপুট প্রদান করেবেন। ই-নটিফিকেশন (text message/mail/ front desk/system generated print copy) এর মাধ্যমে অভিযোগ এর সমাধান সংক্রান্ত তথ্যটি অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে যাবে।

- কেজিডিসএল এর Ticketing Based Customer Complain Management System এ একটি ই-ড্যাশবোর্ড তৈরী করা হবে যার মাধ্যমে গ্রাহকের অভিযোগসমূহ ও অভিযোগসমূহের তালিকা, অভিযোগ সমাধানে ব্যয়িত সময়, অভিযোগ সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি প্রদর্শিত হবে।

- সাংগঠনিক কাঠামো-২০১৮ অনুযায়ী কেজিডিসিএল এ বিদ্যমান ১২ টি বিক্রয় জোন এর মধ্যে ০১টি জোন (জোন-০৩) এর গ্যাস পাইপলাইন ও গ্যাস স্থাপনার GIS Based Digital Map ইতোমধ্যে তৈরী করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি জোন এর গ্যাস পাইপলাইন ও গ্যাস স্থাপনাসমূহের ডিজিটাল ম্যাপ নির্মাণ কাজ শুরুকরা হবে।
- কেজিডিসিএল এর ফৌজদারহাট কার্যালয়, হালিশহর কার্যালয় এবং লিঁয়াজো অফিসে বায়োমেট্রিক এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম সমন্বিতভাবে স্থাপন করা হবে। এর ফলে কেজিডিসিএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতি ও বেতন ভাতাদি কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তুত করা যাবে।
- কেজিডিসিএল এ বিদ্যমান আইটি অবকাঠামো ব্যবহার করে আইপি ফোন ক্রয়ের মাধ্যমে কেজিডিসিএল এর প্রধান কার্যালয়, ফৌজদারহাট কার্যালয় এবং হালিশহর কার্যালয়ের মাঝে আন্তঃ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন সংক্রান্তকাজ চলমান রয়েছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড:

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

কোম্পানির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই পাইপলাইন স্থাপন, গ্যাস বিপণন ও সর্বোপরি রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রাখায় গ্যাস বিপণনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩৫৮ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফ) হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাপি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল প্রকল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে/নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিবিয়ানা-৩:

৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিবিয়ানা-৩ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে আরএমএস নির্মাণ কাজ জালালাবাদ গ্যাস এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর যৌথ তদারকিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হলে আনুমানিক দৈনিক ৫০-৭০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

হাইটেক পার্ক (সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি), কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট-এ গ্যাস সরবরাহ:

তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর আওতায় কোম্পানীগঞ্জে হাইটেক পার্ক, সিলেট ইলেক্ট্রনিক সিটি এর প্রাথমিক অবকাঠামো শীষক প্রকল্পে দৈনিক ২০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৩০ কিমিঃ উচ্চ চাপ পাইপলাইন এবং ২টি গ্যাস ষ্টেশন নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ বাস্তবায়নে ৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। আলোচ্য কাজের জন্য বৈদেশিক মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে ১০টি গ্রুপে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কাজটি আগামী জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হাইটেক পার্ক-এ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প কারখানায় দৈনিক ২০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ফেঞ্চুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট লির্বার্টি পাওয়ার প্লান্ট-এ গ্যাস সরবরাহ:

ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকায় বেসরকারিভাবে ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের প্রাপ্ত প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। যার দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমান ১২ এমএমসিএফ।

মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এ গ্যাস সরবরাহ:

শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর এলাকায় মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড নামে ব্যক্তি মালিকানাধীন ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জিএসএ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদ্যমান অবকাঠামো/সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন স্বাপেক্ষে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৪-৫ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়।

যমুনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক-এ গ্যাস সরবরাহ:

যমুনা গ্রুপ মাধবপুর উপজেলায় যমুনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন করেছে। উক্ত ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন শ্রেনীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে দৈনিক প্রায় ২৩ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

শিল্প-কারখানায় গ্যাস সরবরাহ:

জালালাবাদ গ্যাস-এর নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় গ্যাসের চাপজনিত সমস্যা না থাকায় শাহজীবাজার এলাকায় দেশের খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে । ইতোমধ্যে স্কয়ার টেক্সটাইল, স্কয়ার ডেনিমস্ লিঃ, মেসার্স পাইওনিয়ার স্পিনিংস লিঃ, মেসার্স আর এ কে মসফ্লাই লিঃ, মেসার্স এস,এম.স্পিনিং মিলস লিঃ, মেসার্স হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, মেসার্স সফকো স্পিনিংস লিঃ, মেসার্স সায়হাম কটন লিঃ, মেসার্স কোয়াটজ সিলিকেট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স তালুকদার কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স আর কে পেইন্টস লিঃ, মেসার্স ষ্টার সিরামিকস লিঃ, মেসার্স বাদশা টেক্সটাইলস, মেসার্স দেশবন্ধু গ্রুপ, মেসার্স আর এ কে সিরামিকস লিঃ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। গ্যাস সরবরাহ পযাপ্ত করা হলে অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক উল্লেখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আগামী দু'এক বছরের মধ্যে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ, শিল্প ও অন্যান্য খাতে দৈনিক প্রায় ৪২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড:

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

- "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১);
- সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪);
- নাটোর শহর গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে জুলাই, ২০২৫ হতে জুন ২০২৭);
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৮ হতে জুন ২০৩০);
- গাইবান্ধা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩১ হতে জুন ২০৩৩);
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);
- কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৭ হতে জুন ২০৩৯);
- দিনাজপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৯ হতে জুন ২০৪১);
- ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড় শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);
- সিরাজগঞ্জ জেলার নলকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ১৫ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১০০%জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫);
- সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেসরকারি) এলাকায় গ্যাস সরবরাহ (সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১) ও
- নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি) এলাকায় গ্যাস সরবরাহ (১০০% জিওবি অনুদানে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪)।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল কাজ	প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্থায়নের উৎস	মেয়াদকাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সম্ভাব্য ফলাফল	মন্তব্য
১।	আড়ংঘাটা ডিআরএস, খুলনা থেকে শিরোমণি বিসিক, শিরোমণি, খুলনা পর্যন্ত১০" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১০.৫ কিঃ মিঃ পাইপলাইন ও ০১টি ডিআরএস নির্মাণ।	ক) ১০" ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপের ১০.৩ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ। খ) ০১ টি ডিআরএস নির্মাণ ।	জিটিসিএল এর বিদ্যমান আড়ংঘাটা সিজিএস হতে প্রাপ্তব্য গ্যাস শিরোমণি বিসিক শিল্প এলাকায় বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	এসজিসিএল এর ভান্ডার হতে মালামাল প্রাপ্তি বিবেচনায় ব্যয় আনুমানিক ২০০ (দুইশত) লক্ষ টাকা (প্রায়) হতে পারে ।	নিজস্ব অর্থায়ন	প্রয়োজনীয় গ্যাস প্রাপ্তির সাপেক্ষে আগামী জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সাল।	এসজিসিএল	অত্র এলাকায় গ্যাস ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৫ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	কোম্পানি প্রান্তেতথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও জরিপ কাজ চলমান রয়েছে।
২.	কুষ্টিয়া ডিআরএস, বটতৈল, কুচ্ছিা সদর থেকে কুচ্ছিা বিসিক পর্যন্ত ১০" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ২ কিঃ মিঃ পাইপলাইন ও ০১টি ডিআরএস নির্মাণ।	ক) ১০" ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপের ২ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ। খ) ০১ টি ডিআরএস নির্মাণ ।	জিটিসিএল এর বিদ্যমান কুচ্ছিা টিবিএস হতে প্রাপ্তব্য গ্যাস কুচ্ছিা বিসিক শিল্প এলাকায় বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করার উদ্যোগ	গ্রহণ করা হয়েছে। এসজিসিএল এর ভান্ডার হতে মালামাল প্রাপ্তি বিবেচনায় ব্যয় আনুমানিক ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ টাকা (প্রায়)	হতে পারে ।	নিজস্ব অর্থায়ন আগামী জুলাই ২০২০ হতে জুন	২০২১ সাল।	এসজিসিএল অত্র এলাকায় গ্যাস ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৮ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান	উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। কোম্পানি প্রান্তেতথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও জরিপ কাজ চলমান রয়েছে।
৩.	এসজিসিএল এর কুচ্ছিা আবিকা, মোল্লাতেঘোরিয়া মৌজা, কুচ্ছিা সদর, এর নিজস্ব দাপ্তরিক কার্যালয় নির্মাণ।	৪ তলা ফাউন্ডেশন সহ ২ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ।	এসজিসিএল এর একটি স্থায়ী সম্পত্তি তৈরি হবে, দাপ্তরিক স্থায়ী ঠিকানাসহ সকল কার্যক্রমে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।	ব্যয় আনুমানিক ২০০ (দুইশত) লক্ষ টাকা (প্রায়) হতে পারে।	নিজস্ব অর্থায়ন	আগামী জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সাল।	এসজিসিএল	প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একটি স্থায়ী অফিস ভবন হবে, দাপ্তরিক কার্যক্রম বিস্তৃত ও সহজতর হবে।	বিভিন্ন আবিকার জন্য দক্ষিন-পশ্চিমা ঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জমিসমূহের পর্যায়ক্রমে সীমানা নির্ধারন, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হবে।
৪.	নোয়াপাড়া ডিআরএস হতে নোয়াপাড়া ও তৎসংলগ্ন শিল্প অঞ্চল পর্যন্ত ১০" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৪.৫ কিঃ মিঃ পাইপলাইন ও ০১টি ডিআরএস নির্মাণ।	ক) ১০" ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপের ৪.৫ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ। খ) ১ টি ডিআরএস নির্মাণ।	জিটিসিএল এর নোয়াপারাস্থ ভাল্ব স্টেশন এবং এসজিসিএল এর প্রস্তাবিত ডিআরএস হতে প্রাপ্তব্য গ্যাস নোয়াপাড়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	ব্যয় আনুমানিক ২০০ (দুইশত) লক্ষ টাকা (প্রায়) হতে পারে ।	নিজস্ব অর্থায়ন	প্রয়োজনীয় অর্থ ও গ্যাস প্রাপ্তির সাপেক্ষে আগামী জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২সাল ।	এসজিসিএল	অত্র এলাকায় গ্যাস ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৫ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	কোম্পানি প্রান্তেতথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও জরিপ কাজ চলমান রয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা/পরামর্শ সমন্বয় করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য চুড়ান্ত করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ক) কৈলাশটিলা প্লান্টের ইউনিট-১ প্লান্টটি আশুগঞ্জে স্থানান্তর করে আশুগঞ্জে একটি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন ;

খ) আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় একটি অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

গ) প্রধান কার্যালয় ভবনে প্রবেশপথে নিরাপত্তা জোরদারকরণ ও দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ফ্রন্ট ডেস্ক চালু করাসহ অটোমেটিক ভেরিফায়েড এক্সেস কন্ট্রোল ও দরজা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

ঘ) এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কক্সবাজারে অফিস ভবন নির্মাণ এবং মহেশখালী ও সোনাদিয়ায় ল্যান্ডবেইজড টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ;

ঙ) চট্টগ্রাম এলাকায় কাফকো, সাঙ্গু ও সিইউএফএল এর জেটি ব্যবহার করে এলএনজি সরবরাহ ঝসধষষ ঝপধষব খঘএ রিসিভিং টার্মিনাল নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) বিশ্বের এলএনজি আমদানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোম্পানিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য পাঁচ মেয়াদী সার্ভিস পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে জাইকা বরাবর একটি প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;

ছ) প্রধান কার্যালয়ে দৃষ্টিনন্দন বহুতল ভবন নির্মাণ;

জ) আশুগঞ্জে অফিস ও বাংলো নির্মাণ;

ঝ) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত হারে উৎপাদিতব্য কনডেনসেট বিতরণ ও পরিবহন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে;

ঞ) সিএনজি'র ন্যায় অটো-গ্যাস (এলপিজি) এর রেগুলেটরী কার্যক্রম আরপিজিসিএল কর্তৃক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে;

ট) সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের সকল ডিসপেন্সিং ইউনিট অটোবিলিং সিস্টেম এর আওতায় এনে গাড়ির নম্বর অটো রিড'র ব্যবস্থাকরণ।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
১.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেনপিট কোল মাইন ইন দা নর্দার্ন এ্যান্ড দা সাউদার্ন পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (টেন্ডার প্রক্রিয়াসহ)	প্রকল্পটির বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইনডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট- এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মতামত/সুপারিশ কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হলে বিসিএমসিএল- এর প্লানিং এন্ড এক্সপ্লোরেশন বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সেন্ট্রাল পার্ট বহির্ভূত উত্তর ও দক্ষিণ অংশ হতে বাৎসরিক প্রায় ৪ মিলিয়ন টনের অধিক কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
২.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	জানুয়ারী ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৭।	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
৩.	ডেভেলপমেন্ট অব এক্সিস্টিং আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দা সাউদার্ন এ্যান্ড নর্দার্ন সাইড অব দা বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	উত্তরাংশ হতে বাৎসরিক ০.৬৪ মিলিয়ন টন এবং দক্ষিণাংশ হতে বাৎসরিক প্রায় ০.৮৬ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা।
৪.	ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	জানুয়ারী ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফলাফলে প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
৫.	ডেভেলপমেন্ট অব ওপেনপিট কোল মাইন ইন দ্যা নর্দার্ন এ্যান্ড দ্যা সাউদার্ন পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০৩০	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফলাফলে প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৪ মিলিয়ন টনের অধিক কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
৬.	ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	জানুয়ারি ২০২৮ হতে ডিসেম্বর ২০৩৩	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফলাফলে প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

অন্যান্য কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৮-২০১৯-এর অন্যান্য কার্যক্রম সমূহ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স):

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

এ অর্থ বছরে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে বাসাক্রীপের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, দোয়া মাহফিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক :

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক (এইচএসই) কার্যক্রম বাপেক্স এর সকল কর্যক্রমের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করেছে। নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও নীতি মেনে চলায় আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। বাপেক্স এর প্রতিটি খনন ও ওয়ার্কওভার প্রকল্প এবং টু-ডি ও থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে প্রতিদিন সকালে সেফটি মিটিং করা হয়। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে একজন করে মেডিক্যাল দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর ঔষধসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সেফটি বুট, সেফটি ভেস্ট, হেলমেট, হাত মোজা, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপক, প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স সরবরাহ করা হয়। বাপেক্সের থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের এইচএসই ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অস্থায়ী জনবলের এইচএসই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হয়। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত একজন এইচএসই কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্তসকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এইচএসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা (মেডিভেক প্ল্যান), গাড়ীর যাত্রা ব্যবস্থাপনা (স্পিড লিমিট মেনে চলা, সিট বেল্ট বাঁধা, ড্রাইভিং এর সময় ধূমপান ও মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা) এবং অস্থায়ী জনবলের সেফটি বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। এইচএসই ব্যবস্থাপনায় একজন ডাক্তার ও একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষনিক নিয়োজিত থাকে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লি ঃ

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

সামাজিক দায়িত্ব :

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে বিজিএফসিএল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, সেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১১৯ টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭১,৬০,০০০.০০ (একাত্তর লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত ৩য় কাব ক্যাম্পুরি অনুষ্ঠানের জন্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা, চিনাইর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনার্স কলেজে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় রোভার মুট কোর্সের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার-কে ৭৫,০০০.০০ (পচাঁত্তর হাজার মাত্র) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ক্রীড়া ক্ষেত্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে পরিচালিত "বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট" ও "বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী গোল্ডকাপ আন্ত: স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট" নামে দুটি পৃথক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজনের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কোম্পানি ৩,০০,০০.০০(তিন লক্ষ মাত্র) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। তাছাড়া, আলোচ্য অর্থবছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ৪,১২,২০০.০০ (চার লক্ষ বার হাজার দুই শত মাত্র) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোম্পানির সার্বিক ভূমিকার নিদর্শন সকল পর্যায়ে এর পরিচিতি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালনের কৌশল-দলিল হিসেবে সরকার প্রণীত "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" (National Integrity Strategy of Bangladesh) বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানিতে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' রয়েছে। এ বিষয়ে কমিটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন এবং মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ শিটে অগ্রগতি প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করে থাকে। এ বিষয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকলপনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ব্যাপক প্রচার এবং 'শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০১৮-২০১৯' এর সেরা কর্মকর্তা ও সেরা কর্মচারি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ :

- দীর্ঘদিন যাবত গ্যাস উত্তোলনের ফলে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ডের গ্যাসের রিজার্ভয়ার প্রেসার কমে যাওয়ায় কূপসমূহের ওয়েলহেড প্রেসার ক্রমাগত হ্রাসজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-'সি' ও নরসিংদী ফিল্ডে এবং তিতাস লোকেশন- 'এ' তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন সংক্রান্তদুটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। অচিরেই তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-'ই' ও 'জি' দুটি লোকেশনে কম্প্রেসর স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে;
- রিজার্ভয়ারে গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়ায় স্বল্প চাপের গ্যাস প্রসেস করার জন্য গ্যাস প্রসেস প্লান্টসমূহকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করাসহ প্রসেস প্যারামিটারগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করাও বর্তমানে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে;

- কূপসমূহ থেকে উৎপাদিত গ্যাসের সাথে পানি উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পানি পরিবেশ বান্ধব ভাবে নিষ্কাশনের বিষয়টিও অত্যন্তগুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডঃ

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

শিক্ষাবৃত্তিঃ

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, এসএসসি এবং এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতাঃ

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রতিবছর এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এছাড়া, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র্যা লী আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে এককালীন অনুদান প্রদান এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে নিয়মিতভাবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর কোম্পানি হতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে বিভিন্ন অংকের মাসিক ও এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডঃ

কোম্পানি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজন করে থাকে। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

কোম্পানিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে যুগোপযোগি অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মতে কোম্পানির Innovation Team এবং APA Team হতে মোট ২ জন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আওতায় শুদ্ধাচার কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ এবং কোম্পানির কাজকর্মে গতিশীলতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য কোম্পানির সংশ্লিষ্ট Innovation Team এর ৩ জন কর্মকর্তা এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ১ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির Stakeholder দের সমন্বয়ে ১ টি গণশুনানী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের আইডিয়া/মতামত ও ইনোভেশন পদ্ধতি পরিচিত করার জন্য কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের নীচ তলায় ইতিমধ্যে আইডিয়া/মতামত বক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও ফলপ্রসূ করার জন্য কোম্পানির বিভিন্ন ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্টে পর্যায়ক্রমে জাতীয় নৈতিকতা সভা অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেডঃ

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

গ্রাহকদের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানঃ

গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধি ও হয়রানি রোধের লক্ষ্যে প্রতি পঞ্জিকা বছর শেষে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিলের অর্থ সঠিক ও নির্ভুলভাবে খতিয়ানভূক্তির পর গ্রাহকদের বকেয়ার সঠিক পরিমাণ নিশ্চত করে কোম্পানি হতে সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্তসকল শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ/বকেয়া পাওনা নেই ভিত্তিতে হিসাব করে কোম্পানির সকল আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে সর্বমোট ৯৬,৬৪২টি প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়েছে অর্থাৎ শতভাগ গ্রাহকের ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ে তা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR):

কোম্পানির ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ১৪.২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া, সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের CSR খাত হতে ১২.০০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতন এর ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।

শিক্ষা বৃত্তিঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/জুনিয়র স্কুল/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৪৯(ঊনপঞ্চাশ) জন এবং মাধ্যমিক/ "ও" লেভেল/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক "এ" লেভেল/ সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন ওস্নাতক ও স্নাতকোত্তর-এর ৯(নয়) জনসহ মোট ১০৫ (একশত পাঁচ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানিতে মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপনব করা হয়।

ঋণ প্রদান কর্মসূচীঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৮৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ১৭,১৭,০০,৫০০/- (সতের কোটি সতের লক্ষ পাচঁশত) টাকা এবং ১জন কর্মকর্তাকে মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ বাবদ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১৭,১৮,০০,৫০০/- (সতের কোটি আঠার লক্ষ পাচঁশত) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy):

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা-২০১৯ এর আলোকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (প্রশাসন-৩) ও পেট্রোবাংলার পৃষ্ঠাংকনকৃত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতির পরিবীক্ষণ কাঠামোর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেজিটিডিএসএল-এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোম্পানিতে নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ নিয়মিতভাবে অগ্রগতির পরিবীক্ষণ কাঠামোর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সভা আহবান, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ইন্টার্ণশীপ নীতিমালা প্রণয়ন, তথ্য অধিকার কার্যক্রমের বিভিন্ন সেবাবক্স এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ এবং কোম্পানির ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা যথাসময়ে আহবান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালার লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। কোম্পানির বিভিন্ন নীতিমালা সংশোধন/সংস্কার করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা বিষয়ক উপদেশবানী সম্বলিত লিফলেট, পোষ্টার, স্টিকার ইত্যাদি প্রিন্টিং করতঃ কোম্পানির বিভিন্ন আবিকা ও প্রধান কার্যালয়ের নির্দিষ্ট স্থানে নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নসহ কোম্পানির শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি যথাযথভাবে প্রতিপাদনের নিমিত্ত পেট্রোবাংলার নৈতিকতা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন করে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি ৩ মাস অন্তর (কোয়াটারলি) নিয়মিতভাবে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) ও সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি বরাবর দাখিলসহ অত্র কোম্পানির নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্তসময়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (ঘওঝ) কর্মপরিকল্পনার সিংহভাব কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানীর উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের উপর কোম্পানীর কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনা-কে কম্পিউটারাইজড করে LAN সিস্টেম স্থাপনসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট একসেস ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির ৭০ টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে LAN সিস্টেম সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০৪ সাল হতে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর হতে ব্যন্ডউইড্থ আপগ্রেড করে ১০১ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণ ও যথাযথ অন-লাইন পরিসেবা বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপনসহ ভ্যাট একাউন্টিং সফ্টওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে কোম্পানির ক্রয় কার্যক্রমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি (ব-এচ মাধ্যমে) ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও, কোম্পানির হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কোম্পানির দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR)ঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কোম্পানি কর্তৃক প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালা -২০১৬' অনুমোদন ও প্রকাশ করা হয়েছে। কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) ফান্ড থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছ।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

ক) কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমঃ

(i) কোম্পানির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সিএসআর ফান্ড হতে ০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে মোট ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। (ii) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সিএসআর ফান্ড হতে 'জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ-২০১৮' সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্নের লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(iii) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন সময় মৃত্যুবরণকারী ০৪ (চার) জন বাংলাদেশী খনি শ্রমিকদের দাফন কাফনের জন্য প্রত্যেকে পরিবার কে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা করে মোট ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(iv) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকার জনগোষ্ঠির মধ্যে উন্নত মানের শিক্ষার আলো প্রসারের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলটির বর্তমান ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৬২৮ জন। স্কুলটিতে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের সন্তানদের এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের আংশিক বেতনে পড়ালেখা করার সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও খনিতে কর্মরত অবস্থায় আহত ও পঙ্গু শ্রমিকদের সন্তানদের সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ালেখা করানো হয়। ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি, বেতন ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক আয় হতে স্কুলটির সমগ্র ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের শিক্ষাবর্ষ ২০১৯ (অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯)-এর রাজস্ব বাজেট ঘাটতির পূরণের জন্য ৯৩,০৫,০০০/-(তিরানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

খ) সম্মানিত অতিথিবৃন্দের খনি পরিদর্শঃ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন-এর মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা গত ২৬-০৯-২০১৮ইং তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে তিনি কোল ইয়ার্ডসহ সারফেসের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ গত ০৮-১২-২০১৮ইং তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনকালীন সময়ে বিসিএমসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ফিজিবিলিটি ষ্ট্যাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড, দিনাজপুর" শীর্ষক চলমান প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব, জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম গত ০৩-০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনকালীন সময়ে তিনি কোম্পানির উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে কোম্পানির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। মতবিনিময় কালে তিনি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বর্তমান কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন। গত ০৬-০৩-২০১৯ইং তারিখে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১৬-এর দেশী-বিদেশী প্রায় ৫০ জন সেনা কর্মকর্তার একটি প্রতিনিধি দল বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এ পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনকালীন সময়ে আগত দেশী-বিদেশী সেনা কর্মকর্তাগণ কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিসিএমসিএল-এর সার্বিক কর্মকান্ডের সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং প্রেজেন্টেশন শেষে পরিদর্শক দল কয়লা খনির বিভিন্ন স্থাপনা ও কোল ইয়ার্ড পরিদর্শন করে এবং কয়লা খনি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন।; গত ১৭-০৩-২০১৯ইং হতে ১৮-০৩-২০১৯ইং তারিখ পর্যন্তবাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. জ্যাং জো বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেন এবং বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে বিসিএমসিএল-এর বোর্ড রুমে মতবিনিময় করেন। এছাড়া খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ নূরুল করিম গত ০৪-০৬ মে ২০১৯ইং তারিখে বিসিএমসিএল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেন এবং খনির ব্যবস্থাপন পরিচালকসহ উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে বিসিএমসিএল-এর বোর্ড রুমে মতবিনিময় করেন।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. জ্যাং জো ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ চাইনিজ এবং বাংলাদেশী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

গ) বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের সাফল্যঃ

১০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ হতে কোম্পানির পরিচালনায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুল চালু করা হয়। উক্ত সময়ে প্লে-গ্রুপ হতে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত৬ টি শ্রেণিতে মোট ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বর্তমানে স্কুলটিতে প্লে হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত১২টি শ্রেণিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬২৮ জন। স্কুলটিতে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা প্রদানের সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পরিকল্পনাধীন কলেজ শাখার জন্য পৃথক ও সুপ্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ একাডেমিক ভবন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী ও অত্যাধুনিক আসবাবপত্রসহ যাবতীয় উপাদান-উপকরণাদি রয়েছে। আর এ জন্য ভাল ফলাফল অর্জনসহ সার্বিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর হতে কোম্পানির কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত স্কুল পরিচালনা কমিটির সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলে পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কোম্পানির সকল স্তরের শ্রমিকের ছেলে-মেয়েদের আংশিক বেতনে পড়াশুনা করার সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও খনিতে কর্মরত অবস্থায় আহত, নিহত ও পঙ্গু শ্রমিকদের সন্তানদের এ স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

অপরিশোধিত তেল আমদনি ও পরিশোধন, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও লুব্রিক্যান্টস আমদানি, বিপণন ও বিতরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৭ তারিখ থেকে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি'র উপর বর্তায়। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি বেডিং প্ল্যান্ট এবং একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্ববলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংস্থার গঠন ও দায়িত্ব:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী। কর্পোরেশনের বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৭ জন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায়িত্বাবলী:

(ক) অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি ;

(খ) অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পরিশোধন এবং বিভিন্ন মানের পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন;

(গ) রিফাইনারী ও অন্যান্য সহায়ক সুযোগ-সুবিধা বা অবকাঠামো স্থাপন;

(ঘ) বেজষ্টক, আবশ্যকীয় এডিপিভস এবং অপরাপর রাসায়নিক পদার্থ ও বেন্ডেড লুব্রিক্যান্টসহ লুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি;

(ঙ) বেন্ডেড লুব্রিকেটিং পণ্যাদি উৎপাদন;

(চ) ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং বা রিভ্যাম্পিংকরণ প্যান্টসহ লুব্রিক্যান্ট প্যান্ট স্থাপন;

(ছ) রিফাইনারীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা;

(জ) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) তেল কোম্পানিসমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কোটা/বরাদ্দ নির্ধারণ;

(ঞ) আন্ত:দেশীয় অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহ/ভাড়া করা;

(ট) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ;

(ঠ) পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

(ড) ম্যানেজিং এজেন্টস হিসেবে দায়িত্বপালন বা যে কোন ফার্ম অথবা কোম্পানির সঙ্গে যে কোন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তচুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি সম্পাদন;

(ঢ) অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারকি, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ;

(ণ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং

(ত) অধ্যাদেশের লক্ষ্যসমূহ প্রতিপালনের জন্য আব্যশ্যকীয় অনুরূপ অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

জনবল কাঠামো ঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারী				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৪	৫	
পরিচালক	৩	৩	-	স্টেনোগ্রাফার/পিএ	১২	০৬	৬	
				রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৮	১৮	১০	
মহাব্যবস্থাপক/উর্ধতন মহাব্যবস্থাপক	৬	৪	২	কম্পাউন্ডার	১	১	-	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক	১৩	৯	৪	টেলেক্স অপাঃ	২	-	২	
উর্ধতন আবাসিক চিকিৎসক	১	-	১	টেলিফোন অপাঃ	২	১	১	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	১১	৪	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৭	৪	ড্রাইভার	১৩	১০	৩	
				মোট ঃ (৩য় শ্রেণি)	৭৩	৪৬	২৭	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৭	৩	৪	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণী)	১	১	-	ডেসপাচ রাইডার	২	১	১	
				অফিস সহায়ক	২৭	১৯	৮	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৭	৩	
				বাস হেলপার	১	-	১	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৩	২	
				মোটঃ (৪র্থ শ্রেণি)	৪৬	৩১	১৫	
মোট ঃ	৫৯	৪০	১৯	সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) ঃ	১১৯	৭৭	৪২	

জনবলের বর্তমান অবস্থা

	মঞ্জুরীকৃত পদ	বিদ্যমান পদ	শূন্য পদ
কর্মকর্তা	৫৯	৪০	১৯
কর্মচারী	১১৯	৭৭	৪২
মোট ঃ	১৭৮	১১৭	৬১

বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রম :

১। যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হল জ্বালানি তেল। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জ্বালানি তেলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে চুক্তির আওতায় বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করছে। সম্প্রতি বিপিসি যে সব প্রতিষ্ঠান হতে চুক্তির আওতায় পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান হল:- Kuwait Petroleum Corporation (KPC)–Kuwait, Emirates National Oil Company (ENOC) – UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL)–Malaysia, PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd. – China, Unipec Singapore Pte Ltd. – China, PT. Bumi Siak Pusako (BSP) – Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited-Thailand. এ ছাড়া অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সৌদি আরবে Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানির জন্য বিপিসি'র মেয়াদী চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

২। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড এ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রায় ৬৬৬,৭৬৫.০০ মেট্রিক টন মারবান ক্রুড অয়েল এবং প্রায় ৬৯৫,১১১.৮০ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ; প্রায় ১,৩৬১,৮৭৬.৮০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ ব্যয় হয় প্রায় ৫,৮৭৭.৯১ কোটি টাকা বা ৭২১.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)।

৩। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিপিসি পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রায় ২২,৯৮৮.২১ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট ইষ্টার্ণ রিফাইনারীতে ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিপিসি প্রায় ১,৩৬১,৮৭৬.৮০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানির পাশাপাশি প্রায় ৩,৮০৭,৬৩৫.৫০ মেট্রিক টন ডিজেল, প্রায় ১০১,৯৪৭.২২ মেট্রিক টন মোগ্যাস, প্রায় ৩৮৩,১৩৬.২২ মেট্রিক টন জেট এ-১ এবং প্রায় ৩১৮,৩৮৯.১৭ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হয়। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি খাতে এ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয় প্রায় ২৪,২১৩.৯৯ কোটি টাকা।

৪। বাংলাদেশে ন্যাফথার চাহিদা কম থাকায় ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিপিসি প্রায় ৩৬,৯২২.৪৪ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করে প্রায় ১৮২.১২ কোটি টাকা বা ২১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) আয় করেছে। আবার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম এ প্রায় ৭২,৭৫০.০০ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়েছে।

৫। উল্লেখ্য, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫,০৯,৩৩৭.৬০ মেট্রিক টন। এ ছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে প্রায় ১,১৬,৯২৭.২০ মেট্রিক টন মোগ্যাস এবং পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড, মংলা হতে প্রায় ৬১,০০৫.০৪ মেট্রিক টন মোগ্যাস গ্রহণ করা হয়।

বিপণন কার্যক্রম

(ক) ২০১৮-১৯ (জুলাই'১৮ থেকে জুন'১৯ পর্যন্ত) অর্থ বছরে স্থানীয় উৎস থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ:

পেট্রোলিয়ামম পণ্য	মেট্রিক টন
অকটেন	১,৪৪,৩৫৬
পেট্রোল	১,৭২,০২৬
কেরোসিন	১৬,৬৬৩
ডিজেল	৮২,৮১৭
লাইট এমএস	৩৪৫
এমটিটি	৬,৯৯২
এসবিপিএস	১,১৯৫
মোট	**৪,২৪,৪৪৮**

(খ) ২০১৮-১৯ (জুলাই, ১৮ থেকে জুন, ১৯ পর্যন্ত) অর্থ বছরে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় (মেঃ টন):

অকটেন	পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল	এলডিও	জেবিও	ফার্নেস	লুব
২,১৯,৬৪৯	২,৬০,২৮১	১,০২,৩৮৭	৩৯,৪০,৯৪২	৯২	১১,১৬১	৫,৩৯,৩৮৮	১৫,৯৩৩

এলপিজি	বিটুমিন	এমবিপি	এমটিটি	জেটএ-১	মোট
১৬,৬৩৭	৫৭,৮৫২	১,২১৭	৮,৬৩৭	৩,৫৭,৩৫১	৫৫,৩১,৫২৭

(গ) ২০১৮-১৯ (জুলাই'১৮ থেকে জুন'১৯ পর্যন্ত তারিখে অর্থ বছরে বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা:

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেসনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৫৯
সিলেট	১৪৩
ঢাকা	৫৭৬
ময়মনসিংহ	১১৩
রাজশাহী	৩২১
রংপুর	৩৩৪
খুলনা	৩০১
বরিশাল	৫৬
মোট	**২,২০৩**

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সাফল্য :

২০১৮-১৯ অথ বছরে বিপিসি'র বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো হচ্ছে:

ক) ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম, চিটাগাং টু ঢাকা।

বিপিসি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

দেশে আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামক ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে ০১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুন পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। ফলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করার প্রয়োজন হবে না এবং এ খাতে কোন ব্যয় হবে না। স্বল্প সময়ে তেল খালাস সম্ভব হবে বিধায় জাহাজ ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এতে করে অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি ও ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে Government Concessional Loan (GCL) Agreement এবং Preferential Buyer Credit (PBC) Loan Agreement ০৩-১১-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। অফশোর ও অনসোর সার্ভে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ প্রকল্পের পাইপলাইন রুট বরাবর ভূমি ২২-০১-১৮ তারিখ হতে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তর করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশীরভাগ ভূমি হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের মালামাল আনলোডিং করার জন্য ২টি জেটি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পিএসটিএফ এলাকায় ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ ধলঘাটায় LTE Matarbari'তে এইচডিডি পদ্ধতিতে ৩৬ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ১.৫ কি: মি: দৈর্ঘ্যের দুইটি করে ০৪ (চার) টি পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিপিসি ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী এর মধ্যে গত ০৮-১১-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজউক, ডিটিসিএ, সিএএবি, এমআরটি পাইপলাইন রুটের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। গত ০২-১০-২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলাধীন ব্রাক্ষণখালী ও পিতলগঞ্জ মৌজাস্থিত ৬.০১ একর জমি বিপিসির অনুকূলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত জমিতে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কেএডি হতে সিএএবি এর সীমানা প্রাচীর (লা-মেরিডিয়ান হোটেলের নিকটবর্তী) পর্যন্ত পাইপ স্থাপনের জন্য সিএএবি হতে চূড়ান্তঅনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের ১০ কিঃমিঃ পাইপলাইন প্রকল্প সাইটে পৌছেছে।

আমদানিতব্য জ্বালানি তেল (ডিজেল) পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ডিপোতে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ, দ্রুত নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমুহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬" ইঞ্চি ব্যাসের ২৩৭.৭১৩ কিলোমিটার, গোদনাইল হতে ফতুলা পর্যন্ত ১০" ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার এবং কুমিল্লা হতে চাঁদপুর পর্যন্ত ৬" ইঞ্চি ব্যাসের ৫৯.২৩১ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Engineers India Limited (EIL) Front End Engineering Design (FEED) সম্পন্ন করেছে। গত ২৮-০৮-২০১৮ তারিখে জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য Knowledge Management Consultant (KMC)-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক কর্তৃক রুট এলাইনমেন্ট বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রস্তুত করছে যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন পরামর্শক হিসেবে M/S ASOI JV in association with MECON Limited, India কে নিয়োগ প্রদান করেছে। ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন জুন, ১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গত ০১-০১-১৯ তারিখে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরার্মশক (পিএমসি) হিসাবে China Petroleum Longway Engineering Project Management Co Ltd-কে নিয়োগ করা হয়েছে। পিএমসি ডিজাইন সংক্রান্ত বিষয়ে ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন পরার্মশকের সাথে কাজ করছে।

ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্তপাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে "India-Bangladesh Friendship pipeline (IBFPL)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১১-০৩-২০১৯ তারিখে জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের জন্য গত ২১-০৩-২০১৯ তারিখে প্রস্তাবিত পাইপলাইনের জমির দাগ খতিয়ানসহ নির্ধারিত ফরমেটে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও নীলফামারী) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। Project Review and Monitoring Committee (PRMC) এর ১ম সভা গত ০৮-০৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বতীপুর ডিপোতে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (NRL) এর মাধ্যমে ভারত হতে আমদানিকৃত ডিজেল গ্রহনের জন্য নতুন ট্যাংক ফার্ম নির্মাণের নিমিত্তে ডিপোর পশ্চিম পাশে রেলওয়ের ৫.৩১ (পাঁচ দশমিক তিন এক) একর জমি বিপিসির অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত বা দীর্ঘ মেয়াদী লীজ অধিগ্রহনের বিষয়ে রেলওয়ের চাহিদা মোতাবেক ভূমি চৌহদ্দি, তফসিলসহ গত ১২.০৫.২০১৯ তারিখে বিপিসি হতে রেলওয়ে পাকশী বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ ২ (দুই) মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালে ছিল ৮.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত এবং বিপিসি ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৮.৯ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৩.২১ লক্ষ মেট্রিক টন এ দাড়িয়েছে। "কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন" প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ১৩.২১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড এর অপরিশোধিত তেল পরিশোধন ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা দেশের জ্বালানি চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ। ফলে জ্বালানি চাহিদার অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ পরিশোধিত তেল আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আরও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" বাস্তবায়নের জন্য Front End Engineering Design (FEED) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কমকান্ড :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকৃত ব্যয়
			মোট
০১	কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন	জুলাই'০৭-জুন'১৯	২০৪৫৬.০০ (প্রস্তাবিত ২০৫৪৩.১৭)
০২	ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট- ২	জুলাই'০৭-জুন'১৯	৪৪৯৫২.০০
০১	ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম, চিটাগাং টু ঢাকা	জুন'১৬-জুন'১৯	৭০৩.০০

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

ক) এডিপিভূক্ত চলমান প্রকল্পসমূহ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকৃত ব্যয়
			মোট
০১	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।	নভে'১৫-ডিসে'১৯	৫৪২৬২৬.৮৩

খ) নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ : (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকৃত ব্যয়
			মোট
০১	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)	জুলাই'১৩-ডিসে'২০	১০১০১.০০
০২	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ	সেপ্টে'১৭-জানু'১৯ (প্রস্তাবিত সেপ্ট,১৭-জানু,২০)	২২৮৪৯.০০
০৩	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এ- কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২	এপ্রিল'১৬-মার্চ'১৯	১৪১৮৭.০০
০৪	কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং (যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)	জুলাই'১৫-জুন'২১	১৫৪১৮.৬০
০৫	কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম	জুলাই'১৬-জুন'২০	৬১৭৭.০০
০৫	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্তপাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন।	অক্টো'১৮-ডিসে'২০	২৮৬১৩১.০০

ভবিষ্যৎ কমপরিকল্পনা : (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন কাল	প্রকৃত ব্যয়
				মোট
০১	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২	দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ছিল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ইআরএল ইউনিট-২ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এলপি গ্যাস উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।	জুলাই, ১৯-জুন, ২৩	১৯৪৮৭০২.০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন কাল	প্রকৃত ব্যয়
				মোট
০২	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল)	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে বাংলাদেশে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংগত হবে।	জুলাই'১৯-জুন'২১	৩০৬১৩.৯৮
০৩	বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন, চট্টগ্রাম।	বিপিসি'র কোনো নিজস্ব না থাকায় উক্ত ভবন নির্মাণের ফলে বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে। এছাড়া অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে বিপিস্থির আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।	জুলাই'১৯ -জুন'২১	১৫০০০.০০
০৪	ইনস্টলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম	ইআরএল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পিওস্এলি, এমপিএল ও জেওসিএল এর ট্যাংকে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিখুঁত ও সঠিকভাবে সবরাহ করা সম্ভব হবে।	জুলাই'১৯- জুন'২১	৮২০৮.৫৮
০৫	অটোমেশন অব অয়েল ডিপো ইনক্লুডিং সেফটি এন্ড সিকিউরিটি	দেশের সকল ডিপো অটোমেশনের আওতায় এনে জ্বালানি তেলের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	জুলাই'১৯- জুন'২১	৫০০০.০০

হিসাব কার্যক্রম:

১। জ্বালানি তেল আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে শুল্ক-করাদি বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে

অর্থ বছর	কোটি টাকায়
২০১৮-১৯ (Provisional)	৮,৫০০.০০

২। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শুল্ক-করাদি ও লভ্যাংশ বাবদ সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিবরণী:

কোটি টাকায়

অর্থ বছর	শুল্ক-করাদি	লভ্যাংশ	মোট
২০১৭-১৮	৮,৩৬৯.৩৫	৭৫০.০০	৯,১১৯.৩৫

আর্থিক কার্যক্রম:

১। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিপিসি প্রায় ১,৩৬১,৮৭৬.৮০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানির পাশাপাশি প্রায় ৩,৮০৭,৬৩৫.৫০ মেট্রিক টন ডিজেল, প্রায় ১০১,৯৪৭.২২ মেট্রিক টন মোগ্যাস, প্রায় ৩৮৩,১৩৬.২২ মেট্রিক টন জেট এ-১ এবং প্রায় ৩১৮,৩৮৯.১৭ মেট্রিক টন ফার্ণেস অয়েল আমদানি করা হবে। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি খাতে এ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হবে প্রায় ২৪,২১৩.৯৯ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিপিসি প্রায় ৩৬,৯২২.৪৪ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করে প্রায় ১৮২.১২ কোটি টাকা বা ২১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) আয় করেছে।

২। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মাঃডঃ ৭৮৫.৪০ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাঃডঃ ৮০৫.৬৫ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে এর সৃষ্টি। কোম্পানির পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানি সমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরুপ:

* ১৮৭১ সালে "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" তাদের প্রধান ব্যবসায়িক কার্যক্রম বার্মায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্কটল্যান্ডে জয়েনট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয় (উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্তবার্মা বৃটিশদের নিকট বৃটিশ-ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল)।
* ১৮৮৮ সালে, রেংগুন অয়েল কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি হিসেবে পুর্নগঠিত হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সে সময় আসাম ও বাংলাসহ বৃটিশ-ভারত এর অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির প্রদান কার্যালয় ছিল ১৯১ ওয়েস্ট জর্জ স্ট্রীট, গাসাগো, ইউ কে।
* ১৮৮৮ সালে, বার্মা অয়েল কোম্পানি প্রথমবারের মত তেল আহরণের জন্য বার্মায় ড্রিলিং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে। পূর্বে বার্মায় হাতে খননকৃত কুপ হতে তেল আরোহন করা হতো।
* ১৯০৩ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে তাদের "মহেশখালী তেল স্থাপনা" প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯০৮ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে ভহ-তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে।
* ১৯১৪ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামের সীতাকুন্ডে একটি কুপ খনন করে।
* ১৯২০ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানির প্রধান পরিবেশক মেসার্স বুলক ব্রাদার্স, চট্রগ্রামের সদরঘাটে তাদের ব্যবসায়িক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯২৯ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি মেসার্স বুলক ব্রাদার্স এর ৪.১ একর জমিসহ সদরঘাটস্থ কার্যালয় এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে এর নিজস্ব ব্যবসায়িক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯৪৭ সাল উপমহাদেশ বিভাগের পূর্ববর্তী সময় দুটি প্রধান কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) এবং বার্মা শেল অয়েল ষ্টোরেজ এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (বিএসওসি) এ অঞ্চলে তেলের ব্যবসা পরিচালনা করত, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।
* ১৯৪৮ সালে বার্মা শেল তেজগাঁও বিমান বনদরে এভিয়েশন ডিপো প্রতিষ্ঠা করে।
* তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তেল বিপণন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার্মা শেল তাদের শেয়ার বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) কে হস্তান্তর করে এবং ১৯৬৫ সালে বিওসি এর ৪৯% শেয়ার নিয়ে বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড নামে নতুন একটি কোম্পানি গঠিত হয়। অবশিষ্ট শেয়ার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারী ব্যক্তি মালিকদের ইস্যু করা হয়।
* ১৯৭৭ সালে বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
* ১৯৮৫ সালে, বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) তাদের বাংলাদেশের সমস্ত সম্পত্তি (বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড এর শেয়ারসহ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অনুকুলে হস্তান্তর করে। বিওসি এর সমস্ত শেয়ার বিপিসি-কে হস্তান্তরের শর্তানুযায়ী বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে এবং তদানুযায়ী ১৯৮৮ সালে কোম্পানির নাম পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এ রুপান্তরিত হয়।

পিওসিএল এর কার্যাবলী:

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড দেশের বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং অন্যতম কৃষি কীটনাশক বিপণন কোম্পানি। পেট্রোলিয়াম ও এগ্রো-কেমিক্যালস্ ব্যবসা পরিচালনার জন্য সারাদেশে কোম্পানির বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। দেশের প্রত্যন্তঅঞ্চলে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুপে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। তাছাড়া কৃষিজাত কীটনাশক পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানি দেশের কৃষি নির্ভর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে।

পিওসিএল এর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নিম্নরুপঃ

নাম	সংখ্যা
ফিলিং ষ্টেশন	৬৯৮টি
এজেনট	৯১৭ টি
প্যাকড পয়েনট ডিলার	২২৮ টি
এল পি জি ডিলার	৭১৩ টি
বার্জ ডিলার	৫০ টি
লুভ ডিলার	৩৭ টি
মোট-	২৬৪৩ টি

এগ্রো-কেমিক্যালস্ পরিবেশক- ৩১৩ জন।

১৩.০৬.২০১৯ পর্যন্তপিওসিএল এর স্থায়ী জনবল কাঠামোঃ

বিবরণ	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
কর্মকর্তা	২৯৫	২৫৪
কর্মচারী	৯১৬	৭৭৩
মোট	১২১১	১০২৭

ডিপো নেটওয়ার্ক

ক)	জ্বালানি তৈল ডিপো	: ১৮টি
খ)	এগ্রো-কেমিক্যালস্	: ১৭টি
গ)	এভিয়েশন ডিপো	: ০৩টি
	মোট =	৩৮টি

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩১ শে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	কাজের স্থান	কাজের বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	একটি দ্বিতল বিশিষ্ট ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ।	২৩৩
০২	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	একটিদ্বিতল বিশিষ্ট ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ভবন নির্মাণ।	১১০
০৩	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানি সরবরাহের পাইপলাইন সমূহের পরিবর্তন।	১২২
০৪	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	জেট-এ ১ তৈলাধার সমূহের ডাইক এলাকার উন্নয়ন।	৩০০
০৫	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	৫০০ কেভিএ ক্ষমতার উপকেন্দ্রকে ১০০০ কেভিএ ১ক্ষমতায় উন্নিতকরন।	২৮২
০৬	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	ট্যাঙ্ক ফার্ম এলাকার অভ্যন্তরীণ রাস্তার ২য় পর্যায়ের উন্নয়ন।	১৭৫
০৭	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	পাইপ লাইনের নিচে কংক্রিট সারফেইস নির্মাণ।	৬০
০৮	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	কর্মচারীদের জন্য ৪-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ।	১৭৭
০৯	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	কর্মকর্তাদের জন্য ৫-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ ।	৩৩৯
১০	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	কর্ণফুলী নদীর পাড় সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	৫২
১১	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	৬৩ নং তৈলাধারের সংস্কার সাধন।	৯৫
১২	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম।	প্রধান স্থাপনায় বিভিন্ন নালা-নর্দমা নির্মাণ ও সংস্কার।	১৪৭
১৩	চাঁদপুর ডিপো।	কন্সট্রাকশন অব ২০০০ এমটি ক্যাপাসিটি স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট চাঁদপুর ডিপো।	১৭২.২৮
১৪	ঝালকাঠি ডিপো।	কন্সট্রাকশন অব ১২০০ এমটি ক্যাপাসিটি স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট ঝালকাঠি ডিপো।	৯৭.১০
১৫	পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রিজ) টু কেএডি	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রিজ) টু কেএডি ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ (বিপিসি অর্থায়নে)।	৫০২.০০
১৬	বাঘাবাড়ি ডিপো।	সাপাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ইন্টারনাল ফ্লোটিং রুফ, ফ্রেমপ্রুফ পাম্প-মটর সেট এলং উইথ নেসেসারি পাইপলাইন মোডিফিকেশন ওয়ার্ক্স ফর রিনোভেশন অব ট্যাংক নং- ০২ এ্যাট বাঘাবাড়ি ডিপো।	৫২.৬৮
১৭	প্রধান স্থাপনা থেকে শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম	কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ফিজিবিলিটি স্টাডি অব জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রুম মেইন ইন্সটলেশন, গুপ্তখাল টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম (বিপিসি অর্থায়নে)	(২.৮৯ ইউএস ডলার) এবং ৪২.৩০ লক্ষ টাকা।
১৮	শ্রীমঙ্গল ডিপো।	ভার্টিকাল এক্সটেন্সান অব অফিস বিল্ডিং এন্ড বাউন্ডারি ওয়াল ইনক্লুডিং এনসিলারি ওয়ার্ক্স এ্যাট শ্রীমঙ্গল ডিপো।	৩১.৬৭
১৯	মংলা	কন্সট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইন্সটলেশন।	২০.৫৬

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

ক্রমিক নং	কাজের স্থান	কাজের বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি)	জেট এ- পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ (বিপিসি'র অর্থায়নে)।	২২৮.০০
২.	আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২৩ তলা বিশিষ্ট কোম্পানির নিজস্ব হেড অফিস বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্প।	১০১০০.৯৯
৩.	পরিবাগ, ঢাকা।	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নিজস্ব জমিতে ঢাকা অফিসের জন্য অতিরিক্ত দুইটি বেইজমেন্টসহ ১২ তলা ভবন নির্মাণ।	৩২১৮০.৪৬ (প্রাক্কলিত ব্যয়)।
৪.		ফিজিবিলিটি স্টাডি অব পাইপলাইন ফর ট্রান্সপোর্টেশন অব হোয়াইট পেট্রোলিয়াম অয়েল ফ্রম চিটাগং ট ঢাকা।	৭০৯.০০
৫.		চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্তপাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন (বিপিসি'র অর্থায়নে)।	২,৮৬,১৩১.০০
৬.	চট্রগ্রাম	এক্সটেনশন অব জেট এ-১ ফুয়েল হাইড্রেন্ট সিস্টেম এট হযরত শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ অন টার্নকী ব্যাসিস।	৯০০.০০
৭.	চট্রগ্রাম	ফিজিবিলিটি স্টাডি অব টার্মিনাল অটোমেশন এট মেইন ইন্সটলেশন অব থ্রি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিস।	৩৫০০.০০

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা :

(১) পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডসহ তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় পরিচালন কার্যক্রম আধুনিক উপায়ে সম্পন্নের নিমিত্ত অটোমেশন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ডিপোসমূহে পরিচালন কার্যক্রম আধুনিকতায়নের ব্যবস্থা করা হবে;

(২) ভৈরববাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী রিভারাইন ডিপো নির্মাণ;

(৩) বরিশালে বার্জ ডিপোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী রিভারাইন ডিপো নির্মাণ;

(৪) জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

(৫) কোম্পানির সকল অফিস/স্থাপনা/ডিপোর বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্তকার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন;

(৬) প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন;

(৭) রাজশাহী, সৈয়দপুর, যশোর, বরিশাল বিমান বন্দরে অ্যাভিয়েশন তেল জেট এ-১ সরবরাহের লক্ষ্যে জমির সংস্থানসহ আবকাঠামোগত সুবিধাদি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে দেশের কোন স্থানে বিমানবন্দর স্থাপিত হলে সে স্থানের বিমান বন্দরে জেট এ-১ সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় জমির সংস্থানসহ অবকাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন এবং আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্ট ক্রয়; এবং

(৮) কোম্পানির মালিকানাধীন দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যহৃত জমিতে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কাজে নিয়োজিত। ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১-০১-১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তর করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নব গঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। কোম্পানি ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ মে ২০১৯ তারিখে)।

কার্যাবলী:

১.১ সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং লুব্রিকেন্টস সংগ্রহকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;

১.২ ফিলিং ষ্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ, নির্ধারিত মূল্য যাচাইকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১.৩ সমগ্র দেশে সমগ্র পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

১.৪ খরা মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;

১.৫ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তৈল সরবরাহ করা।

জনবল কাঠামো:

কোম্পানির অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২৩০	১৫৫
কর্মচারী	১৪০	১০৭
শ্রমিক ও সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৬৮
মোটঃ	৭৪০	৪৩০

২) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যের বিবরণঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানি সমগ্র দেশের ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ অত্র কোম্পানি সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্তঅঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (BP Brand) সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানি ৮২৬টি ফিলিং স্টেশন, ৯৪২টি এজেন্সী পয়েন্টস, ১৭২টি প্যাকড পয়েন্টস্ ডিলার এবং ১২৪৯টি এলপিজি ডিলারস্ এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৩,৭৫,১৭২ মেঃটন (মে, জুন ২০১৯ প্রাক্কলিত) পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৩% পেট্রোল, ৩৮% অকটেন, ৩৯% কেরোসিন, ৪০% ডিজেল, ৪২% ফার্নেস অয়েল এবং ৫২% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি বর্ণিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৯.৮৪% (৩০ এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এখনো সমাপ্ত হয়নি। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী করোত্তর মুনাফা দাড়ায় ২৩৩,০৩,৬৪,২৪৬ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে নেট এসেট ভ্যালু দাড়াঁয় ১৩০৬,৪৯,৪৬,২৫৪ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১২০.৭৩ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাড়াঁয় ২১.৫৩ টাকা।

৪) কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়।	৬৮,০০,০০০.০০	
২	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে অফিস বিল্ডিং নির্মাণ।	১,৯৭,৩৮,৮৬৬.০০	
৩	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে নদীর পাড়ে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ এবং রাস্তা কার্পেটিং ও ফিলিং গ্যান্ট্রির রুপিং সীট পরিবর্তনের কাজ।	৯৭,৯০,৯০০.০০	
৪	ফতুল্লা ডিপো, নারায়নগঞ্জে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ।	২,৭৮,৬৫,৭৫১.২০	
৫	ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠিতে ১৩০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।	১,৫০,৭৪,৬০০.০০	
৬	বরিশাল ডিপো, বরিশালে ৭০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন অকটেন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।	১,২৭,৮৪,০৫০.০০	
৭	ভৈরব ডিপো, কিশোরগঞ্জে ১৩০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।	১,৩৫,৮৫,৪০০.০০	
৮	এমএমএসসি, ঢাকা এর ছাদে টালী লাগানো ও ফ্লোরের পেভমেন্ট নির্মাণ।	৬১,৪৮,২০০.০০	

৫) কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)
০১.	প্রধান কার্যালয়- চট্টগ্রাম, ৪ টি রিজিওনাল অফিস এবং কোম্পানির সকল ডিপোতে টার্ন কি ব্যাসিস এ্যাপিকেশন সফটওয়্যার (ইআরপি) সলিউশন এর ডিজাইন, উন্নয়ন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং ডাটা সেন্টারসহ ল্যান ও ওয়ান সংযোগের জন্য আনুষঙ্গিক সকল হার্ডওয়্যার ক্রয়।	৪,৯৯,৪৪,৪৪৯.০০
০২.	চট্টগ্রাম-এ আগ্রাবাদ বা/এ ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ।	৫৭,৫১,৪২,২৮৩.৩৫
০৩.	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে অফিস বিল্ডিং নির্মাণ।	১,৯৭,৩৮,৮৬৬.০০
০৪.	মহেশ্বর পাশা খুলনাতে মাটি ভরাট ও ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন কাজ।	১,২০,২৩,০০০.০০
০৫.	মহেশ্বর পাশা খুলনাতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৯৭,৯০,৯০০.০০
০৬.	দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে নদীর পাড়ে বাউন্ডারী ওয়াল, বালি ভরাট আরসিসি পেভমেন্ট, লুব ওয়্যার হাউজ সংস্কার ও অন্যান্য কাজ।	২,১৪,৯২,৫০০.০০
০৭.	বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জে জেটি সংস্কার, ডিপি শেড, স্টোরেজ ট্যাংক, জেটি ও পাইপ লাইন রং করণ কাজ।	১৮,৮০,৬০০.০০
০৮.	মেইন ইনস্টলেশন চট্টগ্রাম হতে পার্বতীপুর ডিপোতে স্টীল ট্যাংক স্থানান্তর ও স্থাপন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	২৪,৪২,১০০.০০

৬) কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১	প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে ৪ তলা ফাউন্ডেশন সহ ৩ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ।	
২	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ডলফিন ওয়েল জেটি-৫ (ডিওজে-৫) পূণঃসংস্কার এবং মেরামত।	
৩	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে প্রধান সিকিউরিটি পোষ্ট সংলগ্ন ভূ-গভস্থ পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন।	
৪	দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে ট্যাকলরী ফিলিং সেড ও ইয়ার্ড এ আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ, ড্রেনেজ সিষ্টেম উন্নয়ন ও রিলেটেড কাজ।	
৫	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে রিভার সাইট বাউন্ডারী ওয়াল এর পুণঃ নির্মাণ ও ডিপোর ওয়াক ওয়ে উন্নয়ন।	
৬	ভৈরব বাজার ডিপো, কিশোরগঞ্জে জেটি সাইটে পাইপ লাইন বসানোর কাঠামো নির্মাণ, সিকিউরিটি পোষ্ট পুণঃ নির্মাণ, স্টোর হাউজ নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	
৭	১৩১-১৩৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকাতে ২২.৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।	
৮	এমএমএসসি, ঢাকাতে নতুন ২ টি ডিসপেনসিং ইউনিট স্থাপন/পাইপ লাইন নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	
৯	দৌলতপুর ডিপো , খুলনাতে ফার্নেস অয়েল ট্যাংক রিপেয়ার, নদীর পাড়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ওয়্যার হাউস ও ডেলিভারী শেড এর রিপেয়ার কাজ।	
১০	বরিশাল ডিপো, বরিশালে ট্যাকলরী ইয়ার্ড নির্মাণসহ ড্রেনেজ সিষ্টেম উন্নয়ন।	
১১	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ৮০০০ কিঃ লিঃ ট্যাংক নির্মাণ।	
১২	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ট্যাকলরী ইয়ার্ড নির্মাণসহ ড্রেনেজ সিষ্টেম উন্নয়ন।	
১৩	ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ৬০০০ কিঃ লিঃ ট্যাংক নির্মাণ।	
১৪	ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে লুব ড্রাম সংরক্ষণের জন্য ওপেন শেড নির্মাণ।	

আলোকচিত্রে কোম্পানির কার্যক্রম:

কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালকবৃন্দ।

কোম্পানির ৮ম বিশেষ সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালকবৃন্দ।

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালিন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্পোজাল আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েলস লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং খঢঢঢঠওওও (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তমোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-৭-২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ বৎসরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে, এছাড়া ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৬৯৮ টি ডিলার, ১২২০ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৫ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৮৩ টি এলপিজি ডিলার এবং ১৮ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে দশ(১০) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৯ (জন) পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ (জন) পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

প্রধান কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
আবাসিক কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
বিভাগীয় কার্যালয়	:	চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ডিপো		:সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে।
ব্যবসার প্রকৃতি	:	কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

কোম্পানির বর্তমান স্থায়ী জনবল: (মে' ২০১৯ পর্যন্ত)

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	কম (-)/বেশী (+)
কর্মকর্তা	২৪২	১২২	-১২০
কর্মচারী (গ্রুপ-২)	১৩৭	১০৪	-৩৩
শ্রমিক (গ্রুপ-১)	২৮৬	২০৬	-৮০
সিকিউরিটি গার্ড (গ্রুপ-১)	১৪১	৭৪	-৬৭
মোট	৮০৬	৫০৬	-৩০০

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড :

কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ৫ বছরে প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম, দৌলতপুর, ফতুল্লা, বরিশাল, পার্বতীপুর ও চাঁদপুর ডিপোতে মোট ৬১,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ১৬টি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। সুনামগঞ্জের সান্চা বাজারে স্থায়ী ডিপো স্থাপনের জন্য ৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। বিপিসি'র তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন মংলায় অয়েল ইন্সটলেশন ও এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পে অর্থলগ্নী করা হয়েছে। কোম্পানির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে কোম্পানির নীট আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শেয়ার প্রতি আয়ও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে।

- সিলেট ডিপো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিপো সংলগ্ন ০.৩৭৬০ একর জমিতে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় জেনারেটর রুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রধান স্থাপনা ও প্রধান কার্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- সিলেট ডিপোর বাউন্ডারী ওয়াল রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোতে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোতে কালভার্ট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- দৌলতপুর ডিপোর বাউন্ডারী ওয়াল রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনা, ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর ও সিলেট ডিপোতে জ্বালানি তেলের পরিচালন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১৫ (পনের)টি স্টোরেজ ট্যাংকে রাডার টাইপ অটো গেজিং সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- জিওবি এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জস্থ বাঘাবাড়ীতে ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১(এক)টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, বরিশাল এবং ভৈরববাজার ডিপোতে সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেইজ - ৩য় থেকে ২০তম তলা)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১	১২,৩৮৩.০০	কাজ চলমান আছে
তিনটি তেল কোম্পানির(পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) প্রধান স্থাপনার অটোমেশন সিস্টেম কাজের জন্য আর্ন্তজাতিক দরপত্র আহবান	জুন, ২০২১	৪০০০ (কনসালটেন্ট নিয়োগ)	কনসালটেন্ট নিয়োগের NOA ইস্যু করা হয়েছে
প্রধান স্থাপনার ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	কাজ চলছে	৩৫.০০	ঐ
প্রধান স্থাপনায় স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (৬,৭৫০ মেঃ টন)	জুন, ২০১৯	৭৫৯.০০	ঐ
প্রধান স্থাপনায় স্টোরেজ ট্যাংক রিনোভেশন (১০,০০০ মেঃ টন)	জুন, ২০১৯	৩৭৪.০০	ঐ
সিলেট ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (১৫০০ মেঃ টন)	জুন, ২০১৯	২২৪.০০	ঐ
দৌলতপুর ডিপোর রেলওয়ে সাইডিং রিনোভেশন	ডিসেম্বর, ২০১৮	৮৭.০০	ঐ
পার্বতীপূর ডিপোতে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ	আগস্ট, ২০১৯	-	ঐ
বরিশাল ডিপোতে জেটি নির্মাণ কাজ	-	১৮৮.০০	ঐ
বরিশাল ডিপোতে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ	আগস্ট, ২০১৯	৮৬.০০	ঐ
চাঁদপুর ডিপোর রিটেননিং কাম বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ	নভেম্বর, ২০১৯	২৯.০০	ঐ
ফতুল্লা ডিপোর বাউন্ডারী ওয়াল উচুঁকরণ ও সংস্কার কাজ	আগস্ট, ২০১৯	২৮.০০	ঐ

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

- প্রধান স্থাপনার অপারেশন্স সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনায় অবস্থিত পন্টুন জেটি/"এলজে-৩" এর স্থলে ডলফিন অয়েল/আরসিসি পাকা জেটি নির্মাণ;
- প্রধান স্থাপনা/ডিপোর সিকিউরিটি ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে পরামর্শক নিয়োগ;
- প্রধান স্থাপনায়/ডিপোতে ট্যাংকার, ট্যাংকলরী ও ট্যাংকওয়াগন লোডিং-আনলোডিং এবং প্রোডাক্ট ডেলিভারী সংক্রান্তপরিচালন কার্যক্রম ম্যাকানাইজড এন্ড অটোমেটেড ব্যবস্থায় পরিচালনার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- কোম্পানির মালিকানাধীন বিভিন্ন জায়গায় আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের ললক্ষ্যে সিলেট ডিপো সংলগ্ন ক্রয়কৃত জমিতে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ;
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে ক্রয়কৃত ৫(পাঁচ) একর জমিতে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জেলার সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন;
- প্রধান স্থাপনা এবং ডিপোসমূহে ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন;
- কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রমে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোসমূহের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ।

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী:

জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ১৯৬৮ সালে প্রায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইস্টার্ণ রিফাইনারীর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ১৯১৩ (১৯৯৪) সালের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত। পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং পরিচালকবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

জনবল কাঠামো:

অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীর পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৮৭ জন কর্মকর্তা, ৫৬৫ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ-

১) এ্যাসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট

২) এলপিজি সুইটিনিং ইউনিট

৩) এলপিজি স্পেয়ার্স

৪) ক্রুড অয়েল এন্ড প্রডাক্ট ট্যাংক

৫) ৩ মেগাওয়াট এস টি জি (ইউনিট-১)

৬) রিভারমুরিং স্থানে ডলফিন জেটি (আরএম-৭)

৭) সেকেন্ডারী কনভারসন প্ল্যান্ট (এসসিপি)

৮) প্রসেস বয়লার স্থাপন (বয়লার-সি এবং বয়লার-ডি)

৯) ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-১)

১০) হোয়াইট অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক

১১) ট্রেনিং সেন্টার বিল্ডিং

১২) কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর বর্ধিতকরন ও আধুনিকায়ন

১৩) ফায়ার ফাইটিং ও সেফটি সিস্টেম এর বর্ধিতকরন ও আধুনিকায়ন

১৪) পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন

১৫) ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন (ট্যাংক-জি এবং ট্যাংক-এইচ)

১৬) আরসিও স্টোরেজ ট্যাংক

১৭) মেরক্স-১ রিভাম্পড

১৮) কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক

১৯) ৩ মেগাওয়াট এস টি জি (ইউনিট-২)

২০) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)

২১) সি ডি ইউ এর ফার্নেস পরিবর্তন

২২) আর ও প্ল্যান্ট স্থাপন

২৩) অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম স্থাপন

২৪) ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-২)

২৫) এম এস স্টোরেজ ট্যাংক (ট- ৫১)

২৬) ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ট্যাংক (ট- ৫২, ট- ৫৩, ট- ৫৪)

২৭) এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস প্রতিস্থাপন

২৮) সি সি টিভি স্থাপন

২৯) কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর- ১২০৪(রিফরমিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

১) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম):

চিত্রঃ এসপিএম

চিত্রঃ প্রকল্পের রুট ম্যাপ

বাংলাদেশ সরকার দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" এর আওতায় আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং Finished products সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে "ইনষ্টলেশন অফ সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬মে ২০১৭ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে এ-টু-এ ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিমে (বঙ্গোপসাগরে) গভীর সমুদ্রে একটি এসপিএম তথা ভাসমান জেটি এবং উক্ত জেটি হতে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় নির্মিতব্য পাম্প স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম হয়ে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) পর্যন্ত ১১০ কি:মি: দৈর্ঘ্যের ২ (দুই)টি পাইপলাইন সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হবে। জাহাজ থেকে তেল সরাসরি পাম্প করা হবে যা এসপিএম হয়ে ৩৬" ব্যাসের ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে মহেশখালী এলাকায় নির্মিতব্য স্টোরেজ ট্যাংকে জমা হবে। পরবর্তীতে উক্ত স্টোরেজ ট্যাংক হতে পাম্পিং করে ১৮" ব্যাসের অপর ২টি পৃথক পাইপ লাইনের মাধ্যমে ইআরএল এ সরবরাহ করা হবে। বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি ১,২০,০০০ DWT অয়েল ট্যাংকার ৪৮ ঘন্টায় এবং বৎসরে মোট ৯.০ মিলিয়ন মে. টন তেল আনলোডিং করা সম্ভব হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় প্রায় ১৯০.৯৫৬ একর জায়গার উপর ৩ টি ক্রুড অয়েল ট্যাংক, ৩টি ফিনিসড প্রডাক্ট ট্যাংক, স্কাডা সিস্টেমস্, প্রধান পাম্প, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর, মিটারিং স্টেশন, পিগিং স্টেশন, অফিস ও আবাসিক ভবন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো নির্মাণসহ একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পাম্প স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) অর্থাৎ জ্বালানি তেল মজুত / সংরক্ষণাগার

নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাসস্তবায়নের লক্ষে ILF Consulting Engineers, Germany কে পরামর্শক এবং China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) কে ইপিসি ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৩৬ মাস ব্যাপী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ি এলাকায় ঐorizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতির মাধ্যমে ১৮" ব্যাসের দুইটি এবং ৩৬" ব্যাসের দুইটি পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং Matarbari Village HDD এর মাধ্যমে ক্রসিং এর জন্য ১৮" ব্যাসের পাইপলাইনের ওয়েল্ডিং কাজ বর্তমানে চলমান আছে। এ ছাড়া মহেশখালী উপজেলাস্থ মহেশখালী পাহাড় মৌজায় প্রকল্পের পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) নির্মাণের জন্য নির্বাচিত বনভূমির জায়গায় ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান আছে এবং উক্ত পিএসটিএফ এলাকার সন্নিকটে কালারমারছড়া মৌজায় কনস্ট্রাকশন ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে।

২) ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনঃ

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর বাৎসরিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষামতা ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের বর্তমান জ্বালানি তেলের চাহিদার মাত্র ২০ভাগ ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ পূরণ করে এবং বাকি ৮০ভাগ জ্বালানি তেল আমদানি করার প্রয়োজন হয়। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরার লক্ষে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) "ইন্সটলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২" নামে বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্রুড অয়েল রিফাইনারী স্থাপন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০-এর আওতায় ১২/০৬/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্পটি ইউরো-৫ মানের জ্বালানি তেল উৎপাদন করবে। এছাড়াও বর্তমান রিফাইনারীতে উৎপাদিত কেরোসিন ও ডিজেল আন্তর্জাতিক মানের না হওয়ায় তা' নতুন রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের অর্থাৎ ইউরো-৫ মানে উন্নীত করা হবে।

১৯-০৪-২০১৬ তারিখে "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (PMC) প্রদান করার জন্য পরামর্শক হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (EIL)কে নিয়োগ দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক (PMC) প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ১৮-০১-২০১৭ তারিখে প্রকল্পের Front End Engineering Design (FEED) সার্ভিসেস প্রদান করার জন্য টেকনিপ ফ্রান্সকে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে বিপিসি'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কন্সট্রাকশন (ইপিসি) পর্যায়ের কাজের বিষয়ে টেকনিপ, ফ্রান্সের সাথে আলোচনা চলছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে ৩৭.৫ একর (জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড এর ৩০ একর এবং ১নং খাস খতিয়ানভূক্ত ৭.৫ একর) জমি দীর্ঘমেয়াদী লিজ নেয়া হয়েছে এবং ২৫ একর জমি (জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড হতে ১৫ একর এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড হতে ১০ একর) দীর্ঘমেয়াদী লিজ নেয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসাবে Engineers India Limited (EIL), INDIA ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৮/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের "ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন" (FEED) কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ফ্রান্সের টেকনিপ (TECHNIP) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্তমানে এই কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

৩) ট্যাংক ফার্মে ফ্লো মিটার স্থাপন

৪) ইআরএল ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ

৫) প্রসেস বয়লার প্রতিস্থাপন (বয়লার-সি)

৬) পাম্প ও অটো গেজিংসহ ন্যাফথা লাইন স্থাপন

৭) এ্যারো কনডেনসার বর্ধিতকরণ

৮) কুলিং টাওয়ার প্রতিস্থাপন

৯) সিসিটিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ

১০) রিনোভেশন অব রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ললক্ষ্যে নিমেণ বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আছে।

১) অনলাইন করোশন মনিটরিং স্থাপন

২) অর্গানাইজেশন রি স্ট্রাকচারিং

৩) ইআরএল ৩৭টি ট্যাংকে অটোগেজিং সিস্টেম স্থাপন।

৪) ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সপেকশন অব এলপিজি স্ফেয়ার্স পিটিএম এন্ড রিফর্মিং ইউনিট অব ইআরএল

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড ১৯৬৮ সালের ৭মে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে অদ্যাবধি জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্নফিনিশড প্রোডাক্ট সরবরাহ করে একদিকে যেমন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের যথাযথ গুনগত মান বজায় রেখেসুদীর্ঘ ৫০ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকেজ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সুখের বিষয় হল দীর্ঘ ৫০ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটি ৯০% সক্ষমতা নিয়ে ফিনিশড প্রোডাক্ট উৎপাদন অব্যহত রেখেছে। ইস্টার্ণরিফাইনারীর এই পথ পরিক্রমায় সুচিন্তিত পরিচালনা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা / শ্রমিক-কর্মচারীদের সততা-দক্ষতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আপদকালীন যে কোন সংকট সাফল্যের সাথে মোকাবেলায় সক্ষম এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য।

এলপি গ্যাস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজতপূর্বক গার্হ্যস্থ রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারী হিসেবে ৩মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রুপান্তর করা হয়। সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

কার্যাবলী:

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিসিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এক শিফটে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৫০০ মেট্রিক টন। এলপি গ্যাস লিমিটেডের শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

জনবল কাঠামো:

কোম্পানিতে অনুমোদিত এবং বর্তমানে জনবলের সংখ্যা নিম্নের সারণী-১ উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-১

বিবরণ	অনুমোদিত জনবল		কর্মরত জনবল	
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট
কর্মকর্তা	২১	১০	১২	০৪
কর্মচারী	৬৫	৫৭	৪৭	৩০
মোট	**৮৬**	**৬৭**	**৫৯**	**৩৪**

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেডের বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস ইআরএল ও আরপিজিসিএল হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো। দেশে এলপি গ্যাসের বর্ধিত চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিপিস্থির অর্থায়নে চট্টগ্রামে বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও বিরতণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উৎপাদনের পরিমাণ (সম্ভাব্য)

সারণী-২

বছর		চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
		উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)
২০১৮-২০১৯	ঃ	১৩,৬৫০	৬,৮০০	২০,৪৫০

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কোম্পানির ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য পরিসংখ্যান

সারণী-৩
লক্ষ টাকায়

বছর	সম্ভাব্য করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০১৮-১৯	৮৫.০০	৫৫.০০	১৯০.০০	৩৩০.০০	লভ্যাংশ ঘোষণার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প নিম্নরুপ:

ক) চট্টগ্রাম প্ল্যান্টের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদারকরণ।

খ) বিপিসি'র সার্কুলেশনের পুরাতন সিলিন্ডার প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ৩৪,০৫০ টি নতুন সিলিন্ডার আমদানি করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বিপিসি'র অর্থায়নে অত্র কোম্পানির অধীনে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরুপ:

ক) বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি প্রকল্প পিপিপি'র আওতায় চট্টগ্রামের লতিফপুর মৌজায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজাস্থ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ১০.০০ (দশ) একর খাম জমি ক্রয় করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর বরাবরে আবেদন করা হয়েছে এবং বর্তমানে আবেদনটি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) এলপি গ্যাস লিমিটেডের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরাতন মেশিনারী প্রতিস্থাপন করার কার্যক্রম।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সূলভ মূল্যে ও সহজে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কক্সবাজারের মহেশখালি এলাকায় বার্ষিক ১০.০০(দশ) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত ও বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কোম্পানির পরিকল্পনা রয়েছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

১. দপ্তর / সংস্থার পরিচিতি/কার্যাবলী:

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। ফলশ্রুতিতে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। অতীত এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরে বিদেশি প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, দূরঅনুধাবন ও জিআইএস, অনুজীবাশ্ম, ভূ-পদার্থিক, বৈশ্লেষিক রসায়ন, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

দপ্তর / সংস্থার জনবল কাঠামো:

(১) প্রশাসনিক

- ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেট)

সংস্থার স্তর / মন্ত্রণালয়	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	৬৫১	৪২৩	২২৮
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস	-	-	-
মোট সংখ্যা	৬৫১	৪২৩	২২৮

- ২ শূন্য পদের বিন্যাস

যুগ্মসচিব/তদুর্ধ পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন ডিসি, এস,পি)	১ম থেকে ৯ম গ্রেড	১০ গ্রেড	১১ তম থেকে ১৬ তম গ্রেড	১৭ তম থেকে ২০ তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	-	৫০	২১	১১৪	৪৩	২২৮
		মোট ৫০	মোট-২১	মোট- ১১৪	মোট- ৪৩	

- ৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ, শূণ্য থাকলে তার তালিকা

১ । উপ-মহাপরিচালক, ২ টি পদ

শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: সমস্যা নাই।

২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ড:

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তআর্থিক অগ্রগতি:

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত(অংক ও কথায়):

(লক্ষ টাকায়)

বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন বছর পর্যন্তব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকলে তার তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার তারিখ
১	২	৩	৪
রাজস্ব বাজেট ৫৭০২.৩৭	২৩৬৮.৮৮ (৪১.৫৫%)	-	২৬/০৫/২০১৯
IRSM-ইউ প্রকল্পে: ৩৮৫ (তিনশত পঁচাশি)	৪৮.৭৭ (১২.৬৭%)	-	২৬/০৫/২০১৯
GeoUPAC প্রকল্পে: ১০৪০ (এক হাজার চল্লিশ)	৯৭০.৮৫ (৯৩.৩৫%)	-	২৬/০৫/২০১৯

৩. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

- "বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার শরণার্থী শিবির (বালুখালী, কুতুপালং, নয়াপাড়া, চাকমারকুল) ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমিধ্বস জোনিং মানচিত্রায়ণ এবং ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ বহিরাঙ্গনে অবস্থান করছেন।
- GSB-BGR এর যৌথ কারিগরী "Geo–Information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change (GeoUPAC)" শীর্ষক প্রকল্পের ০৪টি এলাকা বরিশাল, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর শহর ও তার আশপাশের এলাকায় ভূপ্রকৌশল তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে ভূনিম্নস্থ মাটির নমুনা সংগ্রহ ও ভূপ্রকৌশল মানচিত্রায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে।
- "কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া সদরের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন" এবং "মানিকগঞ্জ জেলার মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন" শীর্ষক বহিরাঙ্গন কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে।
- চট্রগ্রাম সদর ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় "বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে ফোরামিনিফেরার উপর জাহাজ ভাঙ্গা হতে নির্গত দূষণের প্রভাব নির্ণয়" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ছয়টি (০৬) নমুনা প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং চট্রগ্রাম সদর এলাকায় "বাংলাদেশের তৈল ও গ্যাস ক্ষেত্রের ধারক শিলাসমূহ এর উপর পোলেন জীবাশ্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় আটটি (০৮) নমুনা প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- "ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলা এলাকায় ±৫০ মিটার গভীরতার ভূগর্ভস্থ পানি ও পললের রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পানির গুনগতমান ও পরিবেশ মূল্যায়নকরণ" শীর্ষক বহিরাঙ্গন কর্মসূচির বহিরাঙ্গন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
- নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নিয়ামতপুর-পোরশা-গোমস্তাপুর ও তদসংলগ্ন এলাকায় আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ" কর্মসূচি থেকে এ পর্যন্ত ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- "চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সিলিকা বালুর উপস্থিতি নির্ণয় এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মসূচির বহিরাঙ্গন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় "বাংলাদেশের যশোর জেলার অন্তর্গত যশোর সদর উপজেলার ভূমিরুপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দূর্যোগসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন" শীর্ষক বহিরঙ্গন কর্মসূচির কাজ বাস্তবায়নের জন্য ভূআলোকচিত্র, টপোগ্রাফিক মানচিত্র ও স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করে প্রাথমিক ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়নের কাজ সম্পন্ন হয় এবং গবেষণাপত্রসমূহ অধ্যয়ন চলছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় "অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মণিক চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সদর ও কাপ্তাই উপজেলার পাহাড়সমূহের পলল পাললিক শিলার মণিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক বহিরাঙ্গন কর্মসূচির কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় "নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা ও নারায়নগঞ্জ জেলার শীতলক্ষ্যা নদী ও এর তীরবর্তী এলাকায় শিল্পায়নের ভূরাসায়নিক প্রভাব নির্ণয়" শীর্ষক বহিরাঙ্গন কর্মসূচির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলছে।
- "বিভিন্ন সময়ের দূর অনুধাবন তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় প্রবাহিত যমুনা নদীর মরফোডাইনামিক্স ও গতিপথের পরিবর্তন নির্ধারণসহ ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন" শীর্ষক বহিরাঙ্গন কর্মসূচির কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় "চট্রগ্রাম জেলার রাউজান ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলাস্থ বিভিন্ন টারশিয়ারি পাহাড়ের উন্মোচিত শিলা নমুনার মণিকতাত্ত্বিক অনুসন্ধান" শীর্ষক বহিরাঙ্গন কর্মসূচির প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রণয়ন:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকাশের জন্য জিএসবির বিভিন্ন শাখা ও প্রকল্প থেকে সর্বমোট ২৫ টি রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

৪. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদী কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বালুর নমুনাসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওকক্সিন, কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মূল্যবান মনিকের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। এতে ভারী মণিকের হার ৮.৯২% যা আন্তর্জাতিকভাবে সন্তোষজনক। বিশ্বে এর চেয়েও শতকরা কম হারের ভারী খনিজকে উত্তোলনযোগ্য মনে করা হয়।

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বাংলাদেশ ও জার্মান সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে "জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ" শীর্ষক ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকার জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদী প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান। কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি গত ০৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া জেলাসমূহে বহিরাঙ্গন কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১টি ওয়ার্কশপ, ৮টি প্রশিক্ষণ, ৩টি সেমিনার, ৩টি কমিউনিটি সচেতনতা প্রশিক্ষণ ও ২টি যন্ত্রপাতির ফিল্ড টেস্ট করা হয়েছে। বরিশাল, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর ও এর আশপাশ এলাকার খসড়া ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। কারিগরী ডাটাবেজ হালনাগাদকরণের কাজ চলছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরিশাল মেট্রোপলিটন সিটি, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর এবং কুষ্টিয়া শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ মোট ৩০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বহিরাঙ্গন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এ সময়ে মোট ২৩৫টি ভূপ্রকৌশল কূপ খনন করা হয় ও ভূঅভ্যন্তরস্থ নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত মাটির নমুনার পরীক্ষাগারে ভূপ্রকৌশল গুণাগুন নির্ণয়ের জন্য কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ৭৫টি বোর-হোলের গবেষণাগারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ চলমান আছে। এছাড়াও বরিশাল ও ফরিদপুরে মোট ২৪টি Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW) জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বরিশাল, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুরে মোট ২৯টি চঝ ষড়মমরহম জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত):

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২৬টি	৫৫ জন

বিদেশে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত):

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৭টি	১৮ জন

৭.পরিবেশ সংরক্ষণ: প্রযোজ্য নয় ।

৮. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) সমুদ্র সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে একটি অনুসন্ধান জাহাজ ক্রয়ের সংস্থান রেখে প্রস্তাবিত ১৪৫৩১০.৪১২৬ লক্ষ টাকার জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদী "বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান" শীর্ষক প্রকল্পের জনবল কাঠামো সংশোধনপূর্বক পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঢাকার মিরপুরে আধুনিক ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক জুলাই ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদী ৪৪০০০.০০ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- "চট্রগ্রামে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন" (জুলাই, ২০১৯ - জুন ২০২২) । বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনুযায়ী প্রকল্পটি সংশোধনের কাজ চলছে।
- জিএসবির খনন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক রিগসহ অন্যান্য খনন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক জুলাই ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদী ১৫৪০০.৯ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত (পিপিএনবি) ৪টি কর্মসূচি প্রস্তাব এবং সাদামাটির উপর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে।

৯. অন্যান্য কার্যক্রম:

সাম্প্রতিক অর্জন

নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার বিলাসবাড়ি ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে একটি খনন কূপে ৬৭৫ মিটার গভীরতা হতে ৭০৫.৪৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মোট ৩০.৭৫ মিটার পূরুত্বের এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একই বেসিনে ভগবানপুর এলাকায় ৬৪২.৯৮ মিটার গভীরতা হতে ৬৭১.৯৫ মিটার গভীরতা পর্যন্তমোট ২৮.৯৬ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর আবিষ্কৃত হয়েছে যা বাংলাদেশে এ যাবৎকালে আবিষ্কৃত সর্বাধিক পুরুত্বের চুনাপাথর। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট ইউনিয়নের চাকুপাড়া-মাসিদপুরে চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টন পিট কয়লা, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মাদারপুর এলাকায় রং তৈরীর পিগমেন্ট টিটানিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ রুটাইল মণিকের উপস্থিতি, চলনবিল এলাকায় জীবাশ্ম এর সন্ধান পাওয়া, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী মনিকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবি'র সামগ্রিক সাফল্যের মাঝে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যা জ্বালানি সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে। এসকল কাজের পাশাপাশি ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত প্রদানের জন্য ৪টি স্টেশনে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

(১) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো:

(ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এর পরিচিতি:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যা মূলতঃ গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত পেশাজীবি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কাজ অত্র ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বিপিআই এর কর্মকান্ড ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে।

খ) বিপিআই এর কার্যাবলী নিম্নরূপ :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন ২০০৪ এর ৫নং ধারায় বিপিআই এর কার্যাবলী সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা আছে

(১) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(২) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে সহায়তা প্রদান, উক্ত খাতের অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা।

(৩) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারী সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৪) তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন। জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ করা। ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা।

(গ) জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে তন্মধ্যে ৩২টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে। বিপিআই এর জনবল কাঠামোতে ১৬টি পদ শূন্য আছে। বর্তমানে শূন্য পদসমূহ পূরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :-

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:-

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে মে, ২০১৯ মাস পর্যন্ত ২১টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ০৬টি ওয়ার্কসপের মাধ্যমে জ্বালানি সেক্টরে কর্মরত ৭১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অনুরোধে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১টি প্রশিক্ষণ, পেট্রোবাংলার ১টি প্রশিক্ষণ ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ড্রিস্টিবিউশন কো: লি: এর ২টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাতে মোট ১৪৪ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত প্রদানের ফরম অনলাইনে চালু করা হয়েছে।অর্জিত ছুটির হিসাব বিবরণী সংক্রান্তসফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের ডিসপ্লে বোর্ড তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রবেশগম্যতা তৈরি করা হয়েছে।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-

বিপিআই গর্ভনিং বোর্ড কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে বিপিআই পরিচালনার জন্য ৪,৪৩,২২,০০০/- টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়। বিপিআই এর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটের তহবিল হিসাবে সরকারের সাধারণ মঞ্জুরী হিসাবে ২,৩৬,৩০,০০০/-টাকা অনুদান, পেট্রোবাংলা হতে ৮০.০০,০০০/-টাকা অনুদান ও বিপিসি হতে ১৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান পাওয়া গিয়াছে।

(৪) মানব সম্পদ উন্নয়ন :-

প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিপিআই-এর নিজস্ব মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে বিপিআই এর ১ জন কর্মকর্তা বিদেশে এবং ৯ জন কর্মকর্তা ও ২০ জন কর্মচারী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিপিআই-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিপিআই নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্দেশনা মোতাবেক এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মে, ২০১৯ পর্যন্ত৬৫ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

(৫) পরিবেশ সংরক্ষণ :-

বিপিআই-তার অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম করে থাকে। এ ছাড়া সরকারি কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বৃক্ষরোপন ও এর রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিপিআই-এ সম্প্রতি সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে ।

(৬) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

বিপিআই-এর নিজস্ব কোন প্রশিক্ষক নেই। অতিথি প্রশিক্ষক দ্বারা অধিকাংশ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বিপিআই হতে উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। আশা করা যায় গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদসমূহ পূরণের মাধ্যমে অচিরেই বিপিআই এর প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যাবলি আরও গতিশীল হবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

১। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Technical অৎস/কারিগরী ইউনিট হিসেবে সৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের এ আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্তকরা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে।

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলীঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

- "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্তডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারী খাতের সহিত যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্তপ্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

জনবল কাঠামোঃ

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম থেকে ৯ম গ্রেড	১০ম গ্রেড	১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড	১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড	মোট	১ম থেকে ৯ম গ্রেড	১০ম গ্রেড	১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড	১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড	মোট
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	১০ জন	৩৬ জন	০৬ জন	-	০৩ জন	১০ জন	১৯ জন

২। ২০১৮- ১৯ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত প্রতিবেদনসমূহ

- গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৮- এপ্রিল ২০১৯)
- গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭-২০১৮)
- Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন (২০১৭-২০১৮)
- দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ (২০১৮-২০১৯)

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়ামঃ

- Seminar on Status of Biogas Technology in Bangladesh
- Seminar on Green Building Technologies: Perspective of Bangladesh
- Seminar on Gas Flow Measuring Techniques
- Seminar on Energy Scenario of Bangladesh
- Seminar on Gas Demand and Market Analysis in Bangladesh
- Seminar on Green Building Technologies: Perspective of Bangladesh
- Seminar on Exploration Strategy to develop Hydrocarbon potential of Bangladesh
- Seminar on Role of Energy Sector in Combating Climate Change

হাইড্রোকার্বন ইউনিট "Status of Biogas Technology in Bangladesh" -এর উপর ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, মঙ্গলবার সেমিনারের আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট; এবং Key-note paper উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বায়োগ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (BBDF) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল গোফরান ।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

২৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ সোমবার হাইড্রোকার্বন ইউনিট "জ্বালানি সাশ্রয়" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে পাওয়ার সেল এর মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে Key-note paper উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট; এবং ডঃ ইজাজ হোসাইন, প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, বুয়েট। সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার এবং এনার্জি ইন্সটিটিউট এর পরিচালক প্রফেসর ডঃ সাইফুল হক আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার "Gas Flow Measuring Techniques" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার । সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট; এবং Key-note উপস্থাপন করেন জনাব এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ রোজ রবিবার "Energy Scenario of Bangladesh" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) এর চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ সামছুর রহমান। সেমিনারে Key-note উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

ইড্রোকার্বন ইউনিট ১২ মার্চ ২০১৯ তারিখ রোজ মঙ্গলবার "দেশে গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে Key-note paper উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত সেমিনারের একাংশ

বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ এর ইংরেজী সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে তথ্যাদি হালনাগাদ পূর্বক প্রতিবেদন;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ প্রণয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন;
- আইসিটি Action Items বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কীত প্রতিবেদন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে কর্মসংস্থান সংক্রান্তত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- অনিষ্পন্ন পেনশন কেস সংক্রান্তমাসিক প্রতিবেদন;
- রাজস্ব খাতভূক্ত নন-ক্যাডার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০% সংরক্ষিত শূন্য পদের মাসিক প্রতিবেদন;
- মহিলা কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্তত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর কোটা, মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র ও কন্যার অনুকূলে বলবৎ করা সম্পর্কীত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্তমাসিক প্রতিবেদন;
- সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে ২০১৯ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদির প্রতিবেদন;
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- PSC Gi Joint Management Committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	সংশোধিত মোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
২০১৮-১৯	৩২০.৮০	৩০৬.৯০	২৩৩.৪০	৭৩.৫০

৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প (২০০২-২০০৮):

ক্রমিক নয়	প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/ উদ্দেশ্য আর্থিক	সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়)			জনকল্যাণে ভূমিকা	আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান	মন্তব্য
			প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি				
				ব্যয়	%			
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:								
০১	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-১) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের আইনগত ও বিধিগত ভিত্তি তৈরি করা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি নির্ধারণ ।	১৩১৩.৫৯	১২৩২.০০	৯৪% (বাস্তব ১০০%	হাইডোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা সৃজিত হয়েছে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে।	
০২	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ।	৩৬৯৭.৮০	৩৫৭১.৫০	৯৭% (বাস্তব ১০০%)	তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের প্রস্তুতকৃত কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের জ্বালানি সেক্টরের পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ ভুমিকা রাখছে।	কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।	

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resource Management শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ওপর বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি)'র সভা ২৪-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তঅনুযায়ী টিএপিপি পুনর্গঠন করে ৩১-০৫-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে) ১০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এর মধ্যে ২ টি পদে প্রেষনে এবং ৭ টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৭টি পদের মধ্যে ৭ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ১০ টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত জনবল	শূন্য পদ সংখ্যা
১।	মহাপরিচালক	০১	০১ (প্রেষণ)	-
২।	পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন)	০১	০১ (প্রেষণ)	-
৩।	পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন)	০১	-	০১
৪।	উপ পরিচালক (মাইনিং ও অপারেশন)	০১	০১	-
৫।	উপ পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	০১	০১	-
৬।	উপ পরিচালক (প্রশাসন ও আইসিটি)	০১	-	০১
৭।	উপ পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন)	০১	-	০১
৮।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	০১	-	০১
৯।	সহকারী পরিচালক (মাইনিং)	০১	০১	০১
১০।	সহকারী পরিচালক (পিএসসি ও রিফর্মস)	০১	-	০১
১১।	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	০১	-	০১
১২।	সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	০১	-	০১
১৩।	সহকারী পরিচালক (রিজার্ভার ও উৎপাদন)	০১	০১	-
১৪।	সহকারী পরিচালক (অনুসন্ধান)	০১	-	০১
১৫।	সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	০১	-	০১
১৬।	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১	-	০১
১৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	-	০১
১৮।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১
১৯।	কম্পিউটার অপারেটর	০৪	-	০৪
২০।	ড্রাইভার	০৩	০৩	
২১।	সহকারী (হিসাব)	০১	-	০১

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দেশীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক নং	পদবি	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	দেশের নাম	কোর্সের মোট ঘন্টা
১.	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	Annual Performance Agreement	১৬-০৫-২০১৯ হতে ২৬-০৫-১৯	ভিয়েতনাম	৭২
২.	পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	Annual Performance Agreement	১৬-০৫-২০১৯ হতে ২৬-০৫-১৯	ভিয়েতনাম	৭২
৩.	মহা পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	Annual Performance Agreement	১৬-০৫-২০১৯ হতে ২৬-০৫-১৯	ভিয়েতনাম	৭২
৪.	পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	Gas Metering Station Design, Gas Regulating Construction Calibration, Commissioning and Maintenance.”	২২-১০-২০১৮ হতে৩১-১০-১৮	ইন্দোনেশিয়া	৮০

দেশীয় প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক নং	পদবি	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	দেশের নাম	কোর্সের মোট ঘন্টা
১.	সহকারি পরিচালক (রিজার্ভার ও উৎপাদন)	Public Financial Management	০৯-০৯-২০১৮ হতে ১৪-০৯-১৮	বিআইএম, ঢাকা	৪৮
২.	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	Government Office Management and Skill Development	১৪-০৯-১৮ হতে১৫-০৯-২০১৮	বিআইএম, ঢাকা	১৬
	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	Practical Income Tax and VAT Managemenঃ	২৩-০৯-১৮হত ০৪-১০-২০১৮	বিআইএম, ঢাকা	৯৬
৩.	উপ-পরিচালক (মাইনিৎ ও অপারেশন)	Sustainable Development Goal (SDG)	০৩-০৩-১৯ হতে ০৫-৩-২০১৯	বিপিআই, ঢাকা	২৪
৪.	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট পরিপত্র-১	১০-০১-২০১৯	আইপিএফ	০৮
৫.	সহকারি পরিচালক (রিজার্ভার ও উৎপাদন)	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট পরিপত্র-১	১০-০১-২০১৯	আইপিএফ	০৮

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ

৮. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রুপকল্প ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জনের জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠা করা ;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন ;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ;
- কর্মকর্তাদের জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণের ব্যবস্থা করা ;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপোযোগ বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
- স্টাডি ও গবেষণাধর্মী কর্মসম্পাদন করা ;

৯. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২৭ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সার্বিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। বিদ্যুৎ সংক্রান্তকার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আইন অনুযায়ী কমিশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদানসহ লাইসেন্সিদের সেবার মান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির নতুন ২৫৯ টি, সংশোধিত ১৭০ টি,নবায়ন/ মেয়াদ বৃদ্ধির ৫৮৮ টি সর্বমোট ১,০১৭ টি লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিইআরসি হতে বিদ্যুৎ সংক্রান্তইস্যুকৃত লাইসেন্স এর বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ	২০১৮-১৯অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা			
		নতুন	সংশোধন	নবায়ন/মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
১	সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	০	০৪	০৪	০৮
২	বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি:				
	ক. ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)	১৭	০৮	৪৫	৭০
	খ. রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	০১	০২	১৯	২২
	গ. কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	০	০	০৮	০৮
	ঘ. স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০	০	০৪	০৪
	ঙ. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৯৭	৬৯	৩৪০	৫০৬
	চ. লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	১৪৪	৮৭	১৬১	৩৯২
৩	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি	০	০	০১	০১
৪	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি	০	০	০৬	০৬
	সর্বমোট: এক হাজার সতের	২৫৯	১৭০	৫৮৮	১,০১৭

২। গ্যাস সংক্রান্তকার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৩ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও মজুদকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। আইন অনুযায়ী গ্যাস সংক্রান্তকার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কমিশন হতে বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিইআরসি হতে গ্যাস সংক্রান্তইস্যুকৃত লাইসেন্স এর বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ	লাইসেন্স সংখ্যা
১	সিএনজি মজুদকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স (নতুন)	৪০
২	সিএনজি মজুদকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স (নবায়ন)	২১৬
৩	গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন	০৪
৪	গ্যাস বিপণন	০১
৫	গ্যাস সঞ্চালন	০২
৬	এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স (নতুন)	০৮
৭	এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স (নবায়ন)	০৫
৮	এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স (মেয়াদবৃদ্ধি ও সংশোধন)	২০
৯	এলএনজি মজুদকরণ ও রি-গ্যাসিফিকেশন (নতুন)	০১
১০	এলএনজি মজুদকরণ ও রি-গ্যাসিফিকেশন (মেয়াদবৃদ্ধি)	০১
১১	বিউটেন/প্রোপেন (নবায়ন)	০১
১২	বিউটেন/প্রোপেন (মেয়াদবৃদ্ধি)	০১
	মোট =	৩০০

৩। পেট্রোলিয়াম সংক্রান্তকার্যক্রমঃ

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কমিশন হতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ/প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কমিশন হতে ১৩০টি নতুন লাইসেন্স, ২১১টি নবায়ন এবং ১১০টি সংশোধিত লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৪। বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্তকার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী কমিশন লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যেকোন বিবাদ নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মোট ৬২ টি বিবাদ মীমাংসার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক মোট ৪০টি আবেদন নিষ্পত্তি করে আদেশ/রোয়েদাদ জারি করা হয়েছে।

৫। অর্থ ও হিসাব সংক্রান্তকার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে আইনের ২০০৩ এর ১৭(১) ধারার অধীন প্রণীত তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৫ অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত ফিস, চার্জ বাবদ প্রাপ্ত উৎসসমূহ যথা: লাইসেন্স ফি, আবেদন ফি, ফরম ও সিডিউল বিক্রয়, সিস্টেম অপারেশন ফি, আরবিট্রেশন ফি, প্রশাসনিক ফি বাবদ অর্থ নিয়মিতভাবে কমিশনের তহবিলে জমা করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কমিশনের তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থের পরিমান২০,০৯,১৮,০০০.০০ টাকা (৩০ মে, ২০১৯ পর্যন্ত)। অর্থবিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে কমিশনের সদস্য ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ১১,২৭,৫৬,৪৩০.০০ (৩০ মে, ২০১৯ পর্যন্ত) টাকা। উল্লেখ্য, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশনের তহবিল হতে সরকারি কোষাগারে ১৫.০০ (পনের কোটি) টাকা জমা করা হয়েছে।

৬। ট্যারিফ সংক্রান্তকার্যক্রম:

কমিশন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের খুচরা ও পাইকারী মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। ভোক্তা, লাইসেন্সী ও স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সবোর্পরি এ সেক্টরের আর্থিক শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ/গ্যাসের ট্যারিফ সমন্বয় করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গ্যাস সংস্থা/কোম্পানীসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত গণশুনানির ভিত্তিতে কমিশন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় সংক্রান্ত৭ (সাত)টি আদেশ জারী করেছে। উক্ত আদেশসমূহের মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ চার্জ সমন্বয় করা হলেও ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্যাস সংস্থা/কোম্পানীসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন গ্যাসের মূল্যহার সংক্রান্ত৭ (সাত)টি গণশুনানি করেছে। এ বিষয়ে কমিশন আদেশ প্রদান বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয় যা ১ আগস্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমান ৫৭১৪.৩২ কোটি টাকা। বর্তমান স্থিতি ২২৯৪.৪৪ কোটি টাকা। তহবিল হতে বাপেক্স দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর সংগ্রহ এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৮। বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডগঠন:

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা কমিশন 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' (১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর) গঠন করে। পরবর্তীতে কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডে জমার হার ১ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ফান্ডে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মোট জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮৭২৮.০০ কোটি টাকা (সাময়িক)।

৯। জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন:

১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এ তহবিলের অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। তহবিলে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্তপেট্রোবাংলা প্রান্তেজমাকৃত অর্থের পরিমান ৮৪৮৫.৩৬ কোটি টাকা। বর্তমান স্থিতি ৫২২৪.৫০ কোটি টাকা। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করা লক্ষ্যে ২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা' ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে এলএনজি ক্রয় সংক্রান্তকার্যক্রমের জন্য রি-ভলবিং ফান্ড হিসেবে ৬৯২২.০০ কোটি টাকা অর্থ সংস্থান করা হয়েছে।

১০। গ্রীড কোড প্রণয়ন:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(চ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড চূড়ান্তকরা হয়েছে এবং রেগুলেশনস আকারে জারি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১। অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন:

বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতের ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের জন্য কমিশন অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। উক্ত হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহ-কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১২। ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম:

কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-লাইসেন্সিং কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে কমিশনের সকল শাখা ই-নথি কার্যক্রমের মাধ্যমে অধিকাংশ নথি নিষ্পন্ন করছে। ই-নথি কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩। জনবল কাঠামো:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুমোদিত বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮১টি পদ রয়েছে। চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। বর্তমানে কমিশনে ১ জন সচিব, ৩ জন পরিচালক ৮ জন উপপরিচালক, ১৬ জন সহকারী পরিচালক, ১৮ জন অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/ব্যক্তিগত সহকারী/হিসাব সহকারী, ৮ জন গাড়িচালক, ১৭ জন অফিস সহায়ক এবং ২ জন গার্ড কর্মরত রয়েছে। কমিশনের কার্যপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় এবং যুগোপযোগি ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান জনবল কাঠামো পুন:বিন্যাসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৪। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

কমিশনে কর্মরত সকল কর্মকর্তার-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগি ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মচারীর বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনে বিভিন্ন ধরণের অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কমিশনে মোট ৫টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫২ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ এবং ২৫ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৫। কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ-৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নিজস্ব ভবন নির্মানের লক্ষ্যে বিইআরসি ও ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকস (আইএবি) সাথে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত গড়ট মোতাবেক কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে নকশা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উম্মুক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নির্ধারণের জন্য একটি জুরি বোর্ড গঠন করা হয়। জুরি বোর্ডের মাধ্যমে নকশা চূড়ান্তকরা হয়েছে। ভবন নির্মাণের পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৬। টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন:

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments এর Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-stream এবং Down stream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে System loss কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানীকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ০১ নং সেক্টরে ২০৩ নং রাস্তার ০০১ নং প্লটে ১ (এক) বিঘা আয়তনের জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রাজউক হতে জমির জমির মালিকানা/দখল পাওয়ার পর টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৭। প্রকল্প:

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীণ Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের আওতায় বিইআরসিতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে আইন সম্পর্কিত দুইজন পরামর্শক নিয়োজিত আছেন।

১৮। ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আউটরীচ কর্মসূচি:

ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। জ্বালানি খাতের সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থ, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন তৃনমূল পর্যায়ে আউটরীচ প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের সেবার মান সম্পর্কে মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। কমিশন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলায় আউটরীচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

১৯। কমিশনের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

ক) সেবার মান উন্নয়নে কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

খ) প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

গ) এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা, সংরক্ষণ এবং প্রচার করা;

ঘ) কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;

ঙ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তণ করা;

চ) কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজ করা;

ছ) ই-ফাইলিং এবং ই-লাইসেন্সিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

জ) Performance Management System এবং Anual Performance Agreement চালু করা এবং

ঝ) কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সম্পর্কিত তথ্য

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর প্রধান কার্যাবলি

(ক) দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান।

(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজসমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(গ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(ঘ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।

(ঙ) মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(চ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।

(ছ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির (যদি থাকে) রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঝ) খনিজ সংক্রান্তআইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(ঞ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্তদেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো: কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু ইত্যাদি। বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক প্রদান করা হয়।

জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	মহাপরিচালক	০১	০০	
২	পরিচালক	০১	০১	
৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১		
৪	উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	০১	
৫	উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-	
৬	সহকারী পরিচালক	০১	০১	
৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১	
৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১	
৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	০১	
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-	
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-	
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১	
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১	
১৫	ড্রাফটসম্যান	০১	-	
১৬	সার্ভেয়ার	০১	০১	
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	০১	
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	০১	
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	-	
২০	ড্রাইভার	০২	-	
২১	এম.এল.এস.এস	০২	০২	
২২	জারীকারক	০১	০১	
২৩	এম.এল.এস.এস/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩	
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	-	
২৫	সুইপার/ক্লিনার	০১	০১	
	মোট	৩৮	১৯	

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ইজারা প্রদান, রাজস্ব আদায় এবং সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রশ প্রায় শতভাগ অর্জন করেছে। এ ছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডি-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ই সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১' প্রণয়ন কর্মশালায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর প্রচলিত সেবাসমূহকে কয়েকটি ই-সেবায় রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ই-সার্ভিস ডিজাইন' কর্মশালায় 'ই সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১' কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ই-সেবাসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে E-License and Lease Management সেবাটির ই-সার্ভিস ডিজাইন করা হয়। এটুআই এর সার্বিক সহায়তায় সার্ভিসটি ক্রয়ের লক্ষ্যে কনসালটিং ফার্মের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স এবং খনিজ উত্তোলন/আহরণের লক্ষ্যে খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএমডি-এর ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। বিএমডি-এর জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের নিমিত্ত তৃতীয় শ্রেণীর ০৪ (চার) জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট শূন্য পদগুলো পূরণের প্রক্রিয়া চলমান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০১ (এক) জন সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) পিএসসি-এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এক নজরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য নিম্নরূপ :

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৯.৬৭ (উনচল্লিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ) কোটি টাকা। বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কাঠন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ ২২ (বাইশ) টি সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং ০৮ (আট)টি সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আদায়কৃত মোট রাজস্ব ৪৫.৮৭ (পঁয়তাল্লিশ কোটি সাতাশি লক্ষ) কোটি টাকা।

(২) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে ৯ম গ্রেডের সহকারী পরিচালক পদে ০১ (এক) জন এবং সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ১৪-১৬ তম গ্রেডের ০৪ (চার) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অংশ হিসাবে এক নজরে খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সংক্রান্ততথ্য জানার জন্য ওয়েব বেইজ এপ্লিকেশন 'খনিজ তথ্য কণিকা' তৈরি করা হয়েছে এবং এপ্লিকেশনটিকে বিএমডি-এর ওয়েবসাইটে (www.bomd.gov.bd) লিংকআপ করে দেয়া হয়েছে (এপ্লিকেশনটির লিংক www.mic.bomd.gov.bd)। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে খনিজ সম্পদ সংক্রান্ততথ্য এক নজরে ও সহজেই জানা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার এবং অভ্যন্তরীণ ই-সেবার অংশ হিসাবে একটি ওয়েব বেইজ ডিজিটাল রেজিস্টার/আর্কাইভ তৈরি করা হয়। উক্ত ডিজিটাল রেজিস্টার/আর্কাইভ এ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ৯ম, ১০ম ও ১৩ তম তফসিল অনুযায়ী যথাক্রমে অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল রেজিস্টার/আর্কাইভ তৈরির ফলে খুব সহজেই লাইসেন্স ও ইজারা সংক্রান্তরিপোর্ট/প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) অনুসন্ধান লাইসেন্স ও ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব হিসেবে (রয়্যালটি, ভ্যাট, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডি-এর রাজস্ব আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডি-এর মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ২৭১.৮৩ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডি-এর মোট ব্যয় ছিল মাত্র ৪.৬৫ কোটি টাকা। বিএমডি-এর জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৪-১৫	৩৮.৬৩	০.৪৪
২০১৫-১৬	৪৮.৫০	০.৪৫
২০১৬-১৭	৩৫.৪১	০.৭১
২০১৭-১৮	১০৩.৪২	১.৭৫
২০১৮-১৯	৪৫.৮৭	১.৩০
মোট	**২৭১.৮৩**	**৪.৬৫**

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিএমডিকে একটি আধুনিক ও গতিশীল সরকারি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা রয়েছে :

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পৌছানোর নিমিত্ত বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত সেবাসূহকে ই-সেবায় রুপান্তর।

(খ) শাখা অফিস স্থাপন : খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন।

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন : জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপ লাইন, সিলিন্ডার, এবং গ্যাসাধার সংক্রান্তসৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্নাঙ্গ দপ্তর। বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ইহার আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ দেশের বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশালে আছে। বিস্ফোরক পরিদর্শক প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান।

উদ্দেশ্য:

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই বিস্ফোরক পরিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

কার্যাবলী:

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইনসমুহের প্রয়োগের দায়িত্ব এ দপ্তরের উপর অর্পন করা হয়েছে :

(১) বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪

(২) বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪

(৩) গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১

(৪) গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ — ১ এর আওতায় প্রণীত

(৫) এলপি গ্যাস বিধিমালা, ২০০৪

(৬) সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫

(৭) পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬

(৮) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮

(৯) কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ — ৭ এর আওতায় প্রণীত

(১০) প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১

অধিকন্তু, এ দপ্তর ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্তব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান করে।

কাজের বর্ণনা:

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ প্লান অনুমোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগীতা যাচাই করণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করিয়া সনদ প্রদান।

(৭) এ দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোন বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএ্যান্ডই)

জনশক্তি-১০৪ **প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক**

কর্মকর্তা/কর্মচারী-৪
১ x প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক
১ x সাঁট লিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ/
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক

সহকারী প্রোগ্রামার

কর্মকর্তা/কর্মচারী-৩
১ x সহকারী প্রোগ্রামার
১ x ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার
১ x কম্পিউটার অপারেটর

উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, চট্টগ্রাম ১৮

কর্মকর্তা/কর্মচারী-৪
১ x উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক
১ x সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক

জনশক্তি-১৪
১xবিস্ফোরক পরিদর্শক
১xবিস্ফোরক পরিদর্শক
৩xসহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
১xকারিগরী সহকারী
১xহিসাব রক্ষক
১xডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
১xউচ্চমান সহকারী
৩xঅফিস সহকারী-কাম-কম্পিঃ অপারেটরঃ
১xঅফিস সহায়ক
১xনিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক, সিলেট ৯

জনশক্তি-৯
১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
১x কারিগরী সহকারী
১x ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
১x উচ্চমান সহকারী
১x অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
১x অফিস সহায়ক
১x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক রাজশাহী ১২

জনশক্তি-১২
১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
১x কারিগরী সহকারী
১x উচ্চমান সহকারী
১x সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
১x ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
২x অফিস সহঃ-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
২x অফিস সহায়ক
১x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক রংপুর ৭

জনশক্তি-৭
১ x বিস্ফোরক পরিদর্শক
২ x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
১ x উচ্চমান সহকারী
১ x অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
১ x অফিস সহায়ক
১ x নিরাপত্তা প্রহরী

উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ঢাকা ৩২

কর্মকর্তা/কর্মচারী-৩
১ x উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক
১ x সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ/ ব্যক্তিগত সহকারী
১ x অফিস সহায়ক

জনশক্তি-২৯
২x বিস্ফোরক পরিদর্শক
৫x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
১x তত্ত্বাবধায়ক
১x কারিগরী কর্মকর্তা
২x কারিগরী সহকারী
১x হিসাব রক্ষক
১x সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
১x হিসাব সহকারী তথা কোষাধ্যক্ষ
১x উচ্চমান সহকারী
৬x অফিস সহকারী-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
২x পরীক্ষাগার সহকারী
২x পরীক্ষাগার সহগামী
২x অফিস সহায়ক
২x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক খুলনা ১২

জনশক্তি-১২
১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
১x কারিগরী সহকারী
১x সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপারেটর
১x ডাটা এন্ট্রি/কম্পিঃ অপারেটর
১x উচ্চমান সহকারী
২x অফিস সহঃ-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
২x অফিস সহায়ক
১x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক বরিশাল

জনশক্তি-৭
১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
১x কারিগরী সহকারী
১x অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর
১x অফিস সহায়ক
১x নিরাপত্তা প্রহরী

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	সংখ্যা
০১	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	৪	১
০২	উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	৬	২
০৩	বিস্ফোরক পরিদর্শক	৭	৯
০৪	সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	৯	১৮
০৫	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১
	মোট =	-	৩১
	২য় শ্রেণী		
০৬	কারিগরী কর্মকর্তা	১০	১
০৭	ডাটা এন্ট্রি/কন্টোল সুপারভাইজার	১০	১
	মোট =	-	২
	৩য় শ্রেণী		
০৮	তত্ত্বাবধায়ক	১১	১
০৯	কারিগরী সহকারী	১২	৭
১০	হিসাবরক্ষক	১৩	২
১১	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৩
১৩	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৪	৩
১৪	হিসাব সহকারী তথা কোষাধ্যক্ষ	১৪	১
১৫	উচ্চমান সহকারী	১৪	৬
১৬	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৬	৪
১৭	অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৬	১৬
১৮	পরীক্ষাগার সহকারী	১৬	২
১৯	গাড়ী চালক	১৫	২
	মোট =	-	৪৮
	৪র্থ শ্রেণী		
২০	পরীক্ষাগার সহগামী	২০	২
২১	অফিস সহায়ক	২০	১৩
২২	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৮
	মোট =	-	২৩
	সর্বমোট =	-	১০৪

বিস্ফোরক পরিদপ্তরে প্রস্তাবিত যানবাহন, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বিবরণ

যানবাহন/ সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি	সদর দপ্তর, ঢাকা	চট্টগ্রাম অফিস	খুলনা অফিস	রাজশাহী অফিস	সিলেট অফিস	বরিশাল অফিস	রংপুর অফিস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
যানবাহন	বিদ্যমান: ১টি কার,	বিদ্যমান: ১টি মাইক্রোবাস	-	বিদ্যমান: ১টি মোটর সাইকেল	-	-	-
সরঞ্জাম	**বিদ্যমান:** ১০টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি সাইক্লোস্টাইল মেশিন, ২টি এয়ারকুলার, ১টি ফ্যাক্স, ৭টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার	**বিদ্যমান:** ৪টি কম্পিউটার, ৩টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি ফ্যাক্স, ১টি স্ক্যানার	**বিদ্যমান:** ৩টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার	**বিদ্যমান:** ৩টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার	**বিদ্যমান:** ৩টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার	২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার	২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার
পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি	**বিদ্যমান:** ১টি এক্সপ্লোসিভস ডিটেকটর, ২টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ২টি এক্সপ্লোসি মিটার, ৪টি অক্সিজেন এনালাইজার, ১টি মেটাল ডিটেকটর, ১টি আলট্রাসনো থিকনেস গেজ, ৩টি বোম্ব ক্যালরিমিটার, ১টি ওভেন, ১টি স্টীল টেবল, ১টি ফ্ল্যাস পয়েন্ট অ্যাপারেটাস, ১টি ইলেকট্রিক স্টোভ, ১টি সেনসেটিভ ব্যালেন্স, ১টি ওয়াটার বাথ, ১টি জিএস বোম্ব ক্যালরিমিটার, ১টি ইউনিভার্সেল মোটর এসি/ ডিসি, ১টি মেল্টিং পয়েন্ট অ্যাপারেটাস, ১টি বোম্ব ডিটেকটর।	**বিদ্যমান:** ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ২টি এক্সপ্লোসি মিটার, ২টি অক্সিজেন, এনালাইজার	**বিদ্যমান:** ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ২টি অক্সিজেন এনালাইজার	**বিদ্যমান:** ২টি বজ্রবহ পরীক্ষা মেগার, ১টি এক্সপ্লোসি মিটার	**প্রস্তাবিত:** ১টি এক্সপ্লোসি মিটার	**প্রস্তাবিত:** ১টি এক্সপ্লোসি মিটার	**প্রস্তাবিত:** ১টি এক্সপ্লোসি মিটার

কার্যাবলী :

১। বিস্ফোরণ ও অগ্নিদুর্ঘটনাপ্রবণ বিপজ্জনক পদার্থ (বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি) উৎপাদন/তৈরী, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

২। বাণিজ্যিক বিস্ফোরক ও অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের বিধি-বিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা এবং বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

৩। বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ ও তদধীন প্রণীত বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪; এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪; গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১; গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫; সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ এবং পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ ও তদধীন প্রণীত পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭; কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩; প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ এর প্রয়োগ ও প্রশাসন।

৪। বিস্ফোরক উৎপাদন প্ল্যান্ট, গ্যাস ফিল্ড, সিলিন্ডার/গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তিকরণ প্ল্যান্ট, সিলিন্ডার/গ্যাসাধার ও উহার আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম নির্মাণ পান্ট, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র, গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, ম্যাচ ফ্যাক্টরী, তৈল ক্ষেত্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, পেট্রোলিয়াম মজুদ স্থাপনা, পেট্রোলিয়াম মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম পরিবহন যান/অয়েল ট্যাঙ্কার, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন, গ্যাস সঞ্চালন লাইন ও আনুসঙ্গিক স্থাপনাদি এবং বিপজ্জনক পদার্থ হ্যান্ডলিং প্রাঙ্গণ পরিদর্শন এবং অনুমোদন/লাইসেন্স প্রদান।

৫। বিপজ্জনক পদার্থ হইতে সৃষ্ট বিস্ফোরণ বা অগ্নিদুর্ঘটনার তদন্তানুষ্ঠান এবং দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ও কারণ নির্ণয় এবং প্রতিকারের পরামর্শ প্রদান।

৬। বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, ধারনপাত্র, পেট্রোলিয়াম পরিবহন যান/ট্যাঙ্কার, গ্যাস সিলিন্ডার/গ্যাসাধার ইত্যাদির ধরন (ঢুঢ়ব) অনুমোদন।

৭। অনুপযোগী বা বিপজ্জনক বিস্ফোরক, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ইত্যাদি নিষ্ক্রিয়করণ/বিনষ্টকরণ।

৮। ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণ এবং আর্মস অ্যাক্টের অধীন লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ড় ব্যাপারে জেলা প্রশাসক/পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান।

(২) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদানও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি:

বিস্ফোরক:

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, কূপ খনন ওয়ার্কওভার কাজ, সিসমিক সার্ভে কার্যের জন্য ব্যবহার্য 'বিস্ফোরক' নিরাপদে আমদানি, মজুদ ও পরিবহন কার্যে দেশীয় কোম্পাণী ও আন্তর্জাতিক কোম্পাণীসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূর্বের মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স নবায়নসহ বিস্ফোরক আমদানির জন্য ৮টি, মজুদের জন্য ১টি ও পরিবহনের জন্য ২০টি লাইসেন্স/পারমিট অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভ সম্পন্নকরণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিগুলির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ৩,৫২,১০০ পিস ও ১৯৫.৫৯ কেজি ডেটোনেটর; ৩.১৯ কেজি ও ১১৫০ কি.মি. ডেটোনেটিং কর্ড; ২৮০ মেট্রিক টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট; ৫৫৯০.৬৫ কেজি চার্জ; ৩৪৫১১ পিস ও ৬০,০০০ কেজি সিসমিক পাওয়ার জেল; ৩৫০ মেট্রিক টন ও ১৭.০৬ কেজি ইমালশন এক্সপোসিভ; ২৫.৯৬ কেজি বুস্টার; ২০,০০০ পিস কোন ও অ্যাংকর এবং ১০.৪০ কেজি ইগনিটার আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম:

বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস নির্ভর পাওয়ার পান্টের পরিবর্তে ডিজেল/ফার্নেস অয়েল চালিত কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট দ্রুততার সাথে সমাপ্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ২৯৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্র্যাপিং এর পূর্বে ১১,৩৯৯ পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি:

প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ২১,৫৩,৪৭২টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির অনুমতি এবং এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের জন্য ৮৩৮টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইন:

সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৮৭টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৭৯টি গ্যাস পাইপ লাইনের নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তিকরণ:

সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রুত আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১,৪৫৩টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন আইটেমের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ বছর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত রাজস্ব আয় ও ব্যয়-এর হিসাব প্রদত্ত হলো:

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-
২০১৬-২০১৭	৬,৮৮,৭৬,০০০/-	২,০৫,৩৯,৮০০/-
২০১৭-২০১৮	৮,০১,৮৯,০০০/-	৫,৮৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৭,৫১,৬৯,০০০/-	১,৮৯,০৫,০০০/-

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন

১। দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

(ক) সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

(খ) Annual Performance Agreement Management System (APAMS) শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(গ) Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas Pipeline কোর্স;

(ঘ) Corrosion Control and Cathodic Protection শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(ঙ) Financial and Economic Appraisal of Project শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

(ক) ভিয়েতনাম এ Annual Performance Agreement (APA) শীর্ষক প্রশিক্ষণ;

(খ) ফ্রান্সের প্যারিস এ Road Transport Safety, Guideline and Technology for Road Transportation of Petroleum Products শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ;

(গ) স্পেন এ "Factory Acceptance Test (FAT)" পরিদর্শনে অংশগ্রহণ;

২। দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) কোর্স;

(খ) সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

(গ) মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স।

(ঘ) অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি কোর্স

(৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

১। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৬৯ হতে ১০৪ তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২৯০ জনবলের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও নিয়োগ বিধিমালা জারি করে দ্রুত জনবল নিয়োগ করার মাধ্যমে তৈল ও গ্যাস সেক্টরসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। ল্যাবরেটরীতে নতুন সরঞ্জাম স্থাপন করত: আধুনিকায়নকরণ।

৩। আইটি লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সিস্টেম কার্যকরকরণ।

www.emrd.gov.bd